সময়ের সঙ্গে বদলায় মানুষের রুচি, বদলায় প্রতিমার বহিরঙ্গও। প্রশ্ন ওঠে, দেবতার শরীরে কি শুধু দেবত্বই কথা বলে, নাকি সেখানে মিলেমিশে থাকে মানুষ, মাটি আর সময়ের নিজস্ব ভাষা?
সাজভাষা

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অগ্নিদগ্ধ বায়রন, ভর্তি হাসপাতালে ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	২২°	৩২°	২৩°	৩২°	২২°	৩০°	২২°

ষড়যন্ত্রের ছক ছিল ওমানি কোপাইলটের
কুঠার দিয়ে আঘাত ক্যাপ্টেনকে ১০

শিলিগুড়ি ১৬ আশ্বিন ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 4 October 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 138

তদন্তের কথা শুভেন্দুর মুখে

নন্দীগ্রামে পা ভাঙেনি মমতার!

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : দলীয় বিপর্যয়ের পর ব্যক্তিগত বিড়ম্বনার মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ উঠে গেল। অভিযোগ তুললেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মিথ্যাচারের তদন্ত করার ইঙ্গিতও দিলেন। যাতে ব্যক্তিগতভাবে বিপাকে পড়তে পারেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু ঘটনাটি সামনে আনলেন নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনের মাত্র তিনদিন আগে।

২০২১-এর স্মৃতি ফিরিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্ত করার আভাস দিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় তাঁর পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাকি প্রচার তিনি করেছিলেন পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে। শুভেন্দু অধিকারী শনিবার হাসপাতালের রেকর্ড প্রকাশ্যে এনে দাবি করলেন, আদৌ তখন পা ভাঙেনি মমতার।

বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স-এর রিপোর্ট দেখিয়ে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, 'রিপোর্টে তাঁর (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর) পায়ের হাড় ভাঙেনি বলেই বলা হয়েছে। মিথ্যা অভিযোগ করে নন্দীগ্রামের মানুষকে অপমান করেছিলেন তিনি।' তদন্তেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। শুভেন্দুর ভাষায়, '৯ তারিখের পর অ্যাকশন হবে। অভিযোগ করলে যেমন তদন্ত হয়, তেমন কেউ মিথ্যা অভিযোগ করলে তাঁর বিরুদ্ধেও তদন্ত হয়, শাস্তিও হয়।'

তাঁর কথায়, নির্বাচনি আচরণবিধি কার্যকর আছে বলে এর বেশি কিছু বলবেন না এখন। যা বলার ৯ অক্টোবর ভোটের ফল প্রকাশের পর বলবেন। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে 'দুর্ভাগ্যজনক ও রুচিহীন' বলে নিন্দা করেন। তাঁর কথায়, 'কারও ব্যক্তিগত জখম নিয়ে কুৎসা ও অপপ্রচার আপত্তিকর। মমতাদির যে পায়ের জখম ছিল, ডাক্তাররা তার সাক্ষী। এখন সরকারি প্রতিষ্ঠান হাতে আছে বলে কোনও বিকৃত প্রচার করা ঠিক নয়।'

মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্য দাবি, 'ওই ঘটনায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে ফ্র্যাকচার হয়নি। গাড়ির দরজার ধাক্কায় পায়ে সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন। আর পা ভেঙেছে বলে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে ঘুরেছিলেন। আমার কাছে ওই কাগজটা রয়েছে। তখন উনি মুখ্যমন্ত্রী। ওঁর ডাক্তাররা লিখে দিয়েছিলেন নো ফ্র্যাকচার। চ্যালেঞ্জ করলে দেখিয়ে দেব।' শুক্রবার নন্দীগ্রামে ভোটের প্রচারে গিয়ে প্রথম অভিযোগটি তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার নবান্নে একেবারে নথি দেখিয়ে দিলেন। এরপর চোদ্দোর পাতায়

হেরেও আশা জাগাল ভারত

আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে ভারতকে হারানোর পর ব্রাজিলিয়ান ফুটবলাররা। যুবভারতীতে শনিবার।

গোলিয়াথ ব্রাজিলের বিরুদ্ধে লড়াকু ডেভিড ইন্ডিয়া

ভারত-০
ব্রাজিল-৪
(এস্তোভাও, পেড্রো, লিনো-২)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের বক্সে বাড়ানো থ্রু অনিরুদ্ধ থাপা ক্লিয়ার করছেন বা আপুইয়ার লং রেঞ্জার প্রায় পোস্ট ছুঁয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে কী মনবীর সিং একা বল হোল্ড করে বক্সে ঢুকে পড়ছেন হুড়মুড় করে! ব্রাজিলের বিপক্ষে এমন দৃশ্যও যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন দেখবে, কে কবে ভেবেছিল!

ব্রাজিল ম্যাচ জিতবে এই নিয়ে কোনও তর্ক থাকার কথা নয়। ছিলও

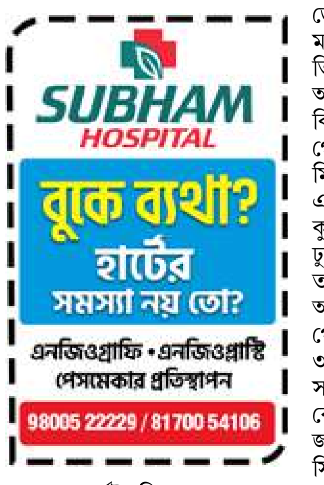

না। বরং তর্কটা ছিল, কত গোলের মালা পরাবেন ভিনিসিয়াসরা, সেই নিয়ে। এদিন গ্যালারি যথারীতি ভরাতে ব্যর্থ কল্যাণ চৌবে অ্যান্ড কোং। যাঁরা এলেন তাঁরা প্রাণ ভরে দেখলেন গোলিয়াথের সঙ্গে ডেভিডের জীবন বাজি রাখা লড়াই। মাত্র ২৭ মিনিটের মধ্যে ভারত তিন-তিনটে কর্নার ব্রাজিলের বিপক্ষে আদায় করে নেবে, কোনও ভারতীয় কি এমনটা স্বপ্নেও ভেবেছিলেন? গোটা ম্যাচজুড়ে বেশ কিছু। ২৮ মিনিটে ব্রাজিলের প্রথম গোল। এস্তেভাও ডানদিক থেকে আশিক কুরুনিয়ানকে নিয়ে কাট করে ঢুকেই চকিতে বাঁ পায়ের শট নিলে তা গুরপ্রীত সিং সান্ধু বুঝে ওঠার আগেই জালে আশ্রয় নেয়। এরপর পেড্রোর হেড পোস্টে না লাগলে ৩৬ মিনিটেই ২-০ হয়ে যায়। এদিন সাহাল আব্দুল সামাদ ও অনিরুদ্ধকে রেখে প্রথম একাদশ সাজান খালিদ জামিল। রিকি সাবং ও বিক্রম প্রতাপ সিংয়ের জায়গায় দলে ঢোকেন এই দুজন। ব্রাজিল অবশ্য আটটা পরিবর্তন করে দলে। এরপর চোদ্দোর পাতায়

পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়ান গেমসে ইতিহাস গড়ল ভারত। পুরুষদের ক্রিকেটে পরপর দু'বার সোনা জয়।

গণপিটুনি, মৃত্যু দুই তরুণের

গোরু চোর সন্দেহে গাড়িতেও আগুন

খোকন সাহা ও শমিদীপ দত্ত

বাগডোগরা ও মাটিগাড়া, ৩ অক্টোবর : গোরু চোর সন্দেহে গণপিটুনির জেরে শনিবার মৃত্যু হল দুই তরুণের। একটি গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। চুরির অভিযোগে ধৃত সাতজনের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিন তরুণ। গভীর রাতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গিয়েছে বাগডোগরার তারাবাড়িতে, অথচ সকালের আগে বিষয়টি ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি পুলিশ।

উদ্ধারের আগে পর্যন্ত দুই তরুণ বালাসন থেকে খানিকটা দূরে একটি ক্র্যাশারের কাছে পড়ে ছিলেন। একজন ততক্ষণে মৃত, আরেকজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুরের দিকে হরিয়ানার হাতিমের পাওয়াল জেলার বাসিন্দা সাদ মহম্মদ (২৮) মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

তিন অভিযুক্ত আমির সাত্তার, আরিফ খান ও আক্রাম খানের বাড়ি হরিয়ানায়। বর্তমানে তাঁরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। এছাড়া, উত্তর দিনাজপুরের মহম্মদ রকিব, হরিয়ানার মহম্মদ আজাদ, কিশনগঞ্জের মহম্মদ আনারুল ও গোয়ালপোখরের নুর মহম্মদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সাত ধৃতকে রবিবার আদালতে তোলা হবে।

অপর মৃত শাহিদ আখতারের (৪৫) আদি বাড়ি চোপড়ার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আটকুলস এলাকায়। যদিও, কয়েকবছর ধরে নকশালবাড়িতে শ্বশুরবাড়ির কাছে একটি ভাড়াবাড়িতে থাকছিলেন। পেশায় তিনি পণ্যবাহী গাড়ির চালক। শাহিদের বাবা-মা ইসলামপুরে থাকেন। শাহিদের স্ত্রী ছাড়াও দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে।

শিলিগুড়ির এসিপি (ওয়েস্ট-২) অনির্বাণ মজুমদারের বক্তব্য, 'মৃত দুজন সহ ধৃতদের বিরুদ্ধে গোরু পাচারের অভিযোগ রয়েছে। এলাকায় কিছুদিন ধরে গবাদি প্রাণী চুরির ঘটনা ঘটছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করে তদন্ত শুরু হবে।'

এদিকে, শাহিদের স্ত্রী রাজিয়া সুলতানা এদিন দুপুরে বাগডোগরা থানায় পিটিয়ে মারার অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, 'আমার স্বামী গোরু-মোষের লাইনে কাজ করত। এরপর চোদ্দোর পাতায়

বাগডোগরার কাছে তারাবাড়িতে অভিযুক্তদের গাড়ি।

এক বিক্ষোভকারীকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। নয়াদিল্লিতে শনিবার।

যন্তরমন্তরে ফের ঢেউ প্রতিবাদের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর : দিল্লির রাজপথ আবার উত্তাল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দু'বার। পুলিশের শত চেষ্টা সত্ত্বেও বিক্ষোভ ঠেকানো গেল না। যন্তরমন্তর কার্যত দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো করে ফেলেছিল পুলিশ। তা সত্ত্বেও মিছিলের পর মিছিল আছড়ে পড়ে।

'ডিজিটাল' সত্যাগ্রহে রাহুল

তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার সময় শুক্রবার আইসা'র সর্বভারতীয় সভাপতি নেহা বোরা যন্তরমন্তরে ফিরে আসার ডাক দিয়েছিলেন।

কার্যত বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন ও জেন জেড ফিরেই এসেছিল শনিবার। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্বিতীয় দিনেও হিমসিম অবস্থা হয় পুলিশের। আগের দিনের মতোই ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধে। ধস্তাধস্তি হয়। শেষপর্যন্ত পুলিশ অনেককে শুক্রবারের মতো পাঁজাকোলা করে কিংবা টেনেহিঁচড়ে নিয়ে ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। পরপর দু'দিন পুলিশের এই আচরণে হেনস্তার চূড়ান্ত হলেন নেহা।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে প্রতিবাদের এই ঢেউ শনিবারও ছিল উল্লেখ করার মতো। জ্ঞানেশ ইতিমধ্যে ইস্তফা না দিলে আগামী ১০ অক্টোবর ককরোচ জনতা পার্টি আবার যন্তরমন্তর অভিযানের ডাক এরপর চোদ্দোর পাতায়

বাঘিনীর ভিডিও নিয়ে বিতর্ক

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩ অক্টোবর : বক্সার জঙ্গলে এনক্লোজারের ভেতরে দৌড়াচ্ছে হরিণ আর পেছনে ধাওয়া করছে বাঘিনী। বন দপ্তরের প্রকাশ করা এমন ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। শুক্রবার এনক্লোজারের দরজা খুলে দেওয়ার পর ওই ভিডিও প্রকাশ করা হয়। জেলা, রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে গোটা দেশ ওই ভিডিও দেখেছে। সেই ভিডিও নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। কেননা, বন দপ্তরের প্রকাশ করা ওই ভিডিও এডিটেড বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভিডিওটি খুব ভালো করে দেখলে নজরে আসবে দুটো আলাদা ফ্রেমের ও সময়ের ভিডিও একসঙ্গে জোড়া হয়েছে। ভিডিওগ্রাফির ভাষায় যাকে বলে 'কাট শট'। এনক্লোজারের ভেতরে লাগানো সিসি ক্যামেরায় একটি হরিণের দৌড়ে যাওয়ার ভিডিও এবং ওই জায়গায় বাঘিনীর হেঁটে যাওয়ার ভিডিও একসঙ্গে করা হয়েছে বলেই চর্চা। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে বাঘ হরিণের পেছনে আসছে ঠিকই, তবে দুটো প্রাণী এক ফ্রেমে নেই। আর বাঘ হঠাৎ করে ফ্রেমে চলে আসছে। দেখলে বোঝা যায়, দুটো কাট শট একসঙ্গে জোড়া হয়েছে।

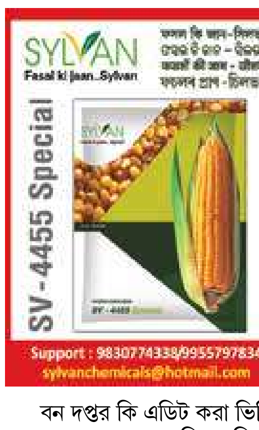

বন দপ্তর কি এডিট করা ভিডিও প্রকাশ করেছে? এদিন বিষয়টি জানতে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এফডি কুমার বিমলকে কয়েকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। উত্তর পাওয়া যায়নি অন্য বনকর্তাদের কাছ থেকেও। তবে এক আধিকারিক জানান, বিভিন্ন সময়ের ভিডিও রেকর্ডিং হচ্ছে। সেগুলো একসঙ্গে করেই ভিডিও শেয়ার করা হচ্ছে। সব ভিডিও দেওয়া সম্ভব নয় দীর্ঘ সময়ের জন্য। তবে আরেকটি মহল মনে করছে, বন দপ্তর বিহারের বাঘিনীকে স্বাভাবিক দেখানোর জন্যই ওই পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

বাঘিনী কি স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে? বন দপ্তর সূত্রে খবর, বাঘিনী এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেনি। পশু চিকিৎসকরা নজরে নজরে রাখছেন তাকে। কিছুটা ট্রমার মধ্যে রয়েছে সে। শুক্রবার এনক্লোজারের দরজা খুলে দিয়ে পুরো বক্সা জঙ্গল উন্মুক্ত করা হলেও বাঘিনীর কাছে এখনও প্রিয় জায়গা ওই এনক্লোজার। এদিনও সে সেখানেই ছিল। এখনও খোলা জঙ্গলের স্বাদ নেয়নি বাঘিনী। তবে তার নতুন পরিচয় হয়েছে। এতদিন সে বাল্মীকি বাঘিনী টি ১৩৮ নামে পরিচিত ছিল। বক্সায় তার নতুন আইডি নম্বর বিটিআর টিএফ-১। এরপর চোদ্দোর পাতায়

উমা আসছে। চারপাশে যতই থাকুক অন্ধকার, যতই জমে থাকুক উদ্বেগ আর যন্ত্রণা, তার আসার খবরেই যেন বদলে যায় উত্তরবঙ্গের বাতাস। কাশফুল দোলে, শিউলি ঝরে। সব দুঃখকে একটু পাশে সরিয়ে তাই গোটা উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা করে উমার। সেই অপেক্ষা, সেই বদলে যাওয়া দিনগুলোর গল্পই বলবে 'পুজোর গন্ধ এসেছে'।

আমরা খেয়ে ঢেঁকুর তুলি ওঁরা কিচেনে রাত জাগেন

শুভ সরকার

দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সরু মুখটায় বড্ড ভিড়। বাঙালির লাইন তো কোনওদিন লম্বা আর সোজা হয় না। সবসময় জটলা পাকিয়ে ভিড় করে থাকে। সেই ভিড় ঠেলে ওঠা যেমন মুশকিল, তেমন নামাটাও। কোনওমতে একবার সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকলে সিগারেটের ধোঁয়ার মেঘ আর নিভু নিভু আলো মিশে অন্ধকারটাকেই যেন বাহবা দিচ্ছে।

আধঘণ্টা আগে একবার কিচেনের দরজা ফাঁক করে বাইরেটা মেপে নিয়েছেন বিশ্বজিৎ সামন্ত। তাঁর অভিজ্ঞতা বলছে, এই ভিড় সামলাতে আরও অন্তত ৩ ঘণ্টা। হয়তো তারও বেশি। কারণ লোক আসছে তো আসছেই। আসবেও। রাত তখন এগারোটা। শিলিগুড়ি শহরে বিধান রোডে এই এসি রেস্তোরাঁয় বাইরের শব্দ ঢোকার উপায় নেই। নয়তো কিচেনের ভেতর থেকে শোনা যেত এত রাতেও রাস্তায় একের পর এক গাড়ির হর্ন। মাঝে মাঝে কেউ প্রাণপণে ফুঁ দিয়ে দিয়ে কান ঝালাপালা করা প্লাস্টিকের ভেঁপু বাজাচ্ছে। পুজোর মাঠের মেলা থেকে কিনেছে হয়তো। রাত যতই হোক না কেন, কুছ পরোয়া নেই। পুজোর এই কয়েকটা দিনই তো যেটুকু ফুর্তি!

একবার চিলি চিকেনের গ্রেভি, একবার মিক্সড রাইসের কড়াই, ওদিকে আবার ছাঁকা তেলে ফিশফ্রাই ছাড়া। এত দ্রুত হাত চলছে বিশ্বজিতের যে, ছেলে দেখলে বলত, বাবা তুমি কি ম্যাজিশিয়ান! দেশের বাড়িতে এতক্ষণে ছেলে আর বৌ দুজনই নিশ্চয়ই খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। খাওয়া বিশ্বজিতেরও হয়ে গিয়েছে। সেই সন্ধ্যায়। তারপর একটানা কাজ করতে করতে এখন একটু খিদে খিদে পাচ্ছে। নাহ, এখন কিছু খাওয়া উচিত হবে না। ভরা পেটে এত কাজের চাপ সামলানো সম্ভব হয় না।

মালিকও বলেন, 'বিশ্বজিৎ সকাল সকাল খেয়ে নিও। পরে আর সময় পাবে না।' মনে মনে হাসেন বিশ্বজিৎ, ইকবালরা। রাত বাড়লে খাওয়ার সময় যে মিলবে না, সেটা কি তাঁরা নিজেরাও জানেন না? এটা তাঁদের কাজের প্রথম পুজো নাকি? এই বার কাম রেস্তোরাঁয় বিশ্বজিৎদের বছর পাঁচেক হয়ে গেল। তার আগে অন্যান্য জায়গা মিলে ঠিক যে কত বছর, খেয়াল নেই এখন আর। রাত আটটার মধ্যে তন্দুরি রুটি আর চিকেন ভর্তা খেয়ে নিয়েছেন কিচেন আর টেবিলের সব স্টাফ। তখনও অষ্টমীর রাতের কাস্টমারদের ভিড়টা এভাবে হামলে পড়েনি।

শহর এখন রাত জাগতে শিখে গিয়েছে। দুর্গাপুজোর সময়টা তো এক্কেবারে হোলনাইট নিশাচর। 'পুজোর কয়েকটা দিন আমাদের রেস্তোরাঁ তো ভোর পাঁচটা অবধি খোলা থাকে'- শিলিগুড়ির হরেন মুখার্জি রোডে একটি খাবারের দোকানের কাউন্টারে বসে বলছিলেন সুজয় আহমেদ। তাঁর কথায়, 'কিচেন বন্ধ হয়ে যায় তার এক ঘণ্টা আগে। তখনও দোকানের সামনে কাস্টমারদের ভিড় লেগে থাকে দাদা। আমরা ফিরিয়ে দিই।' এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : জনহিতকর কাজে যোগদান করে মানসিক তৃপ্তি। সংসারের কোনও সদস্যের শারীরিক অসুস্থতায় চিন্তা বাড়বে। কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার অগ্রগতি। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষ অবশেষে আপনার মতকে সমর্থন করবে। অকারণে ব্যয় করে মানসিক দুশ্চিন্তা। প্রেমের সংকট কাটবে।

বৃষ : ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। সপ্তাহের শেষভাগে দুশ্চিন্তার অবসান হবে। শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কেটে যাবে। সন্তানের সৃজনশীল কাজের সাফল্যে মানসিক তৃপ্তি। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অসম্মানিত হতে পারেন। নতুন সম্পদ কেনার সুযোগ মিলবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি। প্রেমের সঙ্গীকে আপনার সব কথা খুলে বলুন, সমস্যা মিটে যাবে।

মিথুন : সপ্তাহটি খুবই পরিশ্রমে কাটবে। তবে সাফল্য ধরা দেবে। অংশীদারি ব্যবসায় ঋণ নিতে হতে পারে। মেয়ের বিবাহ স্থির হওয়ায় মানসিক স্বস্তি। যে কাজ দীর্ঘদিন আর্থিক কারণে বন্ধ হয়ে আছে তা শুরু করতে পারবেন। পেটের রোগের কারণে কোনও অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে।

কর্কট : ব্যবসার জটিলতা কাটায় মানসিক স্বস্তি। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। দূরের কোনও বন্ধুর সুসংবাদে আনন্দ লাভ। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। আটকে থাকা কোনও সম্পত্তি উদ্ধার করে মানসিক তৃপ্তি।

সিংহ : অহেতুক বিলাসিতায় অধিক ব্যয় হওয়ায় মানসিক অস্থিরতা। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকতে হবে। সামান্য কারণে উৎকণ্ঠায় শারীরিক সমস্যা। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক শান্তি পাবেন। প্রেমে সামান্য সমস্যা।

কন্যা : বাবার শরীর নিয়ে সারা সপ্তাহ উৎকণ্ঠায় কাটবে। অন্যায়কারীকে এ সপ্তাহে চিনতে পেরে অবাক হবেন। নিজের ভুলে সমস্যা তৈরি করে ফেলতে পারেন। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা। নতুন সম্পত্তি কেনার পর আইনি সমস্যা হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ লাভ।

তুলা : বহুদিন পরে প্রিয়জনের সান্নিধ্য মনে তৃপ্তি দেবে। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। পাওনা আদায়ে অহেতুক জোর করতে গেলে সমস্যা হতে পারে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। ভ্রমণের পরিকল্পনায় বাধা। সন্তানের চাকরিক্ষেত্রে সাফল্যে আনন্দ। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে।

বৃশ্চিক : পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে মতানৈক্যে সমস্যা। বাড়ি সংস্কারে নেমে পড়শির সঙ্গে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজ সমাধান করে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। এ সপ্তাহে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। সন্তানের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা দূর হবে।

ধনু : রেল, বন বিভাগে যুক্তদের পদোন্নতির সুযোগ। অবিবাহিতদের বিবাহের যোগ দেখা যায়। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যায় জড়িয়ে পড়বেন। কাছের লোকের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা।

মকর : ব্যবসার প্রয়োজনে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। সন্তানের জন্যে গর্বিত হবেন। সমাজসেবায় মানসিক শান্তি পাবেন। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। বাড়ি সংস্কারে নেমে অধিক অর্থ ব্যয় হওয়ায় সমস্যার সম্মুখীন। প্রেমের সঙ্গীকে অবশ্যই সময় দিন।

কুম্ভ : মায়ের রোগমুক্তি স্বস্তি আনবে। এ সপ্তাহে আয়বৃদ্ধির নতুন সুযোগ। ঋণ শোধ করতে সমস্যার সম্মুখীন। পরোপকার করে আনন্দলাভ। ক্রীড়াবিদগণ নতুন সুযোগ পাবেন। সামান্য তর্ক থেকে বড় সমস্যা তৈরি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত সমর্থিত হওয়ায় স্বস্তি।

মীন : শরীর নিয়ে সপ্তাহভর উৎকণ্ঠা থাকবে। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে ব্যবসার সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। অতি আকাঙ্ক্ষা সমস্যা তৈরি করতে পারে। নতুন সম্পদ কেনায় লাভবান হবেন। সন্তানের পরীক্ষার ফলে তৃপ্তিলাভ। শ্লেষ্মাঘটিত সমস্যা বৃদ্ধি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ১২ আশ্বিন, ৪ অক্টোবর, ২০২৬, ১৬ আহিন, সংবৎ ৮/৯ আশ্বিন বদি, ২২ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৩, অঃ ৫।২০। রবিবার, অষ্টমী দিবা ৭।২৯ পরে নবমী শেষরাত্রি ৫।৭। পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ২।২৮। পরিঘযোগ দিবা ৩।৪৭। কৌলবকরন দিবা ৭।২৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৬।১৮ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৫।৭ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৮।৫২ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ২।২৮ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ২।২৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনা-ঈশানে, দিবা ৭।২৯ গতে পূর্বে, শেষরাত্রি ৫।৭ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৯।৫৮ গতে ১২।৫৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৮ গতে ২।৩০ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৬।২৯ গতে ৮।৪৮ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩০ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ১।২৮ মধ্যে ও ২।১৯ গতে ৫।৩৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৭ গতে ৪।১২ মধ্যে।

পুজোর মুখে পর্যটনে আবার ধাক্কা

বক্সায় বাড়ল নিষেধাজ্ঞা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩ অক্টোবর : বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে পর্যটকদের প্রবেশের ওপর জারি হওয়া নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও বাড়ানো হল। আগামী ৯ অক্টোবর পর্যন্ত বক্সায় পর্যটন ব্যবসা এবং জঙ্গল সাফারি সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর। আর দুর্গাপুজোর ঠিক মুখে এই নির্দেশিকা জারিতে প্রবল ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে পর্যটননির্ভর গ্রামগুলিতে। ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি মিলেছিল। এরপর জঙ্গলে বাঘিনী ছাড়ার কারণে গত ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত পর্যটন ও জঙ্গল সাফারি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। শনিবার এই বিধিনিষেধের মেয়াদ আগামী ৯ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বন দপ্তরের দাবি, শুক্রবার জঙ্গলে যে বাঘিনী ছাড়া হয়েছে, তার সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। বন দপ্তরের এক কর্তার কথায়, 'বাঘিনীকে জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে। এখন ওকে চোখে চোখে রাখতে হবে, কড়া মনিটরিং প্রয়োজন। জঙ্গলে বেশি লোক এলে বাঘিনীর সমস্যা হতে পারে। সে জন্যই এই বিধিনিষেধ। পর্যটনের ক্ষতি হোক, সেটা আমরাও চাই না। পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।'

পর্যটক নেই। শুনসান বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পাম্পু বস্তি মোড়।

এই সিদ্ধান্ত সামনে আসার পরেই ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে। হুহু করে বাতিল হচ্ছে বুকিং। দুর্গাপুজোর মুখে এই সিদ্ধান্তকে বড় ধাক্কা বলেই মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, 'বন দপ্তর জানিয়েছিল ৩ তারিখের পর আর বিধিনিষেধ থাকবে না। সেই মতো ৪ তারিখ থেকে বুকিং নেওয়া শুরু হয়। তবে এখন বাধ্য হয়ে সেগুলো বাতিল করতে হচ্ছে। দুর্গাপুজোর মুখে আনন্দই মাটি হয়ে গেল। আগামীদিনে ব্যবসা কী হবে, তা বোঝা মুশকিল।'

বন দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া টিকিট কাউন্টার এখন পুরোপুরি বন্ধ। চেকপোস্ট পেরিয়ে পর্যটকদের যাওয়ার কোনও উপায় নেই। ফলে জয়ন্তীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা, বক্সা ফোর্টের ইতিহাস দেখা বা লেপচাখায় ট্রেকিং- সব রাস্তাই আপাতত বন্ধ। এতে বড় ক্ষতির মুখে পড়ছেন জয়ন্তীর ট্যুরিস্ট গাইড কুরবান খানরা। তাঁর কথায়, 'তিন মাস জঙ্গল বন্ধ থাকার পর এমনিতেই নানা সমস্যা ছিল। এখন তো গাড়ির কিস্তির টাকাই উঠছে না।' অথচ বক্সাকে কেন্দ্র করে পর্যটনশিল্পের বিকাশের কথা গত শুক্রবারই শোনা গিয়েছিল তাবড় নেতাদের মুখে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী পর্যটন বাড়ানোর কথা বলেছিলেন। কিন্তু শনিবার থেকেই এলাকার পর্যটনের এমন বিরূপ ছবি নজরে আসায় হতাশ সংশ্লিষ্ট সকলেই। রাজাভাতখাওয়ার হোমস্টে মালিক পরিমল ঘোষ জানান, দুর্গাপুজোর আগে থেকেই সাধারণত পর্যটকদের ভিড় দেখা যায়। কিন্তু এবার তা একেবারেই নেই। বিধিনিষেধের জেরে যে দু-একজন আসছিলেন, তাঁরাও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

> **বাঘিনীকে কড়া মনিটরিংয়ের জন্য জঙ্গলে বেশি লোক এলে সমস্যা হতে পারে। সে জন্যই এই বিধিনিষেধ। পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।**
>
> **বন দপ্তরের এক আধিকারিক**

পাত্র চাই

■ ঘোষ, 29, M.A., B.Ed., 5'-3", পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/বড় ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9932502311. (C/123992)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩১ বছর, Ph.D., একটি বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী যোগ্য পাত্র কাম্য। 7047934466. (C/123993)

■ কায়স্থ, ডাক্তার, 39/5'-2", স্লিম, সুন্দরী, শিলিগুড়িতে প্র্যাকটিস। পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার/সরকারি অফিসার পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের পাত্র অগ্রগণ্য। (M) 6909906785, 7679667476. (C/123594)

■ ব্রাহ্মণ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৭, MBBS, MD ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9091607897. (C/123993)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০ বছর, BDS, নিজস্ব চেম্বার, পিতা চাকরিজীবী। এরূপ পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 6297176324. (C/123993)

■ ব্রাহ্মণ (শিব গোত্র), 33/5'-5", সুশ্রী, বৃশ্চিক, দেবারিগণ, M.Tech., MNC দিল্লীতে কর্মরতা, পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর যোগ্যতা অনুযায়ী স্থায়ী কর্মরত পাত্র চাই। নরগণ বাদে। (M) 9474540826, 8972322695. (C/123596)

■ কায়স্থ, 5'-3", B.A., ইংরেজি অনার্স, বয়স 27, দেবারিগণ, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8250267984. (B/S)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 31, সুশ্রী, উচ্চশিক্ষিতা, কর্মরতা, এরূপ পাত্রীর জন্য সুযোগ্য ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। মোঃ 9475082883. (C/113905)

■ সাহা, 28/5'-1", শিলিগুড়ি নিবাসী, Accounts (Hons.), সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের কন্যার জন্য পাত্র কাম্য। 8945560071. (C/123990)

■ ব্রাহ্মণ, ৩২/৫'-৩", M.A., দেবারিগণ। পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Mob.No. 8768477478. (C/123999)

■ কায়স্থ, 40/5'-3", কেন্দ্রঃ সঃ চাকরি, পাত্রীর সঃ চাঃ পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। M.M বাদে। (7 P.M. - 10 P.M.), 9339006347. (C/123596)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫+, সুশ্রী, B.Sc. পাশ ও ইন্টিরিয়র ডিজাইনার পদে কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/123598)

■ Gen., 23/5'-3", M.Sc. Running, ঘরোয়া, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9734485015. (C/123598)

■ নমঃ, 29/5'-2", M.A., D.El. Ed., BLIS পাশ পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9800033602. (C/123598)

■ শিক্ষিত, ভদ্র পরিবারের পাত্রী, MBBS ডাক্তার, সরকারি চাকরি, 38/5'-4", Slim, সাংসারিক। 40-42'এর মধ্যে 5'-6"-র ঊর্ধ্বে, নেশাহীন, উপার্জনশীল, সুস্থ, উদার মানসিকতার যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9434665437. (C/123598)

■ পাত্রী এমএ, বিএড, ডিএলএড, কম্পিউটার ডিপ্লোমা ও Extra curriculam, ৩০/৫'-৩", ফর্সা, সুশ্রী, ভদ্র মেয়ের জন্য কায়স্থ, দেবারিগণ, উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী, উচ্চ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ৫'-৮"-৬'/৩২-৩৫ মধ্যে সুদর্শন পাত্র চাই। কলকাতা, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 7679489880, সঃ ১২:০০ - রাঃ ৯:০০ টা। (C/123598)

■ 1997/4'-9", মাঙ্গলিক, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 7047525883. (C/123598)

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০ বছর, Ph.D., পিতা সরকারি স্কুলের শিক্ষক, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7029241726. (C/123993)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৪, সুশ্রী, M.A. ইন ইংলিশ। পিতা সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 9330394371. (C/123598)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬+, সুশ্রী, প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরিরতা, নিঃসন্তান ডিভোর্সি-এর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9749393655. (C/123598)

■ ২৮+, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি (সংসার করেনি), শিক্ষিতা, সুশ্রী, হাতের কাজ জানা ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9749393655. (C/123598)

■ কায়স্থ, ঘোষ, শৌকালীন গোত্র, 33+/4'-9", M.A. Pass কন্যার জন্য সরকারি চাকরিজীবী অথবা ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ফোন নং- 8207278991. (C/125190)

■ রাজবংশী, ৫'-২"/২৯, ফর্সা, M.Sc., সরকারি চাকরিরত পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন, কাস্টের কোনও সমস্যা নেই। যোগাযোগ- 7479076973. (C/123187)

■ বয়স 55, বিদ্যুৎ বিভাগে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6296019989. (K)

■ বয়স 30, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, প্রকৃত সুন্দরী, সরকারি হাসপাতালে নার্স। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 6296009923. (K)

■ কোচবিহার নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 30/5'-6", M.Sc. & L.L.B. (I.I.T. KGP), সুশ্রী, ফর্সা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। বর্তমানে দিল্লীতে MNC-তে কর্মরতা। M.No. 6290692103. (C/123717)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc., প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষিকা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। 7001284787. (C/123976)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৭, B.Sc., ICDS-এ কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই, কাস্টবার নেই। 9242547789. (C/123976)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, B.Tech., নামী MNC-তে কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। 9242398532. (C/123976)

■ ব্রাহ্মণ, সুন্দরী, এমবিবিএস, সরকারি চাকরিরতা পাত্রীর জন্য (32 বছর), উপযুক্ত অনূর্ধ্ব 36 পাত্র কাম্য। ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। অসবর্ণ চলিবে। যোগাযোগ-9749553077, 9735042242. (C/123980)

■ পাত্রী কায়স্থ, 5'-2", বেঃ ইঃ স্কুলে কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র কাম্য। 9474962499. (M/M)

■ কোচবিহার নিবাসী, পাত্রী বসাক, 29+, দেবারিগণ, M.A., B.Ed., NET, SET qualified, বর্তমানে Ph.D. করছে। উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Contact : 8972611735. (C/123702)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 34+/5'-1", ফর্সা, সুশ্রী, B.A. (Hons.), পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। রেজিস্ট্রি বিবাহে আগ্রহী। মোঃ 7384108910. (C/113901)

■ ব্রাহ্মণ, বাৎসব গোত্র, বয়স 45, সুমুখশ্রী, শান্ত, সাংসারিক কাজে নিপুণা পাত্রীর জন্য ভদ্র, সভ্য, নেশাহীন পাত্র 50-52 বছরের মধ্যে কাম্য। (M) 8900317703. (C/123957)

■ কায়স্থ, 31+/5', B.A. পাশ, মেকআপ আর্টিস্ট পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী, 36-এর মধ্যে পাত্র কাম্য। ঘটক নহে। (M) 9641680920. (M/G)

পাত্র চাই

■ বয়স ২৬, উত্তরবঙ্গ নিবাসী কন্যা, সুন্দরী, B.Sc. পাশ ও ICDS-এ কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/123598)

■ পাত্রী ডিভোর্সি, 38+/5'-3", M.A., MCA, সঃ কর্মরতা পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি, Bank, উপযুক্ত পাত্র চাই। মোঃ 6297744573. (C/123708)

■ 34/5'-2", দেবারি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, M.A., D.El.Ed., Pvt. স্কুলে শিক্ষিকা, উঃ বঃ নিবাসী, মাঙ্গলিক (প্রতিকার করা) পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ job, ব্যবসায়ী, উঃ বঃ নিবাসী পাত্র কাম্য। 9242570631. (C/123964)

■ 27/5'-3", Graduate, দিনহাটা নিবাসী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সঃ/বেসরকারি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 7063143203. (C/123598)

পাত্র চাই

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/123546)

■ বৈশ্য সাহা, 34+/5'-1", M.A., B.Ed., মকর রাশি, নরগণ, মালদা নিবাসী, নামমাত্র বিবাহ, পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, ইস্যুলেস, উচ্চপদস্থ সরকারি/বেসরকারি 36-40 মধ্যে পাত্র চাই। মালদা/রায়গঞ্জ/শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9002296608. (C/123958)

পাত্রী চাই

■ 33/5'-8", Railway-তে কর্মরত, আলিপুরদুয়ারে বাড়ি, আলিপুরদুয়ারেই Posting, একমাত্র সুপাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 8653532785. (C/123598)

■ রাজবংশী, বিটেক, সিভিল, ৩৪/৫'-৫", বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। পিতা-মাতা হাইস্কুল অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। কাস্ট নো বার। 9474720149. (C/123167)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, গুরুগাঁওয়ে ইউএস বেসড কনসাল্টিং ফার্ম- জেডএস (ZS) অ্যাসোসিয়েটে ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট পদে কর্মরতা, ১৫ লাখ/বাৎসরিক বেতন, ৩০ বৎসর, ৫'-২", ফর্সা, সুশ্রী, কর্মকার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্ববর্ণ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চিকিৎসক, মাতা জেলা জনস্বাস্থ্য আধিকারিক। যোগাযোগ- 9474720284. (C/123149)

■ কায়স্থ, 42/5'-5", গ্র্যাজুয়েট, গঃ ইনসুরেন্স কোঃ এজেন্ট, শিলিগুড়িতে বাড়ি, ডিভোর্সি (নিঃসন্তান) পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। ডিভোর্সি নিঃসন্তান পাত্রী লাগিবে, চাকরিরতা অগ্রগণ্য। (M) 9434046503, 8972901470. (C/123594)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সরকার, কায়স্থ, বয়স ৩৪, উচ্চতা ৫'-৮", সরকারি ব্যাংকে Assistant Manager পদে কর্মরত। সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। Phone No. 8293324220. (C/123991)

■ পাত্র সাহা, 37+/5'-6", বিকম, ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 32-এর মধ্যে। (M) 9475046694. (C/123817)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০ বছর, MDS নিজস্ব চেম্বার, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, BDS অথবা সরকারি চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। 7047934466. (C/123993)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৮ বছর, M.Tech., PWD-তে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029241726. (C/123993)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৫, MBBS, MD, সরকারি ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/123993)

■ কায়স্থ, শিবমন্দির (NBU), মিঃ ডিভোর্সি, 37/5'-9", MCA, IT, B'lore কর্মরত। B.Tech, BE, PG (any) কর্মরত, স্বঃ/অসঃ সুপাত্রী চাই। (M) 9474385953. (M/M)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২ বছর, M.Tech., নামী MNC কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297176324. (C/123993)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৪২ বছর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 6297245926. (C/123993)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-10", বিটেক, এমটেক ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরে। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী, একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই (উচ্চবর্ণের কায়স্থ চলবে)। দেবারিগণ চলবে না। (M) 9002153527 (কেবল পাত্রী পক্ষ)। (C/123599)

পাত্রী চাই

■ কোচবিহার, কায়স্থ, 5'-7", একমাত্র পুত্র, মা ও ছেলে, মা পেনশনার (Govt.), Auction ও অন্যান্য ব্যবসা, 35 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832297149. (C/123995)

■ রায়, কর্মকার, M.A., 36+/5'-6", একমাত্র পুত্রের মধ্যবিত্ত ঘরের ঘরোয়া, স্নাতক পাত্রী কাম্য। অভিভাবক ফোন করুন। (M) 9749379189. (S/C)

■ ৩৩ বছর বয়সি, হিন্দু (রাজবংশী সম্প্রদায়), গোত্র : কাশ্যপ, উচ্চতা : ১৭০ সেমি, পেশা: সিনিয়ার কনসালট্যান্ট, এমএনসি, শিক্ষা : বিটেক, আয় : ২৪ লক্ষ টাকা বার্ষিক, অবস্থান : বাগডোগরা/শিলিগুড়ি/পশ্চিমবঙ্গ, পরিবার : পিতা (সরকারি চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত, এএআই), মাতা (গৃহিণী), এক বোন। শিক্ষিত, মার্জিত, বুদ্ধিমতী, ফর্সাবর্ণের পাত্রী চাই (চাকরি ঐচ্ছিক)। Call Time : 12 P.M. to 4 P.M., Ph : 8250276885, 9679950920. (C/123593)

■ 58, শিক্ষক, separated, কর্মরতা পাত্রী কাম্য। ডিভোর্সি/পাত্রীর বাড়িতে থাকতে ইচ্ছুক। 8900277903. (C/123997)

■ দঃ দিঃ, ব্রাহ্মণ, 29, নেশাহীন, সাদামাঠা, Ph.D. চলছে (শিলিঃ), কেন্দ্রীয় ফেলোশিপ পায়, শিলিঃ সংলগ্ন ব্রাহ্মণ পাত্রী অগ্রগণ্য। 9832608747. (C/124000)

■ পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ, মাহিষ্য, প্রঃ শিক্ষকের শিক্ষক (PG) পুত্র বালুরঘাটে কর্মরত, 43/5'-6", সচ্ছল, সংস্কৃতিমনস্ক (নাটক, আবৃত্তি), ডিভোর্সি। দাবিহীন পাত্রের শিক্ষিতা, সুশ্রী পারিবারিক মূল্যবোধসম্পূর্ণা অনূর্ধ্বা 35 পাত্রী কাম্য। (সন্ধে ৬টার পর) অভিভাবক-8637808841, 8900029448, পাত্র- 8250448310, sanat44mca@gmail.com (C/123593)

■ কুম্ভকার পাল, 28+/5'-6", M.Tech. Engg., MBA, MNC (Bengaluru)-তে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা (Science Background) ঘরোয়া পাত্রী চাই। উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8293214382 (7 P.M. - 9 P.M.). (C/123596)

■ ব্রাহ্মণ, 30+/6', গ্র্যাজুয়েট, Art-এ মাস্টার ডিগ্রি, শিলিগুড়ি নিজস্ব বাড়ি, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9832434138. (C/123596)

■ পাত্র কায়স্থ, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার), বয়স ৩৮+, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি। ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য (কোনও দাবি নেই)। (M) 9749393655. (C/123598)

■ কায়স্থ, ডিভোর্সি, ৪২+, রাজ্য সরকারের উচ্চপদে কর্মরত, নিঃসন্তান পাত্রের জন্য ৩৭-এর মধ্যে শিক্ষিতা পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9749393655. (C/123598)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০+, সুশ্রী, B.Tech. পাশ ও রেলওয়েতে টেকনিশিয়ান। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/123598)

■ 29/5'-9", কলকাতা TCS-এ কর্মরত পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রী চাই। 9734488968. (C/123598)

■ 36/5'-6", দাস, বারবিশা নিবাসী, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে প্রিন্টিং ইঞ্জিনিয়ার, হায়দ্রাবাদে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। ব্রাহ্মণ ব্যতীত। (M) 8145192738. (C/123989)

■ ব্রাহ্মণ পাত্র, 36 বছর, সরকারি চাকরিজীবী, 25 থেকে 30-এর মধ্যে পাত্রী চাই, ঘরোয়া। ফোন নং- 7063024589.

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, M.Tech., 5'-8", Cent. গভঃ উচ্চপদে কর্মরত, সুদর্শন পাত্রের জন্য একটা ভালো, সুন্দরী, শিক্ষিত, শান্তস্বভাবের পাত্রী চাই। 9733066658. (C/123598)

■ পাত্র 36/5'-10", ফর্সা, সুদর্শন, MCA, মৈত্র, একমাত্র সন্তান, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, গুরগাঁও-তে কর্মরত। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9434075418, 9064002139. (C/123598)

■ শিলিগুড়ি, ভরদ্বাজ, দেবগণ, 43/5'-7", BBM Pass, ব্যবসায়ী, দাবিহীন। 36-এর মধ্যে সুশ্রী, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী চাই। (M) 9434308932. (C/123598)

■ 1997, জলপাইগুড়ি নিবাসী, সরকারি Bank-এ কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 7047243203. (C/123598)

■ 41/5'-8", Railway-তে কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব 4 তলা বাড়ি, বাবা-মা প্রয়াত, একমাত্র ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। Divorce/Widow/সন্তান গ্রহণযোগ্য। 7319346146. (C/123598)

■ 1993/5'-10", MBA, Cent. Govt. Petrolium Department-এ কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 8653243203. (C/123598)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, M.Tech. পাশ ও বর্তমানে CPWD-তে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী ও দাবিহীন। (M) 9330394371. (C/123598)

■ দেবারিগণ, প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত, 32/5'-5", গ্র্যাজুয়েট পাত্রী কাম্য। (M) 9775975254. (B/B)

■ 39/5'-11", Eng., নিঃসন্তান ডিভোর্সি, কলিকাতায় কর্মরত, পাত্রের জন্য জলপাইগুড়ি শহরের মধ্যবিত্ত/নিম্নমধ্যবিত্ত, ডিভোর্সি, নিঃসন্তান, অনূর্ধ্বা 33, B.A. পাশ, SC/ST বাদে 5'-3" মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। অভিভাবক যোগাযোগ করিবেন। M+Wats : 9475908427. (C/123189)

■ বয়স ৩২+, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্র, M.Sc. & B.Ed. পাশ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/123598)

■ পূর্ববঙ্গীয়, রায়গঞ্জ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 30/5'-11", স্বাবর্ণ গোত্র, MNC ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত Sr. Data Scientist, পাত্রের জন্য 25-27 অনূর্ধ্ব স্নাতকোত্তর, প্রকৃত সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। মোবাইল- 7003938220 (W/A). (C/123980)

■ ২৯/৫'-৮", ব্রাহ্মণ, সুদর্শন, MBA, দিল্লী সরকারি চাকরি, কলিকাতায় ফ্ল্যাট, নেশাহীন। ২৫ মধ্যে, ন্যূনঃ গ্র্যাজুয়েট, ঘরোয়া, সুশ্রী, ফর্সা, Slim, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বদ্যি মধ্যে পাত্রী চাই। ঘটক বাদে। 9832464763, 9073104779 (W). (K)

■ কায়স্থ, 31/5'-7", একমাত্র সন্তান, B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে কর্মরত, 24 LPA, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, দেবগণ। এরূপ পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। (M) 8637386781. (C/123716)

■ ব্রাহ্মণ, 38/5'-4", মালদা নিবাসী, স্কুল শিক্ষক, একমাত্র পুত্রের জন্য স্নাতকোত্তর সুপাত্রী (সরকারি চাকরিরতা অগ্রগণ্য) কাম্য। মাঙ্গলিক/মাঙ্গলিক নয় উভয় প্রযোজ্য। (M) 7865833334. (C/123974)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, ৩২+/৫'-১০", B.Tech., সরকারি ব্যাংকে কর্মরত, একমাত্র সন্তানের জন্য সুন্দরী, ২৬/২৭, গ্র্যাজুয়েট, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। মোঃ 9593105460. (C/123963)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী, PG, Eng.(H), 5'-7", SSC/SLST পাশ, ব্যবসা, পিতা কেঃ সরকারি অবসরপ্রাপ্ত। যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9800416643. (K/D/R)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, এরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 9382435745. (C/123976)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 37, M.Sc., অ্যাগ্রিকালচার অফিসার, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। 8637896519. (C/123976)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ৩৫, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। কাস্টবার নেই। 9242547789. (C/123976)

■ পাত্র কায়স্থ, নরগণ, 5'-6", কোচবিহার শহরে নিজস্ব দোকান আছে, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 8900082388. (C/123719)

■ শিলিগুড়ি, 40/5'-8", LTD Company A/M, সংসারী পাত্রী চাই, 30-36 মধ্যে। রাক্ষসগণ বাদে। (M) 7872083516. (C/123979)

■ ঘোষ, 5'-5", ফর্সা, গ্র্যাজুয়েট, ফার্মাসিস্ট, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি। ফোন- 9832557401. (M/M)

■ সাহা, 35/5'-5", সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক, নিজস্ব ব্যবসা। চাকরিরতা পাত্রী অগ্রগণ্য। আলিপুরদুয়ার জেলা। (M) 7584059082. (C/123348)

■ নমশূদ্র, 40/5'-3", মাধ্যমিক পাশ, দাবিহীন ব্যবসায়ী পাত্রের সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9735018507. (C/123986)

■ SACT-2 পদের কর্মী, মা সরকারি চাকুরে, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8170814004. (S/C)

■ পাত্র সাহা, 35/5'-9", দেবগণ, বৃশ্চিক রাশি, গ্র্যাজুয়েট, চুক্তিভিত্তিক চাকরিরত ও ব্যবসা, দাবিহীন, নিজ গৃহ। বাবা-মা সঃ পেনশনার। দাদা, বৌদি সঃ প্রাঃ শিক্ষক। সত্বর বিবাহ। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। ফোন- 9641027149. (C/123987)

■ কোচবিহার নিবাসী, রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, (SC), ৪০/৫'-৭", Ph.d., Comp.sc. (DCU, Dublin), কর্কট রাশি, দেবারিগণ, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্স। একমাত্র সন্তান। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক আধিকারিক, মাতা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা। বর্তমানে কলকাতায় একটি বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। বিবাহ প্রতিষ্ঠান দ্বারা যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। (M) 9434102976. (C/123966)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্র পাল, 35/5'-5", বেসরকারি কর্মী। ঘরোয়া, সুশ্রী, B.A. পাশ পাত্রী চাই। পিতা পেনশনার। (M) 9851376650. (C/123955)

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-7", কুমারগ্রাম ও ধূপগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি এবং LIC এজেন্ট, পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। শীঘ্রই বিবাহ দিতে ইচ্ছুক অভিভাবকরা যোগাযোগ করুন- 9733180411. (C/123346)

■ সাহা, 37, ডিভোর্সি নিঃসন্তান, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী চাই। কোনও জাতিভেদ নেই। ম্যাট্রিমনি ফোন করবেন না। 9475353622. (C/123713)

■ ডুয়ার্স নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ৩২/৫'-৬", ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, H.S./B.A., ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। মোঃ 9832052447. (A/K)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ রেজিস্ট্রেশন=বিয়ে পাকা মাত্র 1999/-এ সঠিক জীবনসঙ্গী, ISO Certified. (M) 9038408885. (C/123545)

স্মৃতির ক্লাসরুমে ফিরলেন শিক্ষামন্ত্রী

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩ অক্টোবর : বহু বছর পর চেনা বারান্দা, চেনা ক্লাসরুম। শনিবার বিকেলে নিজের পুরোনো স্কুল কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী জেনকিন্সে পা রাখতেই আবেগঘন হয়ে পড়লেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। স্কুলের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রকে কাছে পেয়ে এদিন ফুল ছিটিয়ে, বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে জমকালো অভ্যর্থনা জানায় বর্তমান পড়ুয়ারা। স্কুলে ঢুকেই স্মৃতির সরণি বেয়ে তিনি সোজা চলে যান শিক্ষকদের স্টাফরুমে। তাঁর সময়ের কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে এদিন ডাকা হয়েছিল স্কুলে। মন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে দেখা করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। এমনকি দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় যে ক্লাসরুমের নির্দিষ্ট বেঞ্চে বসতেন, সেখানে কিছুক্ষণ বসে স্মৃতিচারণ করেন ও গল্পে মাতেন। শিক্ষকদের সঙ্গে ঘুরে দেখেন পড়ুয়াদের আঁকা ছবিও।

তবে স্মৃতিমেদুরতার মাঝেই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার শৃঙ্খলা নিয়ে কড়া বার্তা দিতে ছাড়েননি মন্ত্রী। স্কুলছুট ও অনিয়মিত উপস্থিতির প্রবণতা রুখতে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, '৭০ শতাংশ উপস্থিতি না থাকলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না— এমন নিয়ম থাকলেও এতদিন মানবিক কারণে তা কড়াকড়ি করা হত না। ভাবা হত পড়ুয়ার একটা বছর নষ্ট হবে। কিন্তু এবার থেকে আর কোনও ছাড় নয়। এখন থেকেই ছাত্রছাত্রীদের সাবধান করে দিন, পরের বার থেকে নিয়ম অমান্য করলে আর পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।'

প্রতিবন্ধী সভা

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : বিশেষভাবে সক্ষমদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কীভাবে করা যাবে, তা নিয়ে দু'দিনব্যাপী রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলনে আলোচনা করা হয়। শনিবার রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর ৪৩ জনের নতুন সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন সিপিএমের প্রবীণ নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। শিলিগুড়িতে দু'দিনব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর দশম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান রোডে একটি বেসরকারি ভবনে আয়োজিত এই সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা যোগ দেন। কর্মসংস্থান, ভাতা বৃদ্ধি, আবাস যোজনায় ঘর দেওয়া সহ আরও বেশকিছু দাবি নিয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'আমাদের এই সম্মেলন সফলভাবে শেষ হয়েছে। প্রতিটি বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ যাতে নিজেদের অধিকার পান, সেজন্য আমাদের লড়াই চলবে।'

তুলির টান। শনিবার বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

বাঙালি ব্যবসাবিমুখ বদনাম ঘোচানোর চ্যালেঞ্জ

একজোট উদ্যোগপতিরা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : ‘বাঙালি ব্যবসা করে না’— দীর্ঘদিনের এই প্রচলিত দুর্নাম ও সামাজিক মানসিকতা বদলে একজোট হচ্ছেন বাঙালি উদ্যোগপতিরা। ইতিহাস ও রক্তে লুকিয়ে থাকা সফল বাঙালি ব্যবসায়ীদের থেকে শিক্ষা নিয়ে স্বনির্ভরতার মানসিকতা গড়ে তোলাই এখন মূল লক্ষ্য। শনিবার শিলিগুড়িতে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল (বিবিসি) আয়োজিত ‘আলাপ-আলোচনা’ শীর্ষক সভায় এই বার্তাই দিলেন সংগঠনের সভাপতি তথা বন্ধন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষ। এদিনের অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি কলকাতা সহ রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে বেশকিছু বাঙালি শিল্পোদ্যোগী ও ব্যবসায়ী অংশ নিয়েছিলেন।

সভায় উত্তরবঙ্গ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে চন্দ্রশেখর ঘোষ বলেন, ‘উত্তরবঙ্গে অবাঙালিরা ব্যবসার দখল নিয়েছে বলা হয়। এসব বলে লাভ নেই। কেননা আমরাই আত্মবিশ্বাস হারিয়ে অন্যদের জায়গা ছেড়ে দিয়েছি। আমরা চাকরির দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি।’ তবে, এই ধারণা ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেছেন।

চন্দ্রশেখর বাঙালি সমাজের একটি চিরপরিচিত মানসিকতার দিকে ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন, ‘আজও সমাজে ধারণা রয়েছে, ছেলে ব্যবসা করলে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না। বরং মাসের শেষে নির্দিষ্ট বেতন পাওয়া সরকারি করণিকের চাকরিওয়ালাই বেশি পছন্দের। এমনকি ভিনরাজ্যে বিভিন্ন কনফারেন্স অনুষ্ঠানে গেলেও আমাকে বলা হয়, আপনি তো বাঙালি। আমি বলি, হ্যাঁ। অনেকেই আমাকে বলেন যে, এত বিশাল কর্মকাণ্ডে আপনার অনুপ্রেরণা কে বা কারা? আমি তাঁদের বলি, আমার মনোবলই আমার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।’ তাঁর কথায়, ‘আমি বাঙালি হয়েও কীভাবে বন্ধন ব্যাংকের মতো এত বিরাট একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছি, সেটা তাঁদের অবাক করে।’ তাঁর মতে, এই ধারণা বা দুর্নাম মোছাই এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য।

বিবিসি আয়োজিত ‘আলাপ-আলোচনা’ সভা। শনিবার শিলিগুড়িতে।

তাঁর দাবি, ইতিহাস সাক্ষী যে, বাঙালিরা কখনোই ব্যবসাবিমুখ ছিল না। জিন ও রক্তে জড়িয়ে থাকা সেই ঐতিহ্যকে স্মরণ করে নিজেদের মনোবল শক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। আমি কত টাকা পুঁজি নিয়ে ব্যবসায় নেমেছি, সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে আমার মনোবল কতটা? মনোবল বেশি হলে ব্যবসাও বাড়বে। নিজের কাজের অনুপ্রেরণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘নিজের মনোবল যদি না থাকে, তবে কোনও কাজেই সাফল্য আসে না।’

বঙ্গীয় অর্থনীতিতে বাঙালিদের অংশগ্রহণ ও প্রাধান্য বাড়াতে আরও বেশি সংখ্যক উদ্যোক্তাকে এই সংগঠনের আওতায় নিয়ে আসাই তাঁদের মূল লক্ষ্য বলে তিনি স্পষ্ট করেন। বন্ধন ব্যাংকের শুরুর দিকের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা প্রথম দু’বছরে ১০টা শাখা তৈরি করেছিলাম। পরের বছরে নতুন ৪৫টা শাখা খুলি। সেই সময় আমার কর্মীরাই বলেছিলেন যে, স্যর খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে না তো? আমি তাঁদের বোঝাই যে, আমি যদি নতুন জায়গায় শাখা খুলতে না পারি, তাহলে অন্য ব্যাংক সেখানে এসে শাখা খুলবে। আমরা পিছিয়ে যাব। তাই জায়গা ছাড়া যাবে না। শক্তি অনুযায়ী যত দ্রুত নিজের ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটা মাথায় রাখতে হবে।’

তিনি বলেন, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের সংগঠন তো প্রচুর আছে। আমি সবগুলির সঙ্গেই চলেছি। কিন্তু বাঙালির অনুভূতি সেখানে পাওয়া যায় না। দুজন বাঙালি একসঙ্গে বসলে যে আলোচনা হয়, যে অনুভূতি আসে, তা অন্য সংগঠনগুলিতে নেই। সেইজন্যই শুধুমাত্র বাঙালি উদ্যোগপতিদের নিয়েই এই সংগঠনের পথ চলা।

উত্তরবঙ্গে ব্যবসার সুযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এখন প্রচুর পর্যটক আসছেন। এখানকার চা বাগানগুলির কিছুটা জমি নিয়ে রিসর্ট, ওয়েলনেস সেন্টার তৈরি হতে পারে। মহানন্দা নদীর ধারকে সাজিয়ে পর্যটকদের আকর্ষণের ব্যবস্থা করা, পাশে রেস্তোরাঁ, খেলনার দোকান— সবকিছুই হতে পারে। শিলিগুড়িতেই উন্নয়নের প্রচুর সুযোগ রয়েছে।’ চন্দ্রশেখর মনে করেন, ‘কলকাতার ইকো পার্কের মতো শিলিগুড়িতেও একটা পার্ক তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের মালদার আম, বিধাননগরের আনারস, দার্জিলিংয়ের কমলালেবু বিশ্বখ্যাত। অথচ শুধু সংরক্ষণের সুযোগ না থাকায় এই তিনটি ফলই প্রতি বছর ২০-২৫ শতাংশ পচে নষ্ট হয়ে যায়। এখানে কোল্ড স্টোরেজ করা যেতে পারে।’

এদিন বিকেলে এই আলোচনা সভায় তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়— ঐতিহ্য, উন্নয়ন ও পরবর্তী প্রজন্ম। এই তিনটি বিষয়ে আলোচনায় ছিলেন শুভদীপ রায়, অভিষেক আড্ডি, ধীমান দাস, সুব্রত দত্ত, অনর্ঘ উত্তীয় চৌধুরী ও আভেলো রায়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বাঙালি উদ্যোগপতিদের এই সংগঠনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ‘মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়ে আমি চার মাসে সমস্তকিছু বোঝার চেষ্টা করেছি। এবার বিভিন্ন নীতি প্রণয়নের কাজ শুরু করব।’ বাংলার পর্যটন, বাংলার মিষ্টির পাশাপাশি এবার পুজোয় বাংলার খাবারকেও দেশবিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন।

> উত্তরবঙ্গে অবাঙালিরা ব্যবসার দখল নিয়েছে বলা হয়। এসব বলে লাভ নেই। কেননা, আমরাই আত্মবিশ্বাস হারিয়ে জায়গা ছেড়ে দিয়েছি।
>
> **চন্দ্রশেখর ঘোষ** প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, বন্ধন ব্যাংক

টিকা পথকুকুরদের

গাজোল, ৩ অক্টোবর : বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের জন্মদিনে সোমবার পালন করা হয় বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস। সেই উপলক্ষ্যে শনিবার গাজোল শহর এলাকায় পথকুকুরদের অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন দিল প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ। প্রায় ১০০টি পথকুকুরকে এদিন টিকা দেওয়া হয়েছে। দুপুরে ব্লক অফিস চত্বরে পথকুকুর এবং শাবকদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু করেন পশু চিকিৎসক এবং কর্মীরা। বিএলডিও ডাঃ শান্তনু পাণ্ডা বলেন, ‘২৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস পালন করা হলেও আজ মূলত শহরের পথকুকুরদের ভ্যাকসিন দিচ্ছি।

ডুবে মৃত্যু

বৈষ্ণবনগর, ৩ অক্টোবর : মালদার বৈষ্ণবনগরের ঠাকুরদাস মণ্ডলপাড়ায় শনিবার স্নান করার সময় নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হল পাঁচ বছরের এক নাবালকের। স্থানীয়রা বিশাল মণ্ডল নামে ওই কিশোরকে উদ্ধার করে বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference NIT No. DHUPGURI/BDO/NIT-006/2026-27 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours and also showing in www.tenders.wb.gov.in

Block Development Officer & Executive Officer

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Principal, North Bengal Medical College is inviting e-Tender from financially strong, reputed and bonafide Manufacturers/Direct Importers/Authorized Distributors/Authorized Dealers for procurement of Polymerase Chain reaction (Thermal Cycler) PCR Machine under the Dept. of Microbiology, North Bengal Medical College vide Notice Inviting Tender No. Med/B-4/Tender/Microbiology/2203/NBMC/2026 Dated 24/09/2026 and Tender ID 2026_HFW_5076117_1. The last date of submission of tender documents is latest by 2:00 P.M. on 27/10/2026. Details are available in the websites https://wbtenders.gov.in https://www.wbhealth.gov.in & www.nbmch.ac.in Sd/- Principal North Bengal Medical College. ICA-T18643(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Principal, North Bengal Medical College is inviting e-Tender from financially strong, reputed and bonafide Manufacturers/Direct Importers/Authorized Distributors/Authorized Dealers for procurement of Polymerase Chain reaction (Thermal Cycler) PCR Machine under the Dept. of Microbiology, North Bengal Medical College vide Notice Inviting Tender No. Med/B-4/Tender/Meu/2273/NBMC/2026 Dated 29/09/2026 and Tender ID 2026_HFW_5076543_1. The last date of submission of tender documents is latest by 2:00 P.M. on 01/11/2026. Details are available in the websites https://wbtenders.gov.in; https://www.wbhealth.gov.in & www.nbmch.ac.in Sd/- Principal North Bengal Medical College. ICA-T18644(3)/2026

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নং : ৭৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ৩০-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং : ২২-এপি-III-২০২৬, কাজের নাম : এসএসই/ডব্লিউ/হাসিমারা এক্তিয়ারাধীন হাসিমারা, মাদারিহাট, মুজনাই, দলগাঁও ও বানারহাটে কলোনিতে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ৪,৫৩,৩৪,১৫৮.৫৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ৯,১২,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৩-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৩-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বাহন ভাড়া করা

ডাক সংখ্যা. জিইএম/২০২৬/বি/৬০১১৬৭৯ তারিখ: ২৯-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত কাটিহার এবং মালদা টাউন ক্রু লবি অফিসের অধীনে আবশ্যকতা অনুসারে ক্রু লবি থেকে যেকোনো স্টেশন পর্যন্ত এবং ইহার বিপরীত দিশায় লোকো ক্রু এবং গার্ডের দৈনিক পরিবহনের জন্যে একই সময়ে প্রত্যেক বাহনে ০৬ জন ব্যক্তি পরিবহন করার জন্যে ড্রাইভারে চালক সহিত ০৩ টি এসি না থাকা বাণিজ্যিক বাহন (ডিজেল/পেট্রোল চালিত) ভাড়া করা। কাজের আনুমানিক ব্যয়: ৭৪,২৫,৮৮৯.২০/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৪৮,৫০০/- টাকা। ডাক সমাপ্তির তারিখ: ২০-১০-২০২৬ তারিখের ২০.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ২১-১০-২০২৬ তারিখের ২০.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.GeM.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ওপি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

গল্প,আবেগ, প্রতিভা আর উচ্ছ্বাস রবিবারের **দাদাগিরি** একদম জমজমাট। রাত ৯.৩০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ সঙ্গী, দুপুর ২.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৫.০০ দুই পৃথিবী, রাত ৯.৩০ জোশ

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ পুলিশগিরি, ১০.১৫ মন যে করে উড়ু উড়ু, দুপুর ১.৩০ জিও পাগলা, বিকেল ৫.০০ মিস কল, রাত ৯.৩০ কেলোর কীর্তি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আশা ও ভালোবাসা, বেলা ১১.৩০ সুলতান-দ্য সেভিয়র, দুপুর ২.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, বিকেল ৫.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, রাত ৮.০০ আশীর্বাদ, ১১.০০ মহাসতী সাবিত্রী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নদীর পাড়ে আমার বাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ তুমি যে আমার

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৪০ সালাখেঁ, দুপুর ২.৫০ জাল, সন্ধে ৬.৫০ দাগ-দ্য ফায়ার, রাত ৯.৫৯ গুপ্ত

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.১৯ সূর্যবংশী, বিকেল ৩.০০ এক বিবাহ অ্যায়সা ভি, ৫.০৭ এন্টারটেইনমেন্ট, সন্ধে ৭.৩০ পতি পত্নী অওর উওহ দো, রাত ৯.৪৮ শিবম

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.০৫ ড্যাসিং সিএম ভারত, দুপুর ১.১৮ সুলতান, বিকেল ৪.৫৯ লক্ষ্মী, সন্ধে ৭.৫০ কিস কিস কো পেয়ার করুঁ-টু, রাত ১০.৫০ সালার

জোশ রাত ৯.৩০
কালার্স বাংলা সিনেমা

নারী ডট কম সন্ধে ৬.০০
ডিডি বাংলা

পতি পত্নী অওর উওহ দো সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

সুকনায় পর্যটকদের জন্য নতুন সাজে মিউজিয়াম

সাদা-কালো ফ্রেমে টয়ট্রেনের ইতিহাস

তমালিকা দে

সুকনা, ৩ অক্টোবর : সাদা-কালো ছবিতে পাহাড়ি পথে টয়ট্রেনের বিভিন্ন মুহূর্ত যেন টাইম মেশিনে করে অনেক বছর পিছিয়ে নিয়ে গেল। কোনও ফ্রেমে ধরা দিয়েছে টয়ট্রেন মেরামতির দৃশ্য, কোনওটায় আবার পাহাড়ের পথ ধরে টয়ট্রেনের ছুটে চলার ছবি। নতুন রূপে সেজে ওঠা সুকনা স্টেশন মিউজিয়ামে এমনই বহু দুর্লভ ছবি পর্যটকদের আরও আকৃষ্ট করবে বলে মনে করছেন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী। ডিএইচআর-এর ঐতিহ্যবাহী ভবন ও পরিকাঠামোর ১৪৬ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত ‘সুকনা স্টেশন মহোৎসব’-এ যোগ দিয়ে শনিবার এই মিউজিয়াম ঘুরে দেখেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব। তাঁর কথায়, ‘পর্যটকরা এই মিউজিয়ামে ডিএইচআরের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন। কিউআর কোড স্ক্যান করে প্রতিটি ছবি সম্পর্কে বিস্তারিত জানারও সুযোগ রয়েছে এখানে।’

আর পাঁচটা দিনের মতো নয়, শনিবার তুমুল ব্যস্ততা ছিল সুকনা স্টেশনে। গাঁদা ফুলের চেন দিয়ে সাজানো স্টেশনে ঠাসা ভিড়। পাহাড়ি পথে টয়ট্রেনের ছুটে যাওয়ার দীর্ঘ ইতিহাসে জাপানি ফোটোগ্রাফারের তোলা কিছু দুর্লভ ছবি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে নবনির্মিত সুকনা মিউজিয়াম। পুজোয় ঘুরতে এসে পর্যটকরা টয়ট্রেন যাত্রার সময় বিনামূল্যে এই মিউজিয়াম ঘুরে দেখতে পারবেন। তবে শুধু মিউজিয়াম দেখতে হলে ৫০ টাকার টিকিট কাটতে হবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার সুকনা স্টেশন মিউজিয়াম ঘুরে দেখছেন। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

এদিন চেতনকুমার শ্রীবাস্তব ‘ডিএইচআর ভলিউম-১ হেরিটেজ অ্যান্ড হিস্ট্রি’ বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। স্থানীয় সংস্কৃতি ও টয়ট্রেনের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস তুলে ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাতে স্কুল পড়ুয়ারা। স্টেশন মহোৎসবে উপস্থিত থেকে সুকনা হাইস্কুলের ছাত্র প্রেমা প্রধান বলে, ‘মিউজিয়াম ঘুরে ডিএইচআর সম্পর্কে অনেককিছু জানতে পারলাম। স্টেজে মেরে সপনো কি রানি গান শুনে মনে হচ্ছিল অনেক বছর পিছিয়ে গিয়েছি।’

এদিন তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে ১২৫ বছরের পুরোনো লোকোমোটিভ ‘৭৮০বি’-এর যাত্রার সূচনা করা হয়। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও রেলকর্মীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে গিদ্দা পাহাড়ে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)-এর একটি নতুন ব্যারাকও এদিন চালু করা হয়েছে। কার্সিয়াং ও মহানদীর মাঝে স্টিম ইঞ্জিন পরিষেবা ‘মুক্তধারা’, ‘রেডপান্ডা এক্সপ্রেস’ সহ পুজোর আগে আরও কয়েকটি পরিষেবা চালু করা হবে। কেক কেটে এদিন দিনটি পালন করা হয়। অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারও তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানকে আরও সুন্দর করে তোলেন নখের আঁচড়ে অজয়কুমার সরকারের আঁকা টয়ট্রেনের ছবি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিআরএম কিরেন্দ্র নারা, সুকনার স্টেশন মাস্টার তপন মালাকার সহ রেলের আধিকারিকরা। সুকনা স্টেশনের উৎসব শেষে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে যান জেনারেল ম্যানেজার। প্রায় ২১ বছর বন্ধ থাকার পর গিদ্দা পাহাড় সাইডিং-এর উদ্বোধন করেন তিনি।

আকাশবাণী শিলিগুড়ি, একটি বিজ্ঞপ্তি

আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্রে অস্থায়ী বাংলা ঘোষক - ঘোষিকা ও উপস্থাপক - উপস্থাপিকা নেবে। যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। বয়সসীমা - ৩০শে নভেম্বর ২০২৬ শে ২০ বছর থেকে ৫০ বছরের মধ্যে হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। আবশ্যিক নথিপত্রের প্রত্যয়িত কপি সহ আবেদনপত্রের সঙ্গে ৩৫৪ টাকা ফি-র রসিদ দিতে হবে। ফি NEFT/Bank transfer করতে হবে SBI Siliguri Main Branch এ PB, BCI, AIR, Siliguri, A/C No. : 11168588125, IFSC : SBIN0000184, আবেদনপত্র জমার শেষ তারিখ ৩০শে নভেম্বর ২০২৬, প্রয়োজনে ফোন : 7477497222.
আবেদন পত্র পাঠানোর ঠিকানা : কেন্দ্র অধিকর্তা, আকাশবাণী শিলিগুড়ি।
দুই মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
TUFANGANJ, COOCH BEHAR (WB)

NOTIFICATION
LATERAL ENTRY SELECTION TEST - 2027
FOR ADMISSION TO CLASSES IX & XI
AGAINST VACANT SEATS (2027-28)

Applications are invited for Lateral Entry Selection Test-2027 for admission to Class IX & XI in Jawahar Navodaya Vidyalaya as follows: -
1. Date of Examination: 10th April, 2027 (Saturday)
2. Extended Last Date for Online Application: 15th October, 2026
Portal is live from 01.09.2026 on www.navodaya.gov.in
3. Eligibility for Class IX:
a) Candidate must be a bonafide resident of Cooch Behar District.
b) Candidate must be studying in Class VIII during 2026-27 in a Govt. / Govt. recognized school of Cooch Behar District.
c) Date of Birth: Between 01.05.2012 to 31.07.2014 (Both days inclusive).
4. Eligibility for Class XI:
a) Candidate must be studying in Class X during 2026-27.
b) Must be a resident of Cooch Behar District.
c) Date of Birth: Between 01.06.2010 to 31.07.2012 (Both days inclusive).
5. How to Apply:
Apply online only through NVS website www.navodaya.gov.in - No fee is charged.
For further details, contact Vidyalaya office Admission I/c Mob. No.6291008914.
For class IX: https://cbseitms.nic.in/2026/nvsix 9
For class XI: https://cbseitms.nic.in/2026/nvsxi 11

Sd/-
Principal I/c
JNV, Coochbehar(WB)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২২৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২২৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
DRISHYAM THE CONCLUSION — SHOW TIME 10.25 AM 1.30 PM 7.00PM HINDI (U/A)
VVAN — SHOW TIME 4.30 PM HINDI (U/A)

স্পোকেন ইংলিশ

■ দ্রুত শেখার অপূর্ব সহজ পদ্ধতি। প্রবীণ ইংরেজি শিক্ষকের ২ মাসের কোর্স। সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি। 97335-65180. (C/123599)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/123593)

প্রি স্কুল ব্যবসার সুযোগ

■ Kensington Kidz, Pune-এর Franchise নিয়ে নিজের Pre School & Day Care Centre খুলুন। সকল সাপোর্ট সহ Franchise Fee-3.99 Lakh মাত্র। www.kensingtonkidz.com, M: 8388837355. (C/A)

ভাড়া

■ 19 মাস এর Eco গাড়ি যে কোনও স্কুল/সরকারি বেসরকারি দপ্তরে ভাড়া দিব। 7001041954. (C/123977)

ভাড়া

■ 3 BHK flat and covered Garrage for rent near Gopal More, Siliguri. M : 9903252942. (C/124101)

ক্রয়

■ শিলিগুড়ি আমতলা ক্লাবের নিকট ছোট পুরাতন ফ্ল্যাট আবশ্যক। M : 9932682388. (C/113903)
■ কলকাতা এয়ারপোর্টের পাশে মাত্র ১৫ মিনিট দূরত্বে এয়ারপোর্ট অথরিটি দ্বারা স্বীকৃত একমাত্র প্রোজেক্ট প্লটিং জমি/বাংলো ক্রয় করুন। 9836059080. (K)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি মিলনপল্লী অভিজাত এলাকায় তিন বেডরুম ফ্ল্যাট ও কভারড গ্যারাজ সহ জি+৩ চতুর্থতল একলপ্তে বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ : 9749201458, দালাল নিষ্প্রয়োজন। (C/113902)
■ N.J.P. to Salugara Route Tata Magic for Sale. -9933095627. (C/123948)
■ 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রি 1000 sqft. 36 লাখ হাকিমপাড়া খেলাঘর মোড় শিলিগুড়ি। M : 8240723402. (C/123973)

বিক্রয়

■ পৌনে ২.০ কাঠা জমি সহ দোতলা বাড়ি বিক্রয়, শিলিগুড়ি। M: 8653214418. (C/125599)
■ গাড়ি বিক্রয়, হোন্ডাই I-10 মডেল - 2011 রোড ট্যাক্স ফিটনেস - 2031 সন রান - 34000. M - 7908594373. (C/123954)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে ডিজিটাল মিডিয়ায় ২জন ফুল টাইম রিপোর্টার ১জন ভিডিও এডিটর চাই। স্নাতক, বাংলা লিখতে, বলতে পারা, ২ বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। নিজস্ব বাইক/স্কুটি, স্মার্ট ফোন থাকতে হবে। মাইনে আলোচনাসাপেক্ষ। ৭ অক্টোবরের মধ্যে ফোন করুন সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টো। 9832494941. (C/123998)
■ Wanted office manager cum accountant Male/Female from commerce background with pleasing personality and fluent in English, Tally knowledge must. Mail resume with recent photo to sourchatter33@gmail.com or WhatsApp to 6294989885. (C/124106)

কর্মখালি

■ সুবর্ণ সুযোগ - - বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজ করে (আলিপুর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি) উচ্চ আয়ের সুযোগ। 9830364768. (K)
■ কোচবিহার স্বরাজ ট্রাক্টর শোরুমে সেলসম্যান প্রয়োজন। Location - কোচবিহার -১, সিতাই, শীতলখুচী। Contact No - 8348688968. (C/123715)
■ শিলিগুড়িতে ১ টি Firm House এর Restaurent এর জন্য ২ জন Cook চাই। (M) - 9733066255. (C/123593)
■ অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল ফিল্ডওয়ার্ক ছেলে প্রয়োজন (কাজ : বিল সংগ্রহ, ক্রয়, বিক্রয়, ব্যাক অফিসের কাজ ইত্যাদি)। বেতন : 16K + বোনাস + খাবার। (শিলিগুড়ি নিবাসী ও নিজস্ব বাইক আবশ্যক), বয়স : ৩০+ (M):- 99320-20008. (C/123598)

Situation Vacant

■ Qualified and experienced (2 years) Nurse required for a reputed Nursing Home at Jalpaiguri Town. Minimum qualification : GNM from a recognised institution. For walk-in interview please call 9832020086. (C/123593)

কর্মখালি

■ Urgent Staff required, CCTV Engineer - 20K, CCTV Assistant - 10K, Computer Hardware Engineer - 20K, SNS Infotech, Siliguri. M:- 9434080909. (C/123593)
■ Law firm required Marketing Officer for Alipurduar, Siliguri, Malda, Chopra, Islampur, Beharampore, Drop CV - uucpl.hr@gmail.com, Ph - 9230976044. (C/123593)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে বিধান মার্কেটে জনবহুল এলাকায় সেলুনের কাজ জানা অভিজ্ঞ কারিগর প্রয়োজন। (M) 7001664259. (C/123596)
■ আমন্ত্রণ বস্ত্র প্রতিষ্ঠান শিলিগুড়িতে Sales/Cashier/Cash Memo লেখার জন্য মহিলা/পুরুষ কর্মী আবশ্যক। M. No - 7699990313. (P/A)
■ Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। S:- 30,000/-. পর্যন্ত :- 7602379600. (C/123598)

কর্মখালি

■ Required Accountant with GST knowledge and BTech (Civil). Ph : 8637588549. (C/123956)
■ Wanted staff for transport Co to Maldah 12000/-+exp - 8585853636. (K)
■ শিলিগুড়িতে Logistics কোম্পানিতে Commercial গাড়ি চালাবার জন্য একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক। ভালো বেতন ও খোরাকী দেওয়া হবে সঠিক লোকের জন্য। যোগাযোগ - 9733157847. (C/123996)

কর্মখালি

■ অভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ অন্তত 10 পাশ, সেলসম্যান ও প্রোমোটার প্রয়োজন। ২ হুইলার ও স্মার্ট ফোন থাকা আবশ্যক। ফোন নম্বর 7679568038. (C/123591)

JOB VACANCIES

■ Site Supervisor - 18K, Security Guard (Ex-Servicemen) - 23K, Office Staff, Siliguri - 15K. CV : sakhaacademicfoundation@gmail.com (C/123592)

REQUIRED

Applications are invited by Indian Institute of Legal Studies, Siliguri, District – Darjeeling – 734 002, through email: iilsappointment@gmail.com within 7 days for the following posts:

Sl.No.	NAME OF THE POSTS
01	Head Clerk
02	Junior Clerk
03	Junior Accountant

Sl. No. 1, Graduate having 5 to 10 years of prior lower-level administrative or clerical service preferably in an educational establishment.
Sl.No.2, Graduate with experience in office work in educational institute.
Sl. No.3, Graduate having adequate knowledge in accounting software and basic computer with minimum 5 years of experience including return filing of GST, PF, ESIC, PT, TDS, IT etc.

Adv. No. ESTT-07/795
Dated: 01.10.2026

Principal-in-Charge
Indian Institute of Legal Studies
Phone No. +919775509999

SENIOR'S RADIANT ACADEMY (UP 311)
MISHRIKH - SITAPUR-UP (ICSE/ISC)
TEACHERS REQUIRED

POSITION	SUBJECT/ LEVEL	NO. OF POST	ELIGIBILITY	SALARY
Mother Teacher	Pre-Primary	05	Graduation + NTT (Females Only)	15000
Primary Teacher	Maths S. Study English	2 2 5	Graduation + B.Ed. (Females Only)	22000

Note! A good command of both written & spoken English.
(Free accommodation)
Please send your resume by email or WhatsApp
Phone - 9794861550, 9889363844,
Email - sramishrikh@gmail.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

"MB"
Great Eastern™
We serve you best
PUJOR ASOL ADDA
1st Time in WEST BENGAL
2 YEARS WARRANTY ON MOBILE
Now Get 2 Years Warranty on Your Favourite Mobile!
SPIN AND WIN
CAR
MICROWAVE
AIR FRYER
VACUUM CLEANER
Assured Special Gift
SPEAKER
HEADPHONES
SS SMARTPHONE
PS5
5 BIKES
SAMSUNG LG SONY Panasonic LLOYD Haier ONIDA AKAI
32 (81.28) ₹ 9,990*
43 (109) Smart ₹ 18,990*
55(139.7) Smart ₹ 31,990*
55(139.7) QLED TV ₹ 36,990*
65(165.1) 4K Google TV ₹ 49,990*
75(190.5) QLED TV ₹ 69,990*
HITACHI Carrier LG LLOYD Haier IFB SAMSUNG BLUE STAR VOLTAS MITSUBISHI ELECTRIC ONIDA Panasonic Godrej
1.5 Ton 3 S INV. ₹ 28,990*
1.5 Ton 5 S INV. ₹ 32,990*
LG SAMSUNG Whirlpool Haier Godrej LLOYD Panasonic BOSCH IFB
184 L SD ₹ 11,990*
238 L FF ₹ 21,490*
308 L FF ₹ 33,490*
596 L SBS ₹ 62,990*
SAMSUNG LG BOSCH IFB Haier Panasonic Whirlpool LLOYD Godrej
7 kg SA WM ₹ 8,990*
7 kg TL WM ₹ 14,990*
7 kg FL WM ₹ 28,990*
LG SAMSUNG Panasonic IFB Haier Godrej
MICROWAVE OVEN
Starting Price ₹ 5990*
SAMSUNG oppo vivo realme mi motorola
Apple18 Pro Max(256) ₹ 1,64,990*
Samsung A 27(8/128) ₹ 38,999* FREE Trolley Bag
Vivo V80 Series
Oppo F35 Pro Series
PRE BOOK & Get Exiciting Offers
FREE GIFT Worth Rs. 14900/- With Every Mobile
Watch Neck Band Speaker Power Bank Ear Buds
MI Note 17 Pro(8/128) ₹ 36,999*
Real Me 16 5G(8/128) ₹ 36,999*
Motorola Edge 70 Fusion(8/128) ₹ 30,990*
AIR FRYER ₹ 2990*
WATER HEATER ₹ 2290*
Mixer Grinder (3 Jar) + Electric Kettle + Iron ₹ 2390*
HAVELLS Mixer Grinder 500W (3 Jar) + Iron ₹ 2290*
HAVELLS Mixer Grinder 750W (3 Jar) + Iron ₹ 3290*
BAJAJ Mixer Grinder 750W (3 Jar) + Iron ₹ 3290*
ASUS Lenovo DELL hp acer
FLASH SALE
Ryzen 3 | 8 GB 256 SSD | 15.6 Win 11 Offer Price ₹ 39990*
hp Ryzen 3 | 8 GB 512 SSD | 15.6 Win 11 & Office Offer Price ₹ 55990*
Lenovo Ci3 | 8 GB 512 SSD | 15.6 Win 11 & Office Offer Price ₹ 60990*
DELL Core Ultra5 | 8 GB 512 SSD | 15.6 | BL Win 11 & Office Offer Price ₹ 79990*
ASUS Ryzen 7-155 | 16 GB 512 | 3050 RTX | 15.6 | Win 11 Offer Price ₹ 94990*
FREE GIFT Neck Band Speaker Power Bank Worth Rs. 4997/- With Every LAPTOP
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 105+ STORES
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES: GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, SHALIMAR, BAGNAN, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND-HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, RAGHUNATHGANJ, ASANSOL, MEMARI, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brands.
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
* IF YOU HAVE NEW STORE LOCATIONS, SCAN US
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

ছবি : এআই

আজ ৯৬তম জন্মদিন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের। এতগুলি বছর পেরিয়েও তাঁর গানের বয়স যেন একই থেকে গিয়েছে; নতুন শ্রোতার কাছে নতুন হয়ে ফিরেও এসেছে। বাঙালির ঘর, প্রেম, বিরহ, পুজো, একান্ত একাকিত্বের সঙ্গে মিশে থাকা সেই কণ্ঠ আজও স্মৃতির দরজা খুলে দেয়। আবার এই মায়াময় কণ্ঠের আড়ালেই ছিলেন আত্মমর্যাদায় অনমনীয় এক শিল্পী, যিনি নিজের শিল্পীসত্তার মূল্য নির্ধারণের অধিকারও নিজের হাতেই রেখেছিলেন। তিনি শুধু এক স্বর্ণযুগের গায়িকা নন, বাঙালির স্মৃতি এবং শিল্পীর স্বাধীনতার একসঙ্গে বেঁচে থাকার অনন্য প্রতীকও।

অমলিন সন্ধ্যা

বাঙালির বেঁচে থাকা সুরস্মৃতি

দেবরাজ রায় চৌধুরী

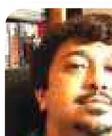

এই তো কিছুদিন আগে বন্ধুর বাড়িতে এক পারিবারিক তুমুল আড্ডায় সাউন্ড সিস্টেমে ব্লুটুথে গান বেজে চলছে অবিরাম, ইদানীংকালের সব গান, বড়ই উচ্চকিত সেইসব সংগীত, সে সব ছাপিয়েই যে যার মতো প্রগলভ, হঠাৎ কে যেন চালিয়ে দিল 'ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবী রাত...' একেবারে অরিজিনাল ভার্সন... সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ক্ষণিকের স্তব্ধতা, এক বন্ধুর স্ত্রী সবার অনুভূতিকে প্রকাশ করলেন সেই দুটো অক্ষরে—'আহা'...

কিছু কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সময়ের একটা অদ্ভুত সম্পর্ক থাকে। শিল্পী চলে যান, সময় বদলে যায়, শ্রোতার বয়সও বাড়ে—কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরের আবেদন কমে না। বরং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থ যেন আরও একটু বদলে যায়। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ তেমনই। তাঁর গান শুনলে শুধু গান শোনা হয় না, মনে পড়ে যায় একটা সময়। একটা বাড়ি, একটা বিকেল, রেডিও বা টেপরেকর্ডারের ফেলে আসা দিন, পুরোনো পুজোর স্মৃতি কিংবা কোনও এক হারিয়ে যাওয়া মানুষ।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় নেই। ২০২২ সালে তিনি চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর গান চলে যায়নি। আজও এফএম রেডিওতে, টেলিভিশনে, ইউটিউবে কিংবা যে কোনও আধুনিক মাধ্যমে তাঁর কণ্ঠ ফিরে আসে, ফিরে আসে 'মায়াবতী মেঘে এলো তন্দ্রা', বা ফিরে আসে 'কী মিষ্টি এ সকাল' কিংবা, 'আমাদের ছুটি ছুটি'... উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রার মতো এমন কত ফিরে আসা গানে খানিক থমকে মনে হয়, গানটা যেন কোথাও হারিয়ে যায়নি। শুধু আমাদের এই ক্রমাগত ছুটতে থাকা জীবনটাই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। এইখানেই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গানের আসল শক্তি।

বাংলা গানের ইতিহাসে তাঁর জায়গা নির্ধারণ করতে গেলে শুধু জনপ্রিয় গানের সংখ্যা দিয়ে তাঁকে মাপা যায় না। তাঁর কণ্ঠের মধ্যে ছিল এক ধরনের স্বাভাবিক মায়া মমতা। বেশি মিষ্টি নয়, বেশি নাটকীয়ও নয়। আবেগ আছে, কিন্তু আবেগের আতিশয্য নেই। তাঁর উচ্চারণ পরিষ্কার, সুর নির্ভুল; কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, তাঁর গলায় ছিল মানুষের কথা বলার উষ্ণতা।

এখনও কোনও সন্ধ্যায় একা ঘরে হঠাৎ তাঁর গান শুনলে মনে হয়, তিনি হাজার মানুষের জন্য গান করছেন না। গানটা যেন আমার জন্যই।

একজন গায়িকার সবচেয়ে বড় সাফল্য সম্ভবত এখানেই।

আধুনিক বাংলা গান, চলচ্চিত্রের গান, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি— বিভিন্ন ধারায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। কিন্তু তাঁকে কোনও একটি পরিচয়ের মধ্যে আটকে রাখা যায় না। বাংলা চলচ্চিত্রের গানে তাঁর অবদান তো আলাদা করে বলার মতো। উত্তম-সুচিত্রার সময়ের সিনেমা বাঙালির মনে শুধু গল্প বা অভিনয়ের জন্য জায়গা করে নেয়নি, গানও সেই স্মৃতির বড় অংশ। প্রেম, অভিমান, অপেক্ষা, বিচ্ছেদ— সেই সময়ের অনেক অনুভূতিরই ভাষা হয়ে উঠেছিল সিনেমার গান। আর সেই ভাষার অন্যতম শক্তিশালী কণ্ঠ ছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

তাঁর গানে প্রেমও তাই অন্যরকম। খুব চড়া নয়, খুব প্রকাশ্য নয়। সেই ভালোবাসার অপেক্ষা, অভিমান, না পাওয়ার বেদনা, রুপোলি পর্দার অলীক মায়া ছাড়িয়ে যেন নেমে আসে মধ্যবিত্ত আপামর বাঙালির বাস্তবের মাটিতে আর সেই কারণেই বহু বছর পরেও গানগুলি পুরোনো মনে হয় না। সময় বদলেছে, সম্পর্কের ধরন বদলেছে, প্রেম প্রকাশের ভাষা বদলেছে। কিন্তু মানুষের অপেক্ষা বদলায়নি, অভিমান বদলায়নি, হারানোর কষ্টও বদলায়নি।

সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে।

তাই পুরোনো গানও একদিন হঠাৎ নতুন হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে যেন এই মুহূর্তের অভিব্যক্তি,

বাঙালির সঙ্গে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কটা এখানেই অন্যরকম। তাঁর গান আমাদের অনেকের জীবনের নেপথ্যে বাজতে থাকা সুর।

একটা বাড়িতে সন্ধেবেলা ছেলেমেয়েরা পড়তে বসেছে, মা রান্না করছেন, বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন। বাইরে আলো কমে আসছে। উঠোনের নিম গাছটার পেছন থেকে উঁকি দিয়েছে চাঁদ আর আর কোথাও রেডিও থেকে ভেসে আসছে—'মধু মালতী ডাকে আয়...' সেই উঠোন মুছে আজ সাকুল্যে বত্রিশটা ব্যালকনি, সেই চাঁদকেও কবেই গায়েব করে দিয়েছে কংক্রিটের জঙ্গল। সেই বাবা-মা-রাও আজ আর হয়তো নেই। কিন্তু বহু বছর পরে হঠাৎ সেই গানটায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গলায় ভর করে সেই সন্ধেবেলাটা বুঝি ঝুপ করে নেমে আসে পাঁচতলার কোনও বিষণ্ণ ব্যালকনিতে।

একটা গান তাই কখনো-কখনো স্মৃতির দরজার চাবি হয়ে যায়। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের অনেক গান সেই চাবির মতো কাজ করে।

তবে তাঁর গানকে শুধু নস্টালজিয়ার মধ্যে আটকে রাখলে ভুল হবে। কারণ নতুন প্রজন্মও তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করছে। অবশ্য তাদের গান শোনার অভ্যাস আমাদের মতো নয়। রেডিওর সামনে বসে পছন্দের গান আসার অপেক্ষা করতে হয় না। মোবাইলের পর্দায় কয়েকটি শব্দ লিখলে বা বললেই কয়েক দশক আগের গান মুহূর্তে সামনে চলে আসে। কেউ পুরোনো বাংলা সিনেমার গান খুঁজতে গিয়ে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছাচ্ছে। কেউ বাবা-মায়ের পছন্দের গান শুনে। কেউ আবার সামাজিক মাধ্যমে কোনও ছোট ভিডিওতে তাঁর গান শুনে পুরো গানটি খুঁজে নিচ্ছে। তারপর সেই গানই হয়তো কোনও ছেলেমেয়ের নিজের প্রেম, বিচ্ছেদ বা একাকিত্বের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

এখানেই সময়ের ব্যবধানটা মুছে যায়।

একজন শিল্পীর প্রকৃত উত্তরাধিকার বোধহয় এটাই। শুধু তাঁর সময়ের মানুষ তাঁকে মনে রাখবে তা নয়, পরের প্রজন্মও নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁকে খুঁজে পাবে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সেই উত্তরাধিকার এখনও তৈরি হচ্ছে। কারণ,

আজকের গানে সবকিছু আছে। বিট আছে, বেস আছে, ঝকঝকে প্রোডাকশন আছে। গায়কের গলার সামান্য বিচ্যুতিটুকুও কম্পিউটারে মুছে ফেলে নিখুঁত করে তোলা হয়। কিন্তু এই নিখুঁত হওয়ার দৌড়ে আমরা একটা জিনিস হারিয়ে ফেলেছি—মানুষের গন্ধ। ভুল-ত্রুটি, শ্বাস-প্রশ্বাস, একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইনে যাওয়ার আগে ওইটুকু নীরবতা, যেখানে একজন শিল্পীর সূক্ষ্মতাটুকু, নিজস্বতাটুকু ধরা থাকে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গানে সেই নিজস্বতাটুকু ছিল। তাঁর গলায় একটা গভীর, মায়াবী, উদাস করা বিষণ্ণতা ছিল, কিন্তু সেই বিষণ্ণতা কখনও হতাশ করত না, বরং একধরনের স্বস্তি দিত। আজকের এই চিৎকারের পৃথিবীতে, যেখানে সবাই লাউড, নিজের উপস্থিতি জাহির করতে চায়, সেখানে তাঁর গান ছিল একটা শান্ত দিঘির মতো। যা এই প্রজন্মকেও কখনও টেনে ধরে। ফলে শিল্পীর জীবন শেষ হয়। কণ্ঠ একদিন থেমে যায়। কিন্তু কিছু গান থামে না। তারা মানুষের সঙ্গে থেকে যায়, প্রজন্ম পেরিয়ে যায়, নতুন জীবনে নতুন অর্থ খুঁজে নেয়।

সেখানেই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের চিরকালীনতা।

তিনি চলে গিয়েছেন। তাঁর সময়ও চলে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর গান এখনও কোনও সময় হঠাৎ হঠাৎ না জানিয়েই আমাদের দরজায় এসে দাঁড়ায়। আর তখন মনে হয়— কিছু কণ্ঠ আসলে কোনওদিন বিদায় নেয় না। তাঁর গান শেষ হয় কিন্তু তার রেশ থেকে যায়। বাঙালির বড় আপন সন্ধ্যাতারার মতো যেন লেগে থাকে মাধবী রাতের গায়ে।

(লেখক অধ্যাপক)

'না'-এর অনন্য ইন্দ্রধনু

মনোনীতা চক্রবর্তী

না? হ্যাঁ, না। নাহ, এতে কোনও 'হ্যাঁ' লেগে নেই। যদিও 'সন্ধ্যা', তবু মাঝআকাশের গনগনে প্রখর সূর্যের অনমনীয় দৃঢ়তায় 'তীব্র মা'-এ দাঁড়িয়ে আছে 'না'...

কোনও হুংকার নেই। আছে ঝংকার।

রেওয়াজ অদৃশ্য।

অপেক্ষা অদৃশ্য।

প্রত্যাখ্যান অদৃশ্য।

এবারে 'হ্যাঁ'-তে আসতেই হল এতগুলো 'না' পেরিয়ে। গলাবাজি, দেখনদারি সমাজ যখন ভাঙা কোমর নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে নিজেদের 'বিশ্বজয়ী' ভেবে বসছেন, তখন সম্রাজ্ঞী চিনিয়ে দিলেন, সুরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতে গেলে আগে জীবনবোধে দাঁড়াতে জানতে হয়। না, গলা ফাটিয়ে নয়, ঝড় তুলে। সব আলো আলো নয়, যেমন সব অন্ধকার অন্ধকার নয়। এই ঝড় আসলে নিভৃতিতে বলে যায় 'সা'তে যে দাঁড়াতে জানে, তাঁর নাভিমূলের ক্ষমতার কথা, শিরদাঁড়ার সাবালকত্বের কথা।

কী আশ্চর্য অনুষঙ্গ! এই 'সন্ধ্যা' নামটির মধ্যে যেন জড়িয়ে আছে মায়াবতী মেঘের আকুল তন্দ্রা; আলো-আঁধারির অনিবার্য হরকত; দিনের সমস্ত কোলাহল পেরিয়ে যে সময়টি অবলীলায় ফিরতে পারে দরবারি ছুঁয়ে নিজের গহনে! এ যেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়-এরই ঋজু ছায়াশরীর। অহংকার, অলংকার– এসবের থেকে লক্ষ যোজন দূরে থেকে তিনি হৃদয়গানে বেঁধেছিলেন আত্মমর্যাদার তীব্র স্বর। কণ্ঠে চিরচেনা মানুষটির নীতিবোধের দিকটি জোড়ালাগা যমজ সন্তান যেন দুটি ভিন্ন সত্তার... এই বৈপরীত্য আসলে একটি সুসংহত শক্তি। সমাজের দিকে ছুড়ে দেওয়া অনেক অনেক প্রশ্নচিহ্ন। এবং ভিন্ন স্বর।

সময়টা ২০২২। সেই স্বর আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ভীষণ! নব্বই বছর বয়সে, প্রায় আট দশকের সংগীতজীবন পার হওয়ার পরে তাঁকে 'পদ্মশ্রী' দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি সেই সম্মান গ্রহণ করেননি। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, এত দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ শিল্পীজীবনের পরে এই পর্যায়ে 'পদ্মশ্রী' গ্রহণের প্রস্তাব তাঁর কাছে যথাযথ মর্যাদার মনে হয়নি। উনি ফোনে সরাসরি বলেছিলেন এটা অপমানজনক। মেয়ে সৌমী সেনগুপ্ত জানিয়েছিলেন, 'Padma Shri is more deserving for a junior artiste.'

আর নিজে বলেছিলেন, 'After so many years, I have been selected for the award. I will not accept it as it is demeaning.'

নামী এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'They don't even know about the works I have done... They contacted me at the last moment.'

ঘটনাটি শুধু পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের নয়। এখানে মুখোমুখি দাঁড়ায় দুটি ধারণা- রাষ্ট্রের দেওয়া স্বীকৃতি এবং শিল্পীর নিজের কাছে নিজের স্বীকৃতি। রাষ্ট্র পুরস্কার দিতেই পারে। প্রতিষ্ঠান একটি সম্মান দিতেই পারে। সমাজ একজন শিল্পীর জন্য নানা অভিধা তৈরি করতে পারে। কিন্তু একজন শিল্পী তাঁর নিজের শিল্পীজীবনের মূল্য কোথায় স্থাপন করবেন, সেই সিদ্ধান্তটি শেষপর্যন্ত তাঁর নিজের।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'না' তাই কোনও পুরস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ নয়; বরং নিজের দীর্ঘ শিল্পসাধনার নির্দিষ্ট মূল্যবোধের ভিতর থেকে উচ্চারিত সিদ্ধান্ত। একটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

শুধু তাই-ই নয়, তাঁর প্রতিবাদী সত্তার আরও পরিচয় আমরা পাই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী শক্তির গোপন রেডিও স্টেশন 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র'-র জন্য গান গেয়ে, উদ্বাস্তুদের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে কনসার্ট করে টাকা তুলেছিলেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং মুক্তিকামী মানুষের সমর্থনে তিনি গানকে প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর মানবিক ও প্রতিবাদী সত্তা বিশ্বমঞ্চে আলোড়ন তৈরি করেছিল।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে যখন শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন, তখন তাঁর আগমনকে উদযাপন করে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গাওয়া 'বঙ্গবন্ধু ফিরে এলো তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায়' গানটি কালজয়ী, প্রতিবাদী ও বিজয়ের দলিল হয়ে ওঠে।

সুরসাধনায় মগ্ন।

বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেওয়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর পাশে দাঁড়াতে তিনি অন্যান্য ভারতীয় ও বাঙালি শিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে নিঃশুল্ক কনসার্ট ও গণ আন্দোলনে যোগ দেন এবং অর্থসংগ্রহ করেন।

আসলে উনি শুধু গান গাননি, সময়ের ডাকে সাড়াও দিয়েছেন। যা তাঁর মানবিক ও নৈতিক চরিত্রের পরিচয়ের প্রমাণ। আসলে, মানুষ 'সন্ধ্যা' ব্যক্তি 'সন্ধ্যা' শিল্পী 'সন্ধ্যা' সবটাই মজবুত ভিতে গড়া।

একা শুধু সন্ধ্যা নন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও ১৯৭০ সালে পদ্মশ্রী এবং ১৯৮৭ সালে পদ্মভূষণ ফিরিয়েছিলেন।

সন্ধ্যা যেন বলেছিলেন, আমার গানকে তোমরা যে নামে ডাকবে, যে পুরস্কারে মাপবে, যে মঞ্চে বসাবে, তা তোমাদের সিদ্ধান্ত; কিন্তু আমার শিল্পজীবনের মূল্য সম্পর্কে আমার নিজের একটি বোধ আছে।

এই বোধটি আজকের দিনে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ, আমরা এমন এক অস্থির সময়ে বাস করছি, যখন শিল্পীর সাফল্যকে প্রায়ই সংখ্যায় মাপা হয়। কত দর্শক, কত অনুসারী, কত পুরস্কার, কত অনুষ্ঠান, কত প্রচার, কত ভিউ, রিয়্যাকশন, কমেন্টস, শেয়ার ব্লা ব্লা... শিল্পের মূল্য ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে। অথচ শিল্পের সবচেয়ে গভীর অংশটি ছাইচাপা পড়ে আছে। এটা আসলে সেল্ফ নমিনেশনের যুগ, এখানে প্যাকেজ সিস্টেমে পুরস্কার নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছায়।

পুরস্কার এখন বিক্রি হয়। সম্মাননা সমঝোতার রিবনে বাঁধা।

এরকম একটা সন্ধিক্ষণে সন্ধ্যা যেন সময়ের কাছে একটা সপাট নির্মেদ প্রশ্ন রেখে গেলেন। পর্দায় দৃশ্যমান শরীরটি নায়িকার, কিন্তু তার ভেতরের তীব্র আবেগ আর আত্মার ছন্দটি প্লেব্যাক গায়কের। সুচিত্রা সেনের রূপ আর সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের সেই অলৌকিক একাত্মতা বাংলা চলচ্চিত্রে অমর হয়ে আছে। থাকবেও।

এই অদৃশ্যতার আড়ালে লুকিয়ে ছিল নারীশিল্পীর আত্মমর্যাদার সংগ্রাম এবং এক ঝাঁক প্রশ্ন। পুরুষতান্ত্রিক চলচ্চিত্র শিল্পের ছায়ায় নিজের শিল্পী পরিচয়কে বিলীন হতে দেননি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রতিরোধ উচ্চকিত ছিল না; ছিল আত্মবিশ্বাসে স্থির, সংযত অথচ অনমনীয় এক নীরব বিপ্লব।

আশ্চর্যের কথা, এত দীর্ঘ সাফল্যের পরও তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী স্বর ছিল একটি 'না'।

সম্ভবত এটাই শিল্পীর স্বাধীনতার সবচেয়ে কঠিন জায়গা। 'হ্যাঁ'-'না'-এর এক্সচেঞ্জের কোনও জায়গাই সেখানে ছিল না। সুরে তিনি কোমল, কিন্তু সিদ্ধান্তে অনমনীয়। কণ্ঠে মায়া আর মেরুদণ্ডে লোহার দৃঢ়তা নিয়েই সম্পূর্ণ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সুচিত্রা সেনের দৃশ্যমান অভিনয় আর সন্ধ্যার শ্রাব্য রূপায়ণের যুগলবন্দি বাংলা চলচ্চিত্রে নারীসত্তার এক অনন্য আলেখ্য।

এই যুগলবন্দির বাইরে ছিল তাঁর নিজস্ব স্বতন্ত্র রাজ্য, যার মূল ভিত্তি আত্মমর্যাদা। সংগীতশিল্পীর পরিচয় ছাড়িয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন নিজের শর্তে বাঁচার এক অলিখিত প্রতীক। তাই রাষ্ট্রীয় অলংকারের মোহ কাটিয়ে তাঁর উচ্চারিত সেই প্রদীপ্ত 'না' কেবল প্রত্যাখ্যান ছিল না, ছিল শিল্পীর আত্মাধিকারের তীব্র স্ফুলিঙ্গ। 'গীতশ্রী' পরিচয়ের গভীরে দাঁড়িয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, সম্মানের জন্য শুধু পাওয়ার অপেক্ষা নয়, কোন কোন সম্মান মাথা উঁচু করে ফিরিয়ে দিতে হয়, ফিরিয়ে দিতে জানতে হয়! এও এক শিল্প। সেই স্পর্ধাই একজন প্রকৃত শিল্পীর চরম স্বাধীনতা! উদারা, মুদারা এবং তারা সুস্পষ্ট...সন্ধ্যার সূর্য এমনই... আপনাকে অভিবাদন, প্রণাম...

সবার মেরুদণ্ড বিক্রি হয় না...

'না' মানে 'না'!

(লেখক শিক্ষক)

স্মরণীয় দশ

১. গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু (সিনেমা : অগ্নিপরীক্ষা, ১৯৫৪)
২. কে তুমি আমারে ডাকো (সিনেমা : অগ্নিপরীক্ষা, ১৯৫৪)
৩. উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা (নন-ফিল্ম গান : ১৯৫৩)
৪. এ শুধু গানের দিন (সিনেমা : পথে হল দেরি, ১৯৫৭)
৫. হয়তো কিছুই নাহি পাবো (নন-ফিল্ম আধুনিক গান : ১৯৫৫)
৬. ঘুম ঘুম চাঁদ, ঝিকিমিকি তারা (সিনেমা : সবার উপরে, ১৯৫৫)
৭. মধুমালতী ডাকে আয় (নন-ফিল্ম পুজোর গান : ১৯৫৭)
৮. তুমি না হয় রহিতে কাছে (সিনেমা : পথে হল দেরি, ১৯৫৭)
৯. ওগো মোর গীতিময় (নন-ফিল্ম পুজোর গান : ১৯৫০)
১০. এই পথ যদি না শেষ হয় (সিনেমা : সপ্তপদী, ১৯৬১)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পোড়াঝাড়ে মহানন্দার চরে লাগামহীন দখলদারি

দুর্যোগের 'ঘা' দগদগে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস পেলেই ঘরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভয়ে বিছানার ওপরে তুলে রাখেন বাসিন্দারা। পরিস্থিতি বুঝে টোটো বা গবাদি পশু কিছুটা দূরে স্থানীয় একটি প্রাথমিক স্কুলে রাতে রেখে দেন তাঁরা। শিলিগুড়ি সংলগ্ন পোড়াঝাড়ে বন্যা পরিস্থিতি এক বছর কেটে গেলেও আতঙ্কের সেই ভয়াবহ স্মৃতি এখনও বাসিন্দাদের মনে তাজা।

পোড়াঝাড়ে মহানন্দা নদীর বাঁধের ওপারে সরকারি খাসজমিতে অসংখ্য ঘরবাড়ি গড়ে উঠেছে। মহানন্দায় জলস্ফীতির জেরে গত বছর ৪ অক্টোবর রাতে তাঁদের ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার কথা জানা সত্ত্বেও আবার বাঁধের ওপারে সরকারি জমি দখল করে নতুন করে একের পর এক ঘরবাড়ি গড়ে উঠছে। বাইরে থেকে শিলিগুড়িতে কাজের জন্য এসে স্থায়ী আস্তানার সন্ধানে অনেকে দালালদের টাকা দিয়ে সরকারি জমিতে ঘর বানিয়ে থাকছেন।

স্বামীর সঙ্গে প্রায় ২৫ বছর ধরে পোড়াঝাড়ে থাকেন ৭০ বছরের সুধা বর্মন। গত বছর পোড়াঝাড়ের যেখানে বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল, তার পাশেই সুধা ছোট মুদিখানা চালান। শনিবার চোখের জল মুছতে মুছতে বৃদ্ধা বলেন, 'এখনও আতঙ্কে থাকি। কয়েক দিন আগে পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছিল। সেই সময় সকলে আতঙ্কে ছিলাম। ভয়ে অনেকেই টোটো, গবাদি পশু স্থানীয় স্কুলে রেখে দেন। গত বছর দোকানের দেওয়াল ভেঙে পড়েছিল। বুক-সমান জল জমে গিয়েছিল। বিভিন্ন জিনিস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।'

গত বছর পোড়াঝাড়ের ঘটনার দু'দিন পর লক্ষ্মীপুজো ছিল।

পোড়াঝাড়ে গত বছরের বন্যা পরিস্থিতির স্মৃতিচারণায় সুধা বর্মন।

দোকানে বিক্রির জন্য স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় বণিক পুজোর বিভিন্ন সামগ্রী বাড়িতে মজুত করেছিলেন। ওই ব্যক্তির বাড়িতে টোটো ও দুই চাকার গাড়ি রয়েছে। জলস্ফীতিতে বিজয়ের ঘরের ভেতরে বুকসমান জল জমে গিয়েছিল। সেই দিনের কথা মনে করে তিনি বলেন, 'ঘরের সমস্ত সামগ্রী নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিছানায় জল উঠে গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতির পর ভেবেছিলাম, বাইরে কোথাও পরিবার নিয়ে থাকা শুরু করব। কিন্তু বাইরে ঘর ভাড়া করে থাকার মতো আর্থিক পরিস্থিতি নেই। কখন যে আবার সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়, তার ঠিক নেই।'

তবে কমেনি দখলদারি। যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তো আছেনই, নতুন করে চরেও বাড়ি তৈরি করেছেন আরও অনেকে। সবকিছু জেনেও ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, কোচবিহার থেকে অনেকে এসে পোড়াঝাড়ে দালালদের থেকে জায়গা কিনছেন। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে দেড় কাঠা জমি এক লক্ষ টাকায় দালালদের থেকে কিনেছিলেন কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির বাসিন্দা গোবিন্দ বর্মন। গোবিন্দ হিলকার্ট রোডের একটি হোটেলে কাজ করেন। ওই ব্যক্তি অকপটে স্বীকার করলেন, 'নতুন করে জলস্ফীতির ভয় রয়েছে। কিন্তু এক লক্ষ টাকায় পোড়াঝাড় ছাড়া অন্য কোথাও জমি পাওয়া যেত না। যা আয় করি, তাতে ঘর ভাড়া করে শহরে থাকার সামর্থ্য নেই।'

গোবিন্দ যেখানে জমি কিনেছেন, তার থেকে কিছুটা দূরে মহানন্দার চরে জমি কিনে ঘর তৈরি করেছেন তাঁর দূরসম্পর্কের দাদা ময়নাগুড়ির বাসিন্দা সমর সরকার। সমর এক ব্যক্তির থেকে টোটো নিয়ে চালান। সমরের বক্তব্য, 'আট মাস হয়ে গিয়েছে, এখানে থাকছি। প্রবল বৃষ্টি হলে টোটো স্কুলের সামনে রেখে দিই। সরকার তো এখান থেকে উচ্ছেদ করছে না। সেখানে বিপর্যয় হলে তা সহ্য করব, কিন্তু এখান থেকে উঠে যাওয়ার প্রশ্ন নেই।'

- পাহাড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস মিললে পোড়াঝাড়ের বাসিন্দারা প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরিয়ে নেন
- গত বছর মহানন্দার ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে পড়লেও থামেনি সরকারি জমি দখল
- বাইরে থেকে আসা অনেকেই দালালদের মাধ্যমে কমদামে জমি কিনে আস্তানা গড়ে তুলেছেন

বিনামূল্যের ওষুধের ভাঁড়ার কার্যত ফাঁকা

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ৩ অক্টোবর : সামান্য জ্বর কিংবা সর্দিকাশি হলেও চোখে সর্ষেফুল দেখেন ইসলামপুরবাসী। ভয়টা ভাইরাসের প্রকোপে নয়, শহরবাসীর সমস্যা পুর এলাকার চার-চারটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের 'অসুস্থ' দশা। সরকারি নিয়মে কেন্দ্রগুলির দায়িত্ব জনসাধারণকে নিখরচায় ওষুধের জোগান দেওয়া। কিন্তু তিন মাসের বেশি হল, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের আলমারিগুলির অধিকাংশই প্রায় ফাঁকা। নতুন ওষুধ দূরে থাক, প্যারাসিটামলের মতো চেনাজানা ওষুধগুলিও ঠিকঠাক মিলছে না। গাঁটের কড়ি খরচ করে বাইরের দোকান থেকে ওষুধ কিনছেন রোগীরা।

সমস্যা আছে আরও একরকম। সেটা জানালেন ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গুরুদ্বার সাহা। তিনি বলেন, 'আমার ওয়ার্ডের হেড সেন্টারে প্রচুর মানুষ চিকিৎসার জন্য আসেন। ওষুধের ঘাটতির জন্য যে রোগে যে মাত্রার ওষুধ প্রয়োজন, সেটি না থাকায় কম মাত্রার ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। ফলে রোগ সারতে সময় লাগছে।' ইসলামপুর পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার জয়ন্ত রায় বলেন, 'খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি, কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় ওষুধের ঘাটতি রয়েছে।'

তিনি সমস্যাটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার আশ্বাস দিয়েছেন। কিছুদিন আগে সুভাষনগর এলাকার সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধ নিতে গিয়েছিলেন চার নম্বর ওয়ার্ডের শেফালি রায়। তিনি বলেন, 'বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর, সর্দি ও প্রচণ্ড কাশিতে ভুগছিলাম। ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম, কাশির সিরাপ নেই। তাই জ্বরের ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। এখন বাইরে থেকে কাশির ওষুধ কিনতে হবে।'

সমান সমস্যায় পড়েছেন এক নম্বর ওয়ার্ডের আশিদা খাতুন। ছেলের জন্য ওষুধ নিতে এসে তাঁকেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। আশিদার কথায়, 'আমরা আর্থিকভাবে তেমন সচ্ছল নই। ভেবেছিলাম, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে ওষুধ পাওয়া যাবে। এখন দেখছি, সব উলটো।' ইসলামপুর পুর এলাকায় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চারটি। ৯ নম্বর ওয়ার্ডে সোনাখোদা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে সুবাসনগর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে মিলনপল্লি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ১ নম্বর ওয়ার্ডে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। সবগুলির দশা এখন একই।

দেশবন্ধুপাড়ায় বিতর্কিত বাড়ি ভাঙল পুরনিগম। শিলিগুড়িতে শনিবার।

বন্ধ কম্পোজিট গ্র্যান্ট, সংকটে ৪ মাদ্রাসা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর প্রায় সমস্ত সাধারণ সরকারি বিদ্যালয়গুলি বকেয়া কম্পোজিট স্কুল গ্রান্ট পেয়েছে। ব্যতিক্রম শিলিগুড়ির চারটি রাজ্য সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা। টানা তিন বছর ধরে এই খাতে বরাদ্দ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ওই প্রতিষ্ঠানগুলি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাদ্রাসাগুলির প্রতি রাজ্যের নয়া সরকারের অবহেলার অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা। যদিও তা মানতে চাননি শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিজেপির টিচার্স সেলের আহ্বায়ক চিত্তরঞ্জন মল্লিক। তাঁর বক্তব্য, 'ধর্মীয় রাজনীতিতে উসকানি দিচ্ছে বিরোধীরা। অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা থেকে রাজ্যের অন্যান্য সুবিধাও তো সংখ্যালঘুরা পাচ্ছেন। তবে বহু স্কুলে বিগত বছরগুলির হিসেব ঠিক নেই। বিষয়টি প্রশাসন নিশ্চয়ই দেখছে।'

বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার মুখে সংখ্যালঘু উন্নয়নের দাবি করলেও বাস্তবে ছবিটা উলটো। ভোটব্যাংকের স্বার্থে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও শিলিগুড়ির এই চারটি মাদ্রাসার কয়েক হাজার সংখ্যালঘু পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরুর বক্তব্য, 'ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চনা করা উচিত নয়। আমরা এই দ্বিচারিতার প্রতিবাদ জানাই।' বিরোধী নেতৃত্বের দাবি, সাধারণ স্কুলগুলি যখন বকেয়া টাকা পেয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করেছে, তখন মাদ্রাসাগুলির অনুদান আটকে রাখা নিছক প্রশাসনিক ভুল নয়, চরম বৈষম্য ও অবহেলার নিদর্শন। সমগ্র শিক্ষা মিশনের শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা প্রকল্প আধিকারিক তারাশংকর প্রামাণিকের আশ্বাস, 'খোঁজ নিয়ে এব্যাপারে বলব।'

প্রশাসন সূত্রে খবর, সর্বশিক্ষা অভিযান ও সমগ্র শিক্ষা মিশনের অধীনে প্রতিটি রাজ্য-অনুমোদিত বিদ্যালয়কে পড়ুয়া সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে প্রতি বছর নির্দিষ্ট অংকের কম্পোজিট গ্রান্ট দেওয়ার কথা। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সচল রাখতে এই অর্থ অত্যন্ত জরুরি। সাধারণত, বরাদ্দ দিয়ে পানীয় জলের ফিল্টার মেরামত, জলের ট্যাংক পরিষ্কার এবং শৌচাগার নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার সরঞ্জাম কেনা হয়। ভাঙা বেঞ্চ, টেবিল, ব্ল্যাক বোর্ড ও ফ্যান মেরামত এবং শ্রেণিকক্ষের জরুরি চুনকাম বা ছোটখাটো সংস্কার থেকে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, বইপত্র, প্র্যাকটিকালের জন্য প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জাম কিনে থাকে বিদ্যালয়গুলি। পড়ুয়াদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার সামগ্রী এবং বার্ষিক ক্রীড়ার সরঞ্জাম কেনা থেকে শুরু করে স্যানিটাইজেশন এবং অস্থায়ী ঝাড়ুদারদের পারিশ্রমিক মেটানো হয়।

- শিলিগুড়ির ৪টি সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা টানা তিন বছর কম্পোজিট স্কুল গ্রান্ট থেকে বঞ্চিত
- পানীয় জল, শৌচাগার পরিষ্কার ও শ্রেণিকক্ষ সংস্কার বন্ধ থাকায় অচলাবস্থা
- রাজনৈতিক বৈষম্য ও সংখ্যালঘু অবহেলার অভিযোগ বিরোধীদের

অভিযোগ, টানা ৩৬ মাস ধরে অনুদান না পাওয়ায় শিলিগুড়ির চার মাদ্রাসায় তৈরি হয়েছে অভূতপূর্ব অচলাবস্থা। সামসিয়া মাদ্রাসায় শৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখার টাকা না থাকায় বাচ্চাদের স্বাস্থ্য নিয়ে ঝুঁকি বাড়ছে। ফাঁসিদেওয়ার মাদ্রাসায় ফ্যান-লাইটের বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় এবং ভাঙাচোরা আসবাবপত্রের কারণে ক্লাস চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। একাধিক ক্ষেত্রে স্কুলের দৈনন্দিন স্যানিটাইজেশন বা জরুরি পানীয় জলের ফিল্টার সারানোর খরচ মেটাতে হচ্ছে শিক্ষকদের নিজেদের পকেট থেকে।

লাহুগছ হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক অনন্ত সাহার বক্তব্য, 'এইমুহূর্তে বেঞ্চ থেকে পানীয় জল, ক্লাসরুম সংস্কার জরুরি। কেন কম্পোজিট গ্রান্ট দিচ্ছে না জানি না।' সামসিয়া হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জিয়াউদ্দিন আলির দাবি, 'নিজেদের মাইনে থেকে টাকা দিয়ে স্কুলের নানা পরিষেবা চালু রাখতে হচ্ছে। কিন্তু, এভাবে আর কতদিন?'

মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি এবং অভিভাবকমহলের স্পষ্ট কথা, শিক্ষার মতো বিষয়ে যেন কোনও রাজনৈতিক বৈষম্য না হয়।

বৃদ্ধকে কোপ তরুণের

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : প্রতিবেশী এক তরুণের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে এক বৃদ্ধ জখম হওয়ার ঘটনায় শুক্রবার রাতে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয় বাগরাকোটের জ্যোতিনগরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণ নেশাগ্রস্ত। ঘটনায় আহত বৃদ্ধের স্ত্রীর অভিযোগ, তিনি বাথরুমে থাকাকালীন বাইরে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনতে পান। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন, সবজি কাটার ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্বামীর ঘাড়ে আঘাত করা হয়েছে।

এদিকে, ওই বৃদ্ধকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি নেশাগ্রস্ত ওই তরুণকে আটকে রাখেন স্থানীয়রা। যদিও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসতেই পরিস্থিতি অন্য মোড় নেয়। পুলিশ সূত্রে খবর, স্থানীয়রা ওই তরুণকে মারধর করতে শুরু করলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। স্থানীয়রা সেই কাজে বাধা দিলে পুলিশের বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে এবং লাঠিচার্জ করা হয়। ঘটনায় কয়েকজন আহত হন। স্থানীয়দের অভিযোগ, অভিযুক্ত ওই তরুণকে পাকড়াও করতে তাঁরা পুলিশকে ডেকেছিলেন। অথচ পুলিশ উলটে তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে। মহিলা-পুরুষ কাউকেই রেয়াত করা হয়নি। ঘটনায় অবশ্য এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

বিরাটির হামলার প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : বিরাটিতে গান্ধি জয়ন্তীর সভায় বামপন্থী ছাত্র-যুবদের উপর বিজেপির আক্রমণের প্রতিবাদে শনিবার মিছিল করল দার্জিলিং জেলা ডিওয়াইএফআই, এসএফআই ও সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। এদিন অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলে ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সাগর শর্মা, এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক অঙ্কিত দে প্রমুখ। অন্যদিকে, সিপিএমের ১ নম্বর এরিয়া কমিটির ডাকে ১ নম্বর ওয়ার্ডের কুলিপাড়া-রাজেন্দ্রনগরে নাগরিক সভার আয়োজন করা হয়।

বস্তিতে সাপ সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : সাপ সম্পর্কে বনবস্তিবাসীদের সচেতন করল বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগ। বন্যপ্রাণ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে শনিবার ডাবগ্রাম রেঞ্জে ফাড়াবাড়ি নেপালিবস্তিবাসীদের নিয়ে এই সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডিএফও মুদিত কুমার জানান, শিবিরে বাসিন্দাদের সাপ সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। সাপের বাসস্থান, বিষধর ও বিষহীন সাপের মধ্যে পার্থক্য এবং পরিবেশরক্ষায় সাপের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁদের জানানো হয়েছে।

বনবস্তি এলাকায় প্রায়শই সাপ দেখা যায়। তবে অনেকেই না বুঝে সাপকে মারার চেষ্টা করেন। সাপ দেখলে কী কী করণীয়, তাও এদিন বাসিন্দাদের বোঝানো হয়েছে।

কালো মেঘ দেখছেন পরিবেশপ্রেমীরা

নেওড়ায় সেনাছাউনি নিয়ে নীরব প্রশাসন

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩ অক্টোবর : নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানে ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় প্রস্তাবিত সেনাছাউনি গড়ে উঠলে পরিবেশের বিপদ হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। বন দপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসন এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি নয়। গত ২৩ সেপ্টেম্বর কালিম্পং জেলা শাসকের দপ্তরে ইকো সেনসিটিভ জোন মনিটরিং কমিটির প্রথম বৈঠকেও প্রসঙ্গটি উঠেছিল। কিন্তু 'স্পর্শকাতর' বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয় বলে খবর।

ভারত, ভুটান ও সিকিমের সংযোগস্থল জোরপুখুরির কাছে তিন হেক্টর জমিতে ছাউনির জন্য সেনাবাহিনী কয়েক মাস আগে আবেদন করে। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকও বিষয়টি রাজ্যকে জানিয়েছে। জোরপুখুরি ১০,২৫৯ ফুট উচ্চতায় রয়েছে। রাচেলা পিকের উচ্চতা প্রায় ১০,৬০০ ফুট। এই এলাকা বন্যপ্রাণী চলাচলের ট্রাইজাংশান করিডর। নেওড়া এখনও পর্যটকদের জন্য নিষিদ্ধ এবং ইউনেসকোর সম্ভাব্য হেরিটেজ তালিকায় রয়েছে। ঠান্ডার মরশুমে হাতি, রয়েল বেঙ্গল টাইগার সহ বন্যপ্রাণীরা সেফ করিডর দিয়ে যাতায়াত করে। ট্র্যাপ ক্যামেরায় তার প্রমাণও ধরা পড়েছে।

সেনাছাউনি হলে রাস্তা, যানবাহন, নির্মাণকাজ, জওয়ানদের যাতায়াত এবং নজরদারি সরঞ্জামের চাপ বাড়বে বলে পরিবেশবিদদের আশঙ্কা। সংযোগকারী রাস্তা তোদে, তাংতা হয়ে নির্মীয়মাণ রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা। ফলে নেওড়ার পাশাপাশি সিকিমের প্যাংগোলাখা এবং ভুটানের তোর্ষা জাতীয় উদ্যানেও প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। পরিবেশকর্মী ও বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ অনিমেষ বসু বলেন, 'এইভাবে যদি সেনাছাউনি করা হয় তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে। রেড পান্ডা, বাঘ, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, ক্লাউডেড লেপার্ড, মার্বেল ক্যাট, ফিশিং ক্যাট, গোল্ডেন ক্যাট, ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড ডগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণীর ক্ষতি হবে। বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, কীটপতঙ্গ সহ সার্বিক জীববৈচিত্র্যের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। নেওড়ার বন ও বন্যপ্রাণ ধ্বংস হতে পারে।'

গত ২৩ সেপ্টেম্বর কালিম্পং জেলাশাসকের অফিসে মনিটরিং কমিটির বৈঠক হয়। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেনাছাউনির জন্য প্রস্তাবিত জমিটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে হলেও দুই কিলোমিটার এলাকা ইকো সেনসিটিভ জোনের বাইরে রয়েছে। তাই বিষয়টি তাদের এক্তিয়ারে নেই বলে ইকো সেনসিটিভ জোন মনিটরিং কমিটি সূত্রে খবর। কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক বিষয়টি দেখবে। পরিবেশ পোর্টালে আপত্তি এলে তা খতিয়ে দেখার এক্তিয়ার কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের রয়েছে।

কমিটির সদস্য কৌস্তভ চৌধুরি বলেন, 'নেওড়া ভ্যালি রাজ্যের সবচেয়ে গহনবৈচিত্রে ভরপুর ভার্জিন সংরক্ষিত বনাঞ্চল। ইকো সেনসিটিভ জোনের বাইরেও পরিবেশবান্ধব পর্যটনকে গুরুত্ব দিতে হলে বন্যপ্রাণী ও জৈববৈচিত্রের মধ্যে সমন্বয় রেখেই সবকিছু করতে হবে।' কমিটির সদস্য সচিব ও গোরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতীম সেন বলেন, 'ইকো সেনসিটিভ জোনের এলাকায় কী কী নির্মাণ আছে সেগুলি নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।' এর বাইরে কিছু বলতে তিনি রাজি হননি। এদিকে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ অবশ্য শনিবার চালসায় বলেন, 'পর্যটন প্রসারে ইকো সেনসিটিভ জোনের নিয়ম মেনে চলতে হবে। নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানে আমরা কোনও ধরনের পর্যটনের প্রসার ঘটাতে চাই না।'

নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের প্রবেশপথ। -সংবাদচিত্র

পুলিশে নালিশ

ময়নাগুড়ি, ৩ অক্টোবর : গর্ভবতী হওয়ার পর পণের দাবিতে চাপ দেওয়ার পাশাপাশি গর্ভের সন্তান নষ্ট করতে বাধ্য করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, নিজেকে সেনাকর্মী পরিচয় দিয়ে ওই তরুণ তরুণীকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরই সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য—ওই তরুণ আগে থেকেই বিবাহিত, এমনকি তাঁর দুটি সন্তানও রয়েছে বলে জানতে পারেন স্ত্রী। এরপরই তাঁর ওপর চাপ ও অত্যাচার শুরু হয় বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত গর্ভের সন্তান নষ্ট করতে বাধ্য হন তিনি। ঘটনাটি ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি পঞ্চায়েত এলাকায়। শনিবার ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার তিন

খড়িবাড়ি, ৩ অক্টোবর : নদীর বালি বিহারে পাচারের আগে ৩টি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। শনিবার ভোর ৫টা নাগাদ তিনটি বালিবোঝাই ডাম্পার ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে বিহারের পথে যাওয়ার সময় পুলিশ আটক করে। চেকরমারি চেকপোস্টে বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় পুলিশ তিনজন চালককে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম কার্তিক দাস, সাজ্জাদ আলম ও মেহবুব আলম। কার্তিক চোপড়ার এবং বাকিরা বিহারের বাসিন্দা। ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন।

দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ৩ অক্টোবর : ডোক নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যাওয়ার দু'দিন পর শনিবার বিহার থেকে উদ্ধার হল তরুণের দেহ। ঘটনা চোপড়া থানার মরিচঝাঁপি এলাকার। মৃতের নাম বিকাশ সরেন (২২)। বৃহস্পতিবার বিকেলে ডোক নদীতে স্নান করতে নেমে তিনি তলিয়ে যান। এরপর থেকেই তাঁর খোঁজ শুরু হয়। শুক্রবার রায়গঞ্জ থেকে এসডিআরএফের দল এসে নদীতে তল্লাশি চালায়। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে বিহারে এদিন নদীতে তাঁর দেহ ভেসে ওঠে। বিহার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয়।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : মাকে ফাঁস দিয়ে মারার ঘটনায় অভিযুক্ত করণ ভুঁইয়াকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এদিন বিচারক ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। মাটিগাড়া থানা সূত্রে খবর, ধৃতকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে গোটা ঘটনার পুনর্নির্মাণ সহ ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হবে।

হাজিরা নিয়ে ক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : দার্জিলিং জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ডিউটি রোস্টার নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করল স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদল। শনিবার দুপুরে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ স্বপন সোরেন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহার নেতৃত্বে দলটি এই হাসপাতাল পরিদর্শনে যায়। নতুন অবজার্ভেশন, প্রসূতি এবং ডায়ালিসিস বিভাগ ঘুরে সন্তোষ প্রকাশ করেন স্বাস্থ্যকর্তারা। হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা নিয়েও তাঁরা খোঁজখবর নেন। পরিদর্শনের পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তবে চিকিৎসক, নার্স সহ সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির হার নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। হাসপাতালে ডিউটি রোস্টার দ্রুত তৈরি করে সেটি নিয়ম মেনে কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে।

পর্যাপ্ত জলের অভাবের বিষয়টিও স্বাস্থ্যকর্তাদের জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। চিকিৎসকরা জানান, হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না। পুরসভাও সঠিকভাবে জল দিতে পারছে না। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। হাসপাতালের জল সংক্রান্ত এই সমস্যা নিয়ে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্তারা।

পাহাড় সফর শেষে শনিবারই স্বাস্থ্যকর্তারা কোচবিহারে গিয়েছেন। সেখান থেকে রবিবার সকালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্দেশে তাঁরা রওনা হবেন। দুপুরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পৌঁছে তাঁরা রোগী পরিষেবা খতিয়ে দেখবেন। এরপর বেলা ২টোয় মেডিকেলের লেকচার থিয়েটারে উত্তরবঙ্গের সব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ, সুপার সহ আট জেলার স্বাস্থ্যকর্তা এবং জেলা ও মহকুমা হাসপাতালের সুপারদের নিয়ে বৈঠক করবেন।

আমাদের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে - অ্যাপোলো চেন্নাই সাক্ষাৎ করুন
অ্যাডভান্সড লাং ফেইলিওর ক্লিনিক @ শিলিগুড়ি

Apollo HOSPITALS CHENNAI

রোগের লক্ষণ/উপসর্গ :
গুরুতর অ্যাজমা, ইন্টারস্টিসিয়াল লাং ডিজিজ, প্লুরাল ডিজিজ, সিওপিডি, যক্ষ্মা (টিবি), পালমোনারি হাইপারটেনশন, পালমোনারি এমবোলিজম, কোভিডের পরবর্তীতে ফুসফুসের ফাইব্রোসিস, ব্রঙ্কাইটিস, যারা বাড়িতে অক্সিজেন নিচ্ছেন, শ্বাসকষ্ট, ব্রঙ্কিয়াল নিউমোনিয়া, ফুসফুসে ছত্রাকজনিত সংক্রমণ, মিউকর মাইকোসিস, যেসব পরিবারের রোগীরা এআরডিএস অথবা টাইপ-১ রেসপিরেটরি ফেইলিওর অথবা ফুসফুস সঠিকভাবে কাজ না করার জন্য ভর্তি আছেন, ফুসফুস প্রতিস্থাপন এবং ফুসফুসের অন্যান্য জটিল সমস্যা

ডঃ শ্রীনিবাস রাজগোপালা
এমডি (ইন্টারনাল মেডিসিন)
ডিএম (পালমোনোলজি এবং ক্রিটিকাল কেয়ার মেডিসিন)
ফুসফুস প্রতিস্থাপনে ফেলোশিপ (টরেন্টো)
সিনিয়র পরামর্শদাতা এবং ক্লিনিক্যাল লিড
পালমোনোলজি এবং স্লিপ মেডিসিন
অ্যাপোলো হসপিটাল, গ্রিমস লেন

বৃহস্পতিবার, ৮ই অক্টোবর, ২০২৬ | সকাল ৯:৩০ থেকে দুপুর ১২:৩০ পর্যন্ত

এপিটম সুপার স্পেশালিটি কেয়ার
দ্য প্যাসিফিক বিল্ডিং, পঞ্চম তলা, লেক্সিকন মোড়
মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুলের নিকট
এনএইচ ৩১, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১০

সাক্ষাতের জন্য যোগাযোগ করুন : ৯৮৩৬২ ৮৮৬৬৫ / ৭৩৩০৭ ৬৭৬০৫

রাস্তায় তোরণে পুজোর আগেই যানজট

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে প্রশাসনিক সমন্বয় বৈঠকে পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, রাস্তার হোয়াইট মার্কিং বা সাদা দাগ পেরিয়ে ভিতরের দিকে কোনওভাবে তোরণ করা যাবে না। রাস্তার মধ্যে কোনও বাইক, গাড়ি রাখা হলেও প্রয়োজনীয় কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু সেই নির্দেশ উপেক্ষা করেই অধিকাংশ ক্লাব রাস্তার সাদা দাগের ভিতরে বাঁশ লাগিয়ে তোরণ তৈরির কাজ শুরু করেছে। তোরণের পাশে বাইক, গাড়ি পার্কও শুরু করেছে একশ্রেণির সাধারণ মানুষ।

তোরণের কারণে ইতিমধ্যেই রাস্তা সংকুচিত হয়ে যানজট শুরু হয়েছে। পুজোর সময় পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে, তা নিয়ে আশঙ্কা বাড়ছে। প্রশাসনের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে শহরবাসীর একাংশের বক্তব্য, তোরণ লাগানোর সময়ই নজরদারি প্রয়োজন ছিল। পুজোর সময় তোরণ খুলে সরানো আদৌ সম্ভব হবে কি না, সেই প্রশ্নও উঠেছে। পুলিশের এক কর্তা অবশ্য বলেন, 'তোরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপরেও কেউ না শুনে থাকলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শনিবার হায়দরপাড়া মেইন রোডে ঢুকতেই দেখা যায়, রাস্তার সাদা দাগের ভিতরেই তোরণ তৈরি করা হয়েছে। সেটির পাশেই একটির পর একটি বাইক রাখা হয়েছে। দৃশ্যটি দেখে ক্ষোভ উগরে দেন বিরাজ সরকার। তিনি বলে উঠলেন, 'এমনিতেই তো এই রাস্তায় যানজট লেগে থাকে। তার মধ্যেই যদি এখন থেকে এভাবে তোরণের জন্য রাস্তা সংকুচিত হতে শুরু করে, তাহলে তো প্রতিবারের মতো এবারেও পুজোর সময়টা যানজটের জেরে ভুগতে হবে।' বিধান মোড় সংলগ্ন রাজা রামমোহন রোডের পরিস্থিতিও একই। বাঁশের ওই গেটে রাস্তাটি আরও সংকুচিত হয়েছে। এক ব্যবসায়ীকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই বলে উঠলেন, 'ক্লাবের পুজো, আমরা আর কী বলব!'

সুভাষপল্লি মোড় থেকে ডাবগ্রাম যাওয়ার সেতুর উপরেও তোরণ তৈরি করা হয়েছে। বাগরাকোট থেকে বেরিয়ে হাতি মোড়ে যাওয়ার আগের মোড়েও একই পরিস্থিতি। সন্ধ্যা হলেই সেখানে যানজট অবধারিত। তোরণের কারণে শনিবার সন্ধ্যায় যানজটের মধ্যে গাড়ি ঘোরাতে অনেকেই সমস্যায় পড়েন। যানজটে আটকে পড়া যূথিকা দাস বললেন, 'কোথায় তোরণ লাগালে সাধারণ মানুষের সমস্যা বাড়তে পারে, সেটা দেখার দায়িত্ব অনেকটাই ক্লাবগুলোর ওপর। কিন্তু কে আর কার কথা ভাবে!'

পুলিশের কড়া নির্দেশের পরও রাস্তায় তোরণ তৈরি হচ্ছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

প্রস্তুত।। গঙ্গারামপুর স্টেশনে ছবিটি তুলেছেন কালদিঘির রমেন সাহা।

পাট্টার জমি 'দখল'

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : পাট্টার জমি দখলের অভিযোগ উঠল ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রণবেশ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। খাসজমির চরিত্র বদলের অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগরের। এনিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন স্বস্তিক মণ্ডল নামে বিধাননগরের এক ব্যক্তি। তবে প্রণবেশ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। সেটি তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি এবং তাঁর সমস্ত কাগজ রয়েছে বলে দাবি করেছেন।

স্বস্তিক ফাঁসিদেওয়া থানা এবং শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমার বাবা বনবিহারী মণ্ডল এবং তাঁর তিন ভাই বিধাননগর বাজারের পাশে প্রায় চার একর জমি পাট্টা পেয়েছিলেন। সেটা ১৯৮৪ সাল নাগাদ। কিন্তু ২০০৯ সালে সেই জমি তাঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন প্রণবেশ। সেসময় তিনি কংগ্রেস করতেন। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে আমাদের জমিতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কাজের কাজ হয়নি।' প্রণবেশ তৃণমূলে ঢুকেও তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা বহাল রেখেছেন বলে অভিযোগ তোলেন স্বস্তিক। স্বস্তিকের কথায়, 'সে সময়ও সেই অভিযোগগুলি গুরুত্ব পায়নি।' রাজ্যে পালাবদলের পরে গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে অভিযোগ দায়ের করেছেন স্বস্তিক। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে যদিও এখনও কোনও ব্যবস্থা হয়নি। প্রণবেশের এক ভাই বিজেপির বিধাননগর মণ্ডলের সহ সভাপতি। তাঁর ছত্রছায়াতেই প্রণবেশ রয়েছেন কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে।

অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি

স্বস্তিকের বক্তব্য, 'জমির চরিত্র বদল করা হয়েছে। পরে প্লট করে বিক্রি করেছেন প্রণবেশ। বর্তমানে তার বেশিরভাগটাতে বাড়ি হয়ে গিয়েছে। আমরা বিচার চাই।'

যদিও প্রণবেশের দাবি, ওই জমি তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি। তাঁর ঠাকুরমা তাঁদের চার ভাইয়ের নামে দানপত্র করে দিয়েছেন। প্রণবেশের অভিযোগ, স্বস্তিকরা মাঝে মাঝেই তাঁদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যে অভিযোগ তুলছেন। কিন্তু আইনিভাবে পেরে উঠছেন না। তিনি জমির সমস্ত কাগজ ব্লক ভূমি সংস্কার দপ্তর, পুলিশের কাছে জমা দিয়েছেন বলেও জানিয়েছেন। প্রণবেশের বক্তব্য, 'ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং প্রশাসনের আধিকারিকরা দেখবেন নিশ্চয়।' প্রসঙ্গত, এই বিধাননগরের এক দাপুটে তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষের বিরুদ্ধে পাট্টার জমি দখল করে বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় তাঁকে জেল খাটতে হয়েছে। এবার তৃণমূলেরই আর এক নেতার বিরুদ্ধে সেই বিধাননগরে পাট্টার জমি দখল এবং জমির চরিত্র পালটানোর অভিযোগ উঠেছে।

যদিও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু বিধাননগরে পাট্টার জমিকে কেন্দ্র করে যেভাবে একের পর এক অভিযোগ উঠছে, তাতে তৃণমূল জমানার দুর্নীতিই প্রকাশ পাচ্ছে বলে দাবি করছে বিজেপি। সেখানকার এক বিজেপি নেতার বক্তব্য, 'কোনও বিজেপি নেতা এর সঙ্গে যুক্ত নেই। থাকলে দল খতিয়ে দেখবে।'

পাকা রাস্তার আবেদন

বাগডোগরা, ৩ অক্টোবর : কমলপুরে হুলিয়া নদীর সূর্যপুজোর ঘাটে যাতায়াতের রাস্তা পাকা করার আবেদন জানাল বাগডোগরা জাগৃতি স্পোর্টিং ক্লাব। শনিবার ক্লাবের তরফে একটি প্রতিনিধিদল অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক অম্বুজকুমার রায়, সদস্য মনোজ ওঝা, শিবকুমার শাহ প্রমুখ। অম্বুজ বলেছেন, 'ছটপুজোর জন্য কমলপুর হুলিয়া নদীর ঘাটে কয়েক হাজার ভক্তের সমাগম হয়। অথচ এই ঘাটের রাস্তা বেহাল। আমরা মন্ত্রীর গোচরে এনে রাস্তা পাকা করার আবেদন জানাই। এ বছর ছটপুজোর আগেই যাতে রাস্তাটি পাকা করা হয়, সেবিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।' এদিন ক্লাবের তরফে মন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : শনিবার সন্ধ্যায় ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি শিলিগুড়ির মহাবীরস্থান রেলগেট সংলগ্ন এলাকার।

রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লি এলাকার বাসিন্দা। রাত পর্যন্ত মৃতের নাম জানা যায়নি। এটি দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যা, তা খতিয়ে দেখছে রেল পুলিশ।

পুলিশের অভিযান

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : পুজোর আগে অশান্তি রুখতে শনিবার দিনভর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগামী এশিয়ান হাইওয়ের চটেরহাট মোড়ে যানবাহনে অভিযান চালায় পুলিশ। মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে এই অভিযান হয়েছে। সেখানে ছোট, বড় বিভিন্ন গাড়ি দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চলে। নথিপত্রও পরীক্ষা করা হয়।

ধর্ষণের পর ব্ল্যাকমেল

নাবালিকা নির্যাতনে পলাতক মূল অভিযুক্ত

ফাঁসিদেওয়া, ৩ অক্টোবর : ১৩ বছর বয়সি এক নাবালিকাকে তিন মাস ধরে ধর্ষণ, আপত্তিকর ভিডিও তুলে ব্ল্যাকমেল এবং শেষপর্যন্ত অন্তঃসত্ত্বা করার অভিযোগে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল ফাঁসিদেওয়া ব্লক এলাকায়। এই অপরাধের ঘটনায় পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করলেও, মূল অভিযুক্ত এখনও পলাতক। আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শুক্রবার গভীর রাতে ক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা অভিযুক্তের মুদি দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনার রাত থেকেই এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। শনিবার ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ দোকানে নোটিশ লাগিয়ে সিল করে দিয়েছে। এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশাল পুলিশবাহিনীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে।

ফাঁসিদেওয়া থানায় দায়ের হওয়া লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার জন্য স্থানীয় একটি মুদির দোকানে যাতায়াত ছিল ওই নাবালিকার। অভিযোগ, দোকানের ৪৫ বছর বয়সি মালিক নাবালিকার ওপর কুনজর দেয়। নানা ভয়ভীতি দেখিয়ে দোকানের ভেতরে ও নির্জন স্থানে ডেকে নির্যাতন চালানো হত বলে অভিযোগ। এভাবে গত প্রায় তিন মাস ধরে নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ।

এমনই একদিন দোকান ফাঁকা পেয়ে নাবালিকাকে পেছনের গুদামঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। নাবালিকার পরিবারের দাবি, সেই সময় অভিযুক্তের দুই ভাই মোবাইল ফোনে আপত্তিকর দৃশ্য ভিডিও করে রাখে। পরবর্তীতে সেই ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ও পরিবারকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে অভিযুক্তরা লাগাতার নাবালিকাকে ব্ল্যাকমেল ও নির্যাতন চালিয়ে যায় বলেও অভিযোগ।

ভয় ও লোকলজ্জায় এতদিন বিষয়টি কাউকে জানাতে পারেনি ওই নাবালিকা। গত বৃহস্পতিবার শারীরিক অসুস্থতা বাড়লে পরিবারের সদস্যরা তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান।

- নাবালিকাকে গুদামঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ
- নাবালিকার পরিবারের দাবি, অভিযুক্তের দুই ভাই মোবাইল ফোনে আপত্তিকর দৃশ্য ভিডিও করে রাখে
- সেই ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া ও পরিবারকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ

এই ধরনের সমাজবিরোধীদের কোনওভাবেই রেয়াত করা উচিত নয়। আমরা ফাঁসি অথবা এনকাউন্টারের মতো কঠোর শাস্তি চাই।

নির্যাতিতার কাকা

সেখানে বহির্বিভাগে পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানান, নাবালিকা প্রায় ১২ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। নাবালিকা নির্যাতনের বিষয়টি স্পষ্ট হতেই চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে পুলিশকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপরেই নাবালিকা সমস্ত ঘটনা পরিবারকে খুলে বলে।

নির্যাতিতার কাকা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'গত কয়েক মাস ধরে মেয়েটির ওপর লাগাতার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। আপত্তিজনক ভিডিও তুলে শুধু ব্ল্যাকমেলই নয়, পরিবারকে বিষ খাইয়ে শেষ করে দেওয়া এবং জোর করে বিয়ে করার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হত। এই ধরনের সমাজবিরোধীদের কোনওভাবেই রেয়াত করা উচিত নয়। আমরা ফাঁসি অথবা এনকাউন্টারের মতো কঠোরতম শাস্তি চাই।'

শুক্রবার নাবালিকার বাবার লিখিত অভিযোগ পেয়ে পকসো আইনের নির্দিষ্ট ধারা ও অন্য জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নামে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতেই অভিযান চালিয়ে দুই অভিযুক্তকে পাকড়াও করা হয়।

তবে, মূল অভিযুক্ত গা-ঢাকা দিয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। সেইসঙ্গে, পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে জোর তল্লাশি চলছে।

পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ কাওয়াখালিতে

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : অনেক পথবাতি নষ্ট হয়ে রয়েছে, জঞ্জাল অপসারণও ঠিকঠাক হয় না বলে অভিযোগ। কাওয়াখালি টাউনশিপের বাসিন্দারা সেই কারণে এলাকার নাগরিক পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। মাটিগাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাওয়াখালি এলাকায় শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) বাসিন্দাদের পুর্নবাসন দিয়েছিল। তবে বিগত সরকারের আমলে এলাকার উন্নয়নে রাজ্যের তরফে অনেক দাবি করা হলেও সেভাবে সুযোগসুবিধা না পাওয়ার অভিযোগ তুলছেন বাসিন্দারা।

কাওয়াখালি টাউনশিপ এলাকা থেকে বিজেপির প্রতীকে জয়ী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রেখা রায়ের অভিযোগ, 'এলাকার অনেক পথবাতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেগুলি ঠিক করা হয় না। এলাকার আবর্জনাও ঠিক করে পরিষ্কার করা হয় না। তার ওপর রাস্তার অবস্থা খারাপ। সেই বিষয়গুলি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সামনে তুলে ধরেছি। তবে সেভাবে কাজ হয়নি।'

তৃণমূল আমলে কাওয়াখালি টাউনশিপ এলাকায় ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ লাগানো হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি একদিনের জন্যও জ্বলেনি বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা গোকুল দাস বলেন, 'এলাকায় এখনও ঠিক করে পথবাতিগুলি জ্বলে না। অনেক পথবাতি দীর্ঘদিন থেকে নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে।'

এলাকায় দোকান রয়েছে শ্যামল অধিকারীর। শ্যামলের বক্তব্য, 'মাঠের পাশে আবর্জনা পড়েই থাকে। যার ফলে নালাগুলি আবর্জনায় ভরে গিয়েছে।'

যদিও এলাকায় পথবাতি খারাপ হয়ে গেলে সেগুলি সময়ে সময়ে পরিবর্তন করে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন মাটিগাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণ সরকার। তাঁর কথায়, 'এসজেডিএ এখানে পরিষেবা দেয় না। সবটা পঞ্চায়েত অফিস থেকে দেওয়া হয়। লাইট সন্ধ্যায় জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য দুজন কর্মী রয়েছেন। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে জঞ্জাল অপসারণ করা হচ্ছে।'

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই 'আগমনী'।

আগমনী

পুজোর ফুল বেচে সন্তানকে জামা

পুজো বিশ্বকর্মা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : বেলা গড়াতেই ব্যাগে ফুল ভরে সব গোছানোর তোড়জোড় করছিলেন নকশালবাড়ির সন্ধ্যা চক্রবর্তী। ব্যবসা কেমন চলছে?

বিধান রোডে দাঁড়িয়ে তাঁর উত্তর, 'আগে যাঁরা ৫০ টাকার ফুল নিতেন, তাঁরাই এখন ২০ টাকার ফুল কিনছেন। সামনেই দুর্গাপুজো, এবার কেমন ব্যবসা হয় সেটাই দেখার। বাড়িতে দুই ছেলে, এক বৌমা রয়েছে। এখনও তাঁদের জন্য পুজোর কেনাকাটাই করে উঠতে পারিনি। কিছুদিন ধরে ব্যবসাটা তেমন ভালো চলছে না যে। নিজের জন্য না কিনলেও ছেলে, বৌমার জন্য তো কিনতেই হবে। কয়েকটা দিন আরও যাক, মহালয়ার পর হয়তো কিনতে পারব।'

ফুলের পসরা সাজাচ্ছেন বিক্রেতা। বিধান রোডে।

শহরের বিভিন্ন জায়গায় ভোর থেকেই পুজোর ফুল সাজিয়ে বসেন ওঁরা। পুজোর রকমারি ফুল, দুর্বা, বেলপাতা কিনতে তাঁদের কাছেই আসতে হয় সকলকে। দুর্গাপুজোর ক'টা দিন তাঁদের ব্যস্ততা বেশ বেড়ে যায়। বাড়ির পুজো, বারোয়ারি পুজো, মন্দিরের পুজো উদ্যোক্তাদের অনেকেই তাঁদের কাছে আসেন ফুল কিনতে। তাঁদের দোকানের ফুল প্রতিমাকে অর্পণ করা হলেও উৎসবের এই মরশুমে তাঁদের ঘরের আলোটাই টিমটিম করে। নিজেদের জন্য নতুন জামা, নতুন জুতোর ভাবনাটা যেন তাঁদের কাছে বিলাসিতা, তবে কোনওভাবে ছেলেমেয়েদের জামা কিনে দিতে পারলেই স্বস্তি।

বিধান রোডেই ফুলের ব্যাগ গুটিয়ে রাস্তার পাশে বসেছিলেন ফাঁসিদেওয়ার কল্পনা মজুমদার। এ বছর এখনও তাঁর নিজের জন্য বা স্বামীর জন্য কোনও কেনাকাটা করা হয়নি। তিন মেয়ে, নাতি-নাতনিরা রয়েছে। একটু একটু করে টাকা জমিয়ে তাদের জন্য কেনাকাটা কিছুটা হয়েছে। আর তাতেই সব রোজগার শেষ। তাই এবছর আর নিজের জন্য কেনাকাটা করবেন না বলেই ঠিক করেছেন কল্পনা। তাঁর কথায়, 'ওদের জন্য কেনাটাই জরুরি। বাজারের অবস্থা খুব ভালো নয়। তাই এবছর আর কিছু কিনব না পুজোয়।'

রবীন্দ্রনগর এলাকায় একটি বন্ধ দোকানের ছায়ায় বসেছিলেন কুলুবালা রাজবংশী। মাসদুয়েক ধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে দোকান দিতে পারেননি। তবে এখন আবার শুরু করেছেন। মেয়েকে জানিয়ে দিয়েছেন, এবার পুজোয় কিচ্ছু দিতে পারবেন না। বলছিলেন, 'পুজোর সময় খুচরো ফুল, গাঁদা ফুলের চেন অনেক বিক্রি হয়। অনেকে বাড়িতে বড় করে পুজো করেন। আবার মন্দিরের পুজো থাকে, সেখানে ফুল নিয়ে যান অনেকে। তবে ওই ফুল বেচে সংসার চালানো দায়।' ফুলেশ্বরীর কবিতা মালাকার বলছিলেন, 'স্বামী নেই। তাই সংসারের চাপটা পুরোটাই আমাকেই সামলাতে হয়। ফুলেরযা উপার্জন, তাতে ছেলেকে একটা জামা কিনে দিতে পারলেই খুশি হব। আমার কিছু প্রয়োজন নেই। কয়েকটা দিন পেরোক, তারপর ছেলেকে দুর্গাপুজোয় একটা জামা কিনে দেব, আর নতুন জুতোটা কালীপুজোর আগে কিনে দেব।'

শৈশবের হুটোপাটি।। চোপড়া হাইস্কুল মাঠে। শনিবার। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক

দশমীর আটদিন পর উৎসব শুরু

বাড়ির পুজো

মনজুর আলম

চোপড়া, ৩ অক্টোবর : দশমীর ঢাক থামার আটদিন পর উৎসবের আমেজ ফিরে আসে নন্দকিশোরগছে। বিসর্জনের পর যখন দুর্গোৎসবের রেশ কাটতে শুরু করে, তখনই নতুন করে দুর্গাপুজোয় মেতে ওঠেন চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালির চা বাগান অধ্যুষিত এলাকার মানুষ। স্থানীয়দের কাছে 'অষ্টমী দুর্গাপুজো' নামে পরিচিত এই পুজো এবার ১৩৮তম বর্ষে পড়েছে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি।

স্থায়ী মন্দিরে সিংহবাহিনী দুর্গার সঙ্গে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সহ ২৮ দেবদেবীর মূর্তি সারাবছর সাজানো থাকে। বছরভর ভক্তদের আনাগোনাও চলে। তবে অষ্টমী দুর্গাপুজোর দিনটিই হয়ে ওঠে এলাকার সবচেয়ে বড় উৎসব। পুজোকে ঘিরে বসে জহরামেলা। স্থানীয়দের দাবি, পুজোর পাশাপাশি এই মেলাও এলাকার মানুষের কাছে দীর্ঘদিনের আকর্ষণ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি জহরা পাল এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। পরে তাঁর নামেই মেলার নাম হয় জহরামেলা। সারাবছর পুজোর অপেক্ষায় থাকেন এলাকার মানুষ। লক্ষ্মীপুজোর পূর্ণিমা থেকে পুজোর দিন পর্যন্ত গ্রামবাসীর অনেকেই নিরামিষ আহার করেন। প্রতিটি পরিবার থেকে অঞ্জলির ডালা দেওয়া হয়। পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস, আবেগ ও পারিবারিক উত্তরাধিকার।

জহরা পালের উত্তরাধিকারী মঙ্গলু পাল বর্তমানে পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন। উত্তরাধিকারী হিসেবে ওই পরিবার থেকে এখনও পুজোর ভোগ আসে। পুজোর দিন বাড়িতেও প্রসাদের ব্যবস্থা থাকে। পরিবারের সদস্য প্রসাদী পালের কথায়, 'এক দিনেই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। ভোগ হিসাবে থাকে পায়েস ও ফল।' মঙ্গলু পাল বললেন, 'আমাদের পরিবার থেকেই মন্দিরের দেখভাল করা হয়। আমি নিজে সকাল-বিকেল মন্দিরে ধূপধুনো দিই। এখানে প্রতিমা বিসর্জন করা হয় না। পুজোর দু'দিন আগে নতুন প্রতিমা আনা হয়। আমাদের তিন পুরুষ আগে পুজো শুরু হয়েছিল। পুজো ঘিরে এখনও তিনদিনের মেলা বসে।'

নন্দকিশোরগছে দুর্গা মন্দির।

ভুজিয়াপানিতে হারানো শৈশবের রূপকথা

থিম আছি থিমে নেই

ভুজিয়াপানি সর্বজনীনের মণ্ডপজুড়ে থাকবে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মডেল। থাকবে বিচিত্র ফুল, অচেনা ফল, রংবেরংয়ের পাখি আর ডানামেলা পরি। মণ্ডপের সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে থাকবে ভিন্ন আকৃতির দশটি স্বপ্নিল মুখাবয়ব। এই দশটি মুখ দশ রকমের স্বপ্নের প্রতীক। শিশুমনের বিচিত্র ভাবনাগুলোই ফুটে উঠবে এই মুখগুলোর মধ্য দিয়ে।

মনোময় পাল

বাগডোগরা, ৩ অক্টোবর : একসময়ে শৈশবটা কেমন ছিল, মনে পড়ে? অঙ্কের খাতার পেছনে আঁকা রাজপ্রাসাদ, বাংলার খাতায় লুকিয়ে থাকা পক্ষীরাজ ঘোড়া। পড়ার ফাঁকে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবনায় তখন মেঘের ওপারে পরির দেশ। সন্ধ্যা নামলেই ঠাকুমা-দিদিমার কোলে মাথা রেখে শুরু হত রূপকথার আসর—সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি ছুঁলেই জেগে উঠবে ঘুমন্ত রাজকন্যা, রাজপুত্র চলেছে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে। সেই গল্প শুনতে শুনতেই স্বপ্নের দেশে পাড়ি দেওয়া।

কিন্তু আজকের শিশু-কিশোররা সেই স্বপ্নের খোঁজই পায় না। তাদের শৈশব বন্দি হয়ে আছে মোবাইলের স্ক্রিনে, কোচিং সেন্টারের চাপে, প্রতিযোগিতার অন্তহীন ইঁদুর দৌড়ে। সেই হারিয়ে যাওয়া কল্পনার জগৎ, সেই অসীম স্বপ্নের পৃথিবীকেই

ভুজিয়াপানিতে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ।

আরেকবার বাস্তবের মাটিতে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছে বাগডোগরা ভুজিয়াপানি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি। এ বছর এই পুজোর ৩৬তম বর্ষে থিম, 'স্বপ্নের উড়ান'। নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে নস্টালজিয়া, ফিরে দেখার আকুতি।

মণ্ডপ ও আলোকশিল্পীর দায়িত্বে রয়েছেন নকশালবাড়ির মন্টু রায়। তিনি জানালেন তাঁর ভাবনার কথা, 'আমি চাইছি, দর্শক যখন মণ্ডপে প্রবেশ করবেন, তখন মনে হবে তিনি বাস্তব পৃথিবী ছেড়ে এক স্বপ্নের পৃথিবীতে ঢুকছেন। যেন অতল সমুদ্রের মায়াময় নীল ব্যঞ্জনায় হারিয়ে যাচ্ছেন। চারপাশে থাকবে অস্পষ্ট নীল আলো, যার গহনে দর্শক ক্ষণিকের জন্য হলেও খুঁজে পাবেন প্রশান্তি, খুঁজে পাবেন নিজের ফেলে আসা শৈশবকে।' তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী, মণ্ডপজুড়ে থাকবে রূপকথার নানা উপাদান। থাকবে বিশাল পক্ষীরাজ ঘোড়ার মডেল। থাকবে বিচিত্র ফুল, অচেনা ফল, রংবেরংয়ের পাখি আর ডানামেলা পরিরা। মণ্ডপের সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে থাকবে ভিন্ন আকৃতির দশটি স্বপ্নিল মুখাবয়ব। এই দশটি মুখ দশ রকমের স্বপ্নের প্রতীক—কোনওটি আনন্দের, কোনওটি বিস্ময়ের, কোনওটি কল্পনার। শিশুমনের বিচিত্র ভাবনাগুলোই ফুটে উঠবে এই মুখগুলোর মধ্য দিয়ে।

আলোকসজ্জার দায়িত্বও নিজের কাঁধেই রেখেছেন মন্টু। তিনি জানালেন, আলো এখানে শুধু আলো নয়, আলো এখানে স্বপ্নের বাহক। পরিবেশের কথা মাথায় রেখে মণ্ডপ নির্মাণে ব্যবহার করা হচ্ছে পুনর্নবীকরণযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব উপাদান। কমিটির সম্পাদক রতন সিংহ জানালেন, এবারের বাজেট প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। মণ্ডপটি লম্বায় ৬০ ফুট, চওড়ায় ৫০ ফুট এবং উচ্চতায় ৩০ ফুট বিশিষ্ট হবে। পঞ্চমীর দিন উদ্বোধন।

সরব অগ্নিমিত্রা

আসানসোল ও বার্নপুরে একাধিক আইসিডিএস কেন্দ্র পরিদর্শন করে সেগুলির বেহাল অবস্থা নিয়ে সরব মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বিগত সরকারকে বিঁধে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পাশাপাশি প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়গুলির শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

অস্ত্রোপচার বন্ধ

শ্যামবাজারে জেবি রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অ্যানাস্থেটিস্টের অভাবে এবার পুরোপুরি বন্ধ হল অস্ত্রোপচার। সাত মাস ধরে এই পরিস্থিতিতে ব্যাহত চিকিৎসা পরিষেবা।

সাপকে নিগ্রহ

বিষ্ণুপুরে বিষহীন সাপকে ধরে নির্যাতনের অভিযোগ বন আধিকারিকের বিরুদ্ধে। ভিডিও ভাইরাল হতে অভিযুক্তর শাস্তির দাবি উঠেছে। অভিযুক্তর দাবি, দেড় বছর আগে সাপটিকে বাগে আনতে তাকে এমনটা করতে হয়েছিল।

নজরে সিম কার্ড

শনিবার মেদিনীপুর সিজেএম আদালতে তোলা হয় সুমিত রায়কে। তার পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ দু'দিন বাড়িয়েছেন বিচারক। সুমিতের মোবাইলে ব্যবহৃত একাধিক সিম কার্ডের প্রকৃত গ্রাহকের সন্ধানে পুলিশ।

বাড়িতেই দগ্ধ বায়রন

আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে, তদন্তে পুলিশ

সামশেরগঞ্জ, ৩ অক্টোবর : নিজের বাড়িতেই অগ্নিদগ্ধ হলেন সাগরদিঘির বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস। শনিবার সকালে সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলো এলাকায় নিজের পৈতৃক বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের জেরে তাঁর শরীরের অন্তত ৩০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। আপাতত তিনি মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, প্রয়োজনে তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হতে পারে।

এদিন বেলা ১১টা নাগাদ বিধায়কের শোওয়ার ঘর থেকে অনবরত কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখেন বাড়ি সংলগ্ন বিড়ি কারখানার শ্রমিকেরা। ধোঁয়ায় গোটা এলাকা ঢেকে যায়। কারখানার কর্মীরাই ছুটে গিয়ে দরজা ভেঙে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় বায়রনকে উদ্ধার করেন। প্রাথমিকভাবে তাঁকে নিজস্ব নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলেও,

অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে মুর্শিদাবাদ মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়। আগুনে তাঁর হাত ও পা মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছে।

খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধায়কের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন। ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'বন্ধু ও সহকর্মী বায়রন বিশ্বাসের এই ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। দ্রুত তাঁর সুস্থতা কামনা করি।' কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'বায়রন খুব ভালো ছেলে, ওর মন খুব নিষ্পাপ। খবরটা শুনে মর্মাহত। ঈশ্বর ওকে দ্রুত সুস্থ করে তুলুন, প্রয়োজনে আমি নিজে গিয়ে ওর খোঁজ নেব।'

এদিকে, দিনদুপুরে বিধায়কের শোওয়ার ঘরে কীভাবে আগুন লাগল, তা নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল বাহিনী। প্রাথমিক তদন্তে পারিবারিক বিবাদের একটি চাঞ্চল্যকর তত্ত্বও উঠে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই পৈতৃক বাড়িতে বায়রনের দাদা ও বোনও থাকেন। অভিযোগ, শুক্রবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় দাদা ও বোনের কপালে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে তাঁদের বাড়ি থেকে বের করে দেন বিধায়ক। ওই বাড়িতেই বিড়ি তৈরির বিপুল দাহ্য সামগ্রী মজুত ছিল। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আগুন ধরাতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটল কি না, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। সম্প্রতি ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের দলীয় কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছিল। ফলে দিনের বেলায় এই অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক আক্রোশ বা অন্তর্ঘাত রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

যাদবপুর ক্যাম্পাসে নেহার কর্মসূচি

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধীদের প্রতিবাদে দেশজুড়ে রীতিমতো উত্তাল পরিস্থিতি। বামপন্থী ছাত্রদের সামনের সারির নেত্রী হিসেবে আটকও হয়েছেন আইসা নেত্রী নেহা বোরা। শনিবারও পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। এই ব্যস্ত কর্মসূচির মধ্যেই ফের কলকাতায় আসছেন নেহা। এসআইআর, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল সহ চারদফা দাবিতে সোমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কনভেনশন করতে চলেছে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি। ওই কনভেনশনেই থাকার কথা নেহার। তবে ইতিমধ্যেই এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পারদ

চড়তে শুরু করেছে ক্যাম্পাসের রাজনীতিতে। কীভাবে ক্যাম্পাসের মধ্যে বহিরাগতরা কর্মসূচি করবেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবিভিপি।

'জেন জেড আন্দোলন : প্রজন্ম ও প্রতিরোধের ঐক্য' নামে এই কর্মসূচিতে থাকছেন নেহা সহ এসএফআই, এআইডিএসও, ডিওয়াইএসও, পিডিএসএফ, পিএসইউ, এসআরএফটিআই শিক্ষার্থী সংসদের শীর্ষ নেতৃত্বরা। এছাড়াও সিজেপির রাজ্য কনভেনার, শিল্পী আফরিন, ইন্ডিয়ান স্ট্যাস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের এক গবেষকও থাকছেন। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়েছে পরিস্থিতি। রাজ্যের পালাবদলের পর ক্যাম্পাসগুলিতে প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টায় রয়েছে এবিভিপি সহ আরএসএস ও বিজেপিপন্থী সংগঠনগুলি। ফলে নেহার কর্মসূচির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এবিভিপি ইউনিটের সভাপতি নিখিল দাস জানান, ক্যাম্পাসের বাইরের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে এসে অনুষ্ঠান করার অনুমতি নেই। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাইকোর্টেরও নির্দিষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তাই কারা এই অনুষ্ঠানের অনুমতি দিল তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হবে।

শিল্পী সনাতন রুদ্র পালের হাতে মায়ের চক্ষুদান। সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

ককরোচ আন্দোলন নিয়ে সতর্কতা মুখ্যমন্ত্রীর

'রাষ্ট্রবাদী সরকার উৎখাতে বিশৃঙ্খলা'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : নিট কাণ্ডে শিক্ষা দুর্নীতির বিরোধী আন্দোলন আসলে কেন্দ্রে রাষ্ট্রবাদী সরকারকে উৎখাত করার গভীর ষড়যন্ত্র। শনিবার কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহালয়ে (ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম) রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তথা আরএসএসের স্বস্তিকা পত্রিকার দুর্গাপুজো উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দেশজুড়ে এই শক্তির প্রসারকে রুখতে রাষ্ট্রবাদী চর্চাকে আরও শক্তিশালী করার ওপরে জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই লক্ষ্যে সংঘের মুখপত্র স্বস্তিকাকে দৈনিক করার প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি। রাজ্যে উন্নয়নের পাশাপাশি ছাত্র-যুবদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রবাদের প্রচার এবং প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে সকলকে কাজ করতে হবে বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নিট কাণ্ডে দেশজুড়ে সিজেপির আন্দোলনের চাপে শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ইস্তফা দিতে হয়। সিজেপির মতো স্বীকৃতিহীন অরাজনৈতিক দলের আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা এই আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য। সম্প্রতি এসআইআরে ভোট চুরি ও ভোটাধিকার হরণের অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু করেছে সিজেপি। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই ইস্যুতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। এরাজ্যেও তার

> শিক্ষা দুর্নীতির বিরোধিতা করা বা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ আন্দোলনকারীদের আসল লক্ষ্য নয়। ওদের প্রকৃত লক্ষ্য কেন্দ্র ও দেশের রাষ্ট্রবাদী সরকারকে উৎখাত করে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

ব্যতিক্রম নয়। ৬ অক্টোবর এই ইস্যুতে নির্বাচন কমিশন চলোর ডাক দিয়েছে একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক দল। এই আবহে সিজেপির ছাত্র-যুবদের আন্দোলন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই 'সতর্ক' মন্তব্য রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সূত্রের খবর, আরএসএসের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষা দুর্নীতির বিরোধিতা করা বা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ আন্দোলনকারীদের আসল লক্ষ্য নয়। ওদের প্রকৃত লক্ষ্য কেন্দ্র ও দেশের রাষ্ট্রবাদী সরকারকে উৎখাত করে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা। এব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।' এই সূত্রেই সংবাদমাধ্যমের একাংশের ভূমিকা নিয়েও ফের সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সংবাদমাধ্যমের একাংশের ভূমিকার সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওরা (সংবাদমাধ্যম) দেশ বিরোধী শক্তি ও দেশদ্রোহীদের জন্য পাতার পর পাতা খরচ করবে। কিন্তু রাষ্ট্রবাদ ও জাতীয়তাবাদের জন্য এক লাইনও লিখবে না।' যাদবপুর কাণ্ডে 'গেরুয়া তাণ্ডব' শব্দবন্ধের ব্যবহারে রুষ্ট হয়ে প্রকাশ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গত ৫ মাসে সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, সরকারের সেই সাফল্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের একাংশের ভূমিকা এখনও ভালো নয়। সেই সূত্রেই সরকারের কাজের সদর্থক ভূমিকা তুলে ধরা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিরোধিতার মোকাবিলায় স্বস্তিকার মতো মুখপত্রকে দৈনিক করার প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি। শুধু প্রস্তাবই নয়, দৈনিক হিসেবে স্বস্তিকার আঙ্গিক ও কাজের ধারা কী হবে সেব্যাপারেও পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত বাংলা ভাষায় আরএসএসের প্রাচীনতম মুখপত্র হল স্বস্তিকা।

আট পুজো কমিটিকে আদানির অনুদান

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : কলকাতার দুর্গাপুজোর শিল্প-সৃজনের সঙ্গে এবার যুক্ত হচ্ছে শিল্পপতি গৌতম আদানির গোষ্ঠী। 'দুর্গাপুজো আদানি প্রিভিউ ২০২৬'-এর উদ্যোগে শহরের আটটি পুজো কমিটি ও তাদের শিল্পীরা জায়গা পেয়েছেন। নির্বাচিত শিল্পীদের দেওয়া হবে ১০ লক্ষ টাকা এবং পুজো কমিটিগুলি পাবে ১৫ লক্ষ টাকা করে। নির্বাচিত পুজোগুলি 'দুর্গাপুজো আদানি প্রিভিউ ২০২৬'-এও প্রদর্শিত হবে। মূল পুজোর আগে ১০, ১১ ও ১২ অক্টোবর তিনদিন ধরে চলবে এই সর্বজনীন প্রদর্শনী।

'আলিপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব'-এর শিল্পী অনির্বাণ দাস, 'যুব সংঘ'-এর ভবতোষ সুতার, 'রাজডাঙা নব উদয় সংঘ'-এর দেবাশিস বারুই, 'বড়িশা ক্লাব'-এর ঈশিকা চন্দ্র ও দীপ দাস, 'বেহালা ক্লাব সার্বজনীন'-এর প্রদীপ দাস, 'রাজডাঙা আমরা কয়জন কল্যাণ

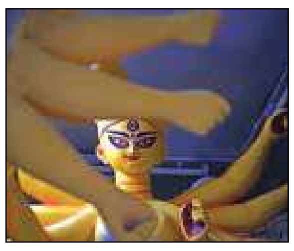

সমিতি'র পূর্ণেন্দু দে, 'ঠাকুরপুর স্টেট ব্যাংক পার্ক সর্বজনীন'-এর রাজু সরকার এবং 'নলিন সরকার স্ট্রিট সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি'র সনাতন দিন্দা এই তালিকায় রয়েছেন। জানা গিয়েছে, বাছাইয়ে আদানি গোষ্ঠীর কোনও ভূমিকা ছিল না। শিল্পপতি হর্ষবর্ধন নেওটিয়া, স্থপতি অবীন চৌধুরী এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণকারী মুদার পাথেরিয়া বাছাইয়ের দায়িত্বে ছিলেন। শিল্পী সনাতন দিন্দা বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে পুজোর ভাবনায় প্রকৃতিকে তুলে ধরছি বলেই এই সম্মান। এবার নলিন সরকার স্ট্রিটে আমার ভাবনা জললিপি। জল ব্যবহার না করেই সমাজকে একটি ব্যঙ্গাত্মক বার্তা দিতে চেয়েছি।'

প্রতি শরতে কলকাতার রাস্তাঘাট হয়ে ওঠে উন্মুক্ত শিল্পগ্যালারি। নানা ভাবনার প্যান্ডেল, প্রতিমা ও শিল্পকর্মে ফুটে ওঠে শহরের সৃজনশীলতা। সেই শিল্প-আঙিনায় এবারই প্রথম পা রাখছে আদানি গোষ্ঠী। যদিও দুর্গাপুজোর সঙ্গে কর্পোরেট সংস্থার যোগ নতুন নয়। মণ্ডপসজ্জা, প্রতিমা, সামাজিক উদ্যোগ ও বারোয়ারি পুজোর শৈল্পিক উৎকর্ষকে স্বীকৃতি দিতে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সংস্থা উৎসবের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

মমতা-তৃণমূলের ভাবনায় সেভাবে নেই উত্তরবঙ্গ

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : পনেরো বছরের তৃণমূল জমানায় উত্তরবঙ্গ বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথাব্যথার কারণ হয়েছে। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে উত্তরের বিভিন্ন জেলায় শক্তিশালী সংগঠনও তৈরি করেছিল তৃণমূল। তবে তার প্রভাব খুব একটা ভোট রাজনীতিতে পড়েনি। পালাবদলের পর দলের সংগঠন কাঠামোর পলেস্তারাটা গোটা রাজ্যের মত এখানেও খসে পড়েছে। নীচুতলার কর্মীদের অভিযোগ, নেতাদের দেখা মিলছে না। তাঁদের একাংশ ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক আশ্রয় খুঁজতে শুরু করেছেন। কেউ বিজেপিতে, কেউ বিদ্রোহী তৃণমূল শিবিরে। অথচ কালীঘাটে তৃণমূল নেত্রীর বাড়িতে প্রায় প্রতিদিন বৈঠক হলেও উত্তরবঙ্গ নিয়ে এখনও তেমন কোনও দৃশ্যমান তৎপরতা নেই। বৈঠকের আলোচনায় সিংহভাগ জায়গাজুড়ে রয়েছে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার সংগঠন, আগামী কর্মসূচি, রাজ্য রাজনীতির তাৎক্ষণিক সমীকরণ। পাঁচ মাস ক্ষমতার বাইরে থেকেও উত্তরবঙ্গের ভেঙে পড়া সংগঠন নিয়ে কালীঘাটের ভাবনাটা ঠিক কী, প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরেই।

পালাবদলের পর কালীঘাটে উত্তরবঙ্গের যে নেতাকে সবথেকে বেশি দেখা গিয়েছে তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেব। দলে ক্রমাগত ভাঙনের মুখেও তিনি নেত্রীর সঙ্গ ছাড়েননি। তবে এই পরিস্থিতি নিয়ে তিনিও বর্তমানে মুখ খুলতে চাননি। তাঁর কথায়, 'প্রত্যেক দলের কিছু কর্মপদ্ধতি রয়েছে যা বাইরে বলা ঠিক নয়।' স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশের দাবি, নীচুতলার বহু কর্মী ইতিমধ্যেই নতুন শাসক শিবিরের দিকে ঝুঁকেছেন। বাকিদের একাংশ নিরাপদ রাজনৈতিক আশ্রয়ের খোঁজে বিদ্রোহী শিবিরে পা বাড়াচ্ছেন। দল বা শিবির না বদল করলেও দলের নেতৃত্বের

বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কোচবিহার তৃণমূলের প্রাক্তন সহ সভাপতি আবদুল জলিল আহমেদ। তাঁর বক্তব্য, 'মানুষের সমর্থন রয়েছে কিন্তু নেতা নেই। দলটা কলকাতাকেন্দ্রিকই রয়ে গেল। চোখের সামনে দলটা এভাবে শেষ হয়ে যাবে কল্পনা করতে পারিনি।' কথা ফুরোনোর আগেই কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন দীর্ঘদিনের রাজনীতিবিদ।

তবে উত্তরের নেতাদের কয়েকজন এখনও মমতার নেতৃত্বেই আস্থা রাখছেন। রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, 'আমাদের সঙ্গে কালীঘাট নেতৃত্ব সবসময় যোগাযোগ রাখছে। শিবির বদল করার কথা চিন্তাও করছি না। দলীয় প্রতীক নিয়ে কী সিদ্ধান্ত হয়, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কর্মীরা।' আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের কথাতেও সেই আস্থার সুর। তাঁর কথায়, কর্মীরা চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় নামুন। তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে তাঁরা প্রস্তুত। আবার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রাক্তন এক বিধায়কের বক্তব্য, 'কর্মীরা যখন শুনছেন রাস্তায় বেরিয়ে খোদ নেত্রীকে আক্রান্ত হতে হচ্ছে, তখন কর্মীদের মনোবল ভেঙে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।' তৃণমূলের এই পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছে বিজেপি। কোচবিহার বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি অভিজিৎ বর্মন যেমন বললেন, 'মানুষ দলটাকে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে। দুর্নীতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণ দলটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ওদের দলে লোকও নেই, নেতাও নেই।'

রাজ্যের সংগঠনের সবচেয়ে দুর্বল জায়গাগুলির একটি যখন উত্তরবঙ্গ, তখন কালীঘাটের আলোচনায় সেই উত্তর কতটা জায়গা পাচ্ছে—সেটাই এখন প্রশ্ন। দলের কর্মীরা যদি সত্যিই ছত্রভঙ্গ হন, নেতারা যদি মাঠে না থাকেন, তা হলে শুধু কালীঘাটের বৈঠক আর দিল্লির রাজনৈতিক তৎপরতায় সংগঠনের হাল ফিরবে? ক্ষমতা হারানোর পাঁচ মাস পরেও সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও স্পষ্ট নয়।

জলাশয়ে নেমে শালুক সংগ্রহ। নদিয়ায়। -পিটিআই

সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে ভেসে গেলেন মা

ঝাড়গ্রাম, ৩ অক্টোবর : ঝাড়গ্রামের অন্যতম বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র বেলপাহাড়ির ঘাঘরা জলপ্রপাত দেখতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে জলের স্রোতে ভেসে গেলেন মা। বাবা জলে ঝাঁপ দিয়ে সন্তানকে বাঁচাতে পারলেও স্ত্রীকে হারালেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে এসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হলেন বারুইপুরের এক পরিবার। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যান জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শনিবার কলকাতা থেকে ঝাড়গ্রাম ঘুরতে যান প্রায় ৩৬ জনের একটি পর্যটক দল। বারোটা নাগাদ তাঁরা ঘাঘরা জলপ্রপাত দেখতে যান। ওই দলেই ছিলেন বারুইপুরের বাসিন্দা বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত রাজদীপ দত্ত, তাঁর স্ত্রী প্রীতি দত্ত এবং তাঁদের সাত বছরের সন্তান প্রিয়ঙ্কন দত্ত। স্থানীয়দের দাবি, জলপ্রপাতের কাছে ছবি তুলে ওই দম্পতি সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই ফিরছিলেন। সেসময় হঠাৎই প্রিয়ঙ্কনের পা ফসকে যায় এবং সে জলে পড়ে যায়। তাই দেখে মা প্রীতি জলে ঝাঁপ দেন, তাদের বাঁচাতে রাজদীপও জলে ঝাঁপ দেন। রাজদীপ সাঁতার জানার ফলে ছেলেকে উদ্ধার করে পারে তুলতে পারলেও স্ত্রীকে পারেননি। প্রীতি তীব্র জলের স্রোতে ভেসে যান।

প্রাথমিকভাবে স্থানীয়রাই উদ্ধারকাজে হাত লাগান। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের টিমের সদস্যরা। পৌঁছান পুলিশ সুপার সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, এখনও প্রীতিকে উদ্ধার করা যায়নি। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে।

রোড শো মিলনের, জনসংযোগে পদ্ম প্রার্থী হাসিরানি

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : উপনির্বাচনের আগে প্রচারের জন্য হাতে আর মাত্র দু'দিন। ইতিমধ্যেই নন্দীগ্রামে রুটমার্চ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এবারের উপনির্বাচনে 'হটসিট' নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র। তাই শান্তিপূর্ণভাবে ভোটের লক্ষ্যে এখন থেকে টহল দিচ্ছেন জওয়ানরা। এই উত্তাপের মধ্যে শনিবার জোরকদমে প্রচার চালাল বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিআই প্রার্থী।

নন্দীগ্রামের টাকাপুরা ও রায়পাড়া এলাকায় এদিন জনসংযোগ করেন বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ। প্রচার শেষে সভাও করেন তিনি। অপরদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সহ রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এদিন রোড শো করেন এই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। জেলমুক্তির পর কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে প্রথমবার রোড শো করলেন মিলন। এদিন প্রচারের মঞ্চেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি প্রার্থী হাসিরানিকে বিঁধে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'নন্দীগ্রাম তো মুখ্যমন্ত্রীকে দু'হাত উজাড় করে দিয়েছে। ওনার পাঞ্জাবিতে যে ধুলো, কাদা ছিল তা ঝেড়ে ফেলে দিলেন। এখনও চন্দ্রনাথ রথের হত্যাকারীদের সাজা দেওয়া গেল না। তাঁর মা যে যন্ত্রণা নিয়ে লড়ছেন। তিনি তো আগে সুবিচার চাইবেন। তাঁকে কেন প্রার্থী করা হল?' মিলন বলেন, 'নন্দীগ্রামকে প্রত্যাখ্যান করেছেন শুভেন্দুবাবু। নন্দীগ্রামকে ভুলব না বলে তিনি ভবানীপুরে চলে গেলেন।'

প্রস্তুতি। সল্টলেকের একটি মণ্ডপে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

নবজাতকের মৃত্যুতে গাফিলতির অভিযোগ

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৩ অক্টোবর : ফের চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে শিশুমৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য পূর্ব বর্ধমানে। এবার অভিযোগের নিশানায় জামালপুরের কালাডাঙাঘাটের লাইফ কেয়ার নার্সিংহোম।

নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ও এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে জামালপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন শিশুটির বাবা তাপস রায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হুগলির ধনিয়াখালির নিশ্চিন্দপুরের বাসিন্দা তাপস রায় গত ১ অক্টোবর দুপুরে প্রসবের জন্য স্ত্রীকে নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও চিকিৎসক প্রসূতির চিকিৎসা শুরু করেননি। পরদিন চিকিৎসক এসে সিজার করার পরই তাঁকে জানানো হয়, পুত্রসন্তান হলেও নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসায় বিলম্ব ও গাফিলতির অভিযোগ তুলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

অভিযোগ পাওয়ার পর স্বাস্থ্য দপ্তর তদন্ত শুরু করেছে। বিএমওএইচ শশ্বশুভ্র দাস নার্সিংহোমে গিয়ে চিকিৎসার নথিপত্র সংগ্রহ করেন। সিএমওএইচ জয়রাম হেমব্রম জানিয়েছেন, মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই বিষয়ে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পুজোয় অর্ধেক দামে ময়দা, চিনি ও সুজি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : পরম্পরা বজায় রেখে রাজ্যবাসীর জন্য শনিবার র‍্যাশন উপহার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'পূর্বতন তৃণমূল সরকারের চেয়েও বেশি ভরতুকি দিয়ে পুজো উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে অর্ধেক মূল্যে ময়দা, চিনি, সুজি দেবে রাজ্য সরকার।' আগের আমলে প্রায় ৫০ লক্ষ পরিবারকে পুজোর আগে এই সুবিধা দেওয়া হত। বর্তমান সরকার প্রায় ২ কোটি পরিবারের জন্য এই সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করছে।' শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '২ কোটি পরিবারের সদস্যকে ১৯ টাকায় ১ কেজি ময়দা ও ৩০ টাকা কিলো দরে চিনি দেওয়া হবে। ৫০০ গ্রাম সুজিও দেওয়া হবে। ময়দা ও চিনির ক্ষেত্রে কেজি প্রতি অর্ধেক মূল্য রাজ্য সরকার ভরতুকি হিসেবে দেবে। সুজির ক্ষেত্রেও তাই। এই ব্যাপারে দ্রুতগতিতে রাজ্য সরকার টেন্ডার

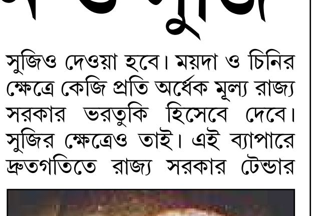

প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। পুজোর সপ্তাহেই এই সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।' নির্বাচনি আচরণবিধি চালু থাকায় শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নোত্তরের মধ্যে যেতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী।

নতুন দুর্নীতিতে নাম জড়াল ইন্দ্রনীলের

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : ফের বিতর্কে প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। নজরুল মহোৎসব পালনকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল তাঁর বিরুদ্ধে। ২০২৫ সালের পর ২০২৬ সালে শিশির মঞ্চে নজরুল মহোৎসব অনুষ্ঠানে খরচের অঙ্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দপ্তরে অভিযোগ জমা পড়েছে বলে। দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো'র নামে বেআইনিভাবে পাস বিক্রির অভিযোগে ইতিমধ্যেই নাম জড়িয়েছে ইন্দ্রনীল ও তাঁর স্ত্রীর। এরপর 'বাংলা মোদের গর্ব' প্রকল্পেও ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এবার অভিযোগ, ইন্দ্রনীল রাজ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী থাকাকালীন ২০২৫ সালে নজরুল মহোৎসব পালনের খরচ দেখানো হয় ৩৭,৯২,০৫০ টাকা। এবছর খরচ হয়েছে ১,৪৪,৪০০ টাকা।

মহালয়ায় যন্তরমন্তর চলো ডাক

ককরোচের সঙ্গেও মমতা

আইসা নেত্রী নেহা বোরাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। শনিবার যন্তরমন্তরে।

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) আন্দোলন ঘিরে দানা বাঁধছে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। গান্ধি জয়ন্তীতে মুম্বইয়ের পর ১০ অক্টোবর যন্তরমন্তর চলোর ডাক দিয়েছেন অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাসরা। তাঁদের সেই কর্মসূচিকে সমর্থন করেছে বাম ছাত্র সংগঠন। এবার মমতা-সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, দিল্লিতে সিজেপির ওই কর্মসূচিতে তাদের প্রতিনিধিরাও শামিল হবেন। দলীয় সূত্রে খবর, মহুয়া মৈত্র, সৌগত রায়, দোলা সেন, কীর্তি আজাদ সহ পাঁচ সাংসদ ককরোচদের সঙ্গে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ দেখাবেন।

শুক্রবার তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এক্সে মমতার একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে এসআইআর এবং নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে চলা বিতর্কের প্রসঙ্গে তৃণমূলনেত্রী সিজেপি, তরুণ সমাজ এবং ছাত্রদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। মমতার সেই বক্তব্যের পরই সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি পোস্ট করেন। তিনি লেখেন, 'গণতন্ত্র রক্ষার জন্য দেশের মানুষকে একজোট হতে হবে।' একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'সরকার যদি আমার এক্স হ্যান্ডেল বন্ধ করে দেয় তাহলেও আশ্চর্য হব না।' শুধু দিল্লিতেই নয়, দুর্গাপুজোর পর কলকাতাতেও জনসভা করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। তবে বারবার ভোট চুরি হয়েছে বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সুর চড়ানোর পরও জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে কলকাতায় আন্দোলন না করে কেন সিজেপির সমর্থনে দিল্লিতে আন্দোলন করছেন মমতা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে।

এমনিতেই বিধানসভা ভোটের পর থেকে কার্যত ঘরবন্দি মমতা-অভিষেক। সভা, সমাবেশ করার জন্য তাঁদের বারবার আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। ২১ জুলাই শহিদ দিবস, ২৮ অগাস্ট টিএমসিপি-র প্রতিষ্ঠা দিবস বা সম্প্রতি শ্রীরামপুরের সমাবেশ বাদে গত চার মাসে মমতা-তৃণমূলের রাজনৈতিক কর্মসূচি সেভাবে চোখে পড়েনি। সম্প্রতি ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেও ২ অক্টোবর থেকে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাতে বাম, কংগ্রেস নামলেও মমতার দলকে এখনও দেখা যায়নি। এই অবস্থায় সিজেপির সঙ্গে দিল্লিতে রাস্তায় নামা নিয়ে ইতিমধ্যেই কটাক্ষ করেছেন গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'ওঁর পায়ের প্লাস্টার নিয়ে আজ যে তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে তারপর কোন মুখে উনি কলকাতার রাস্তায় হাঁটবেন। এরপর তো রাস্তায় হাঁটতে গেলে সাধারণ মানুষই ওঁকে ধোকাশ্রী বলবে। সেই ভয়েই উনি কলকাতা ছেড়ে দিল্লিতে যাচ্ছেন জাতীয় রাজনীতিতে ভেসে থাকার আশায়।' সিজেপি-র প্রস্তাবিত কর্মসূচিতে তৃণমূলের সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে এসএফআই-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, 'স্যান্ডো গেঞ্জির আবার বুকপকেট! ওদের দলে কতজন আছে যে সহযোগিতা করবে।' তবে মমতার দলকে নিয়ে যতই চাপানউতোর চলুক, সিজেপি কিন্তু তাদের আন্দোলন নিয়ে কেন্দ্রকে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। অভিজিৎ দীপকে বলেছেন, '১০ তারিখ যেখানে দিল্লি পুলিশ আটকাবে সেটাই হবে আমাদের যন্তরমন্তর।' অপর নেতা সৌরভ দাস বলেন, 'গতকাল গান্ধি জয়ন্তী ছিল। সরকার প্রতিবাদকে ভয় পায়। তারা চায় না, আমরা প্রতিবাদে নামি। প্রতিবাদের জন্য অনুমতির দরকার হয় না। শুধু জানাতে হয়। যারা আটকাচ্ছে তারা সংবিধান লঙ্ঘন করছে।' এদিকে মুম্বই পুলিশ দীপকে সহ ৫০০ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে। অনুমতি না নিয়ে সভা করা, প্রচুর মানুষের জমায়েত করা, তারস্বরে মাইক বাজানো সহ একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে সিজেপির বিরুদ্ধে।

সংসদীয় কমিটির পুনর্গঠন

জোড়া চেয়ারম্যান পদ খোয়াল কালীঘাট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর তৃণমূলের অন্দরে ভাঙন, একের পর এক সাংসদের দলবদল এবং সংসদীয় রাজনীতিতে বদলে যাওয়া সমীকরণের প্রভাব এবার স্পষ্ট হল সংসদের স্থায়ী কমিটির পুনর্গঠনেও। যার জেরে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানের পদই হাতছাড়া হল মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের। শনিবার রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণন এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ২০২৬-'২৭ সালের জন্য নতুন কমিটিগুলির চেয়ারম্যানদের নাম ঘোষণা করেন। এতদিন বাণিজ্য বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ দোলা সেন। তাঁকে সরিয়ে চেয়ারম্যান করা হয়েছে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদীকে। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য বিষয়ক সংসদীয় কমিটির নেতৃত্ব সরাসরি তৃণমূলের হাত থেকে বিজেপির হাতে চলে গেল।

অন্যদিকে, রাসায়নিক ও সার বিষয়ক কমিটিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের জায়গায় চেয়ারম্যান করা হয়েছে ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া' (এনসিপিআই)-র মুখ্যসচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে। কাকলি এখন তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরের অন্যতম মুখ এবং দলবদলের পর জাতীয় স্তরে এনডিএ-র সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ফলে মমতা তৃণমূলের হাতে থাকা দ্বিতীয় চেয়ারম্যান পদটিও কার্যত তাদের নাগালের বাইরে চলে গেল।

যদিও এর পরই সরব হয়েছেন মমতা তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়েন এবং লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই ডেরেক সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির পুনর্গঠন নিয়ে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সি পি রাধাকৃষ্ণনকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেছেন, সংসদকে ধীরে ধীরে একটি 'অন্ধকার কক্ষে' পরিণত করা হচ্ছে। ডেরেকের দাবি, রাজ্যসভার

■ বাণিজ্য বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান পদে দোলা সেনের জায়গায় সুধাংশু ত্রিবেদী

■ রাসায়নিক ও সার বিষয়ক কমিটিতে কীর্তি আজাদের জায়গায় কাকলি ঘোষ দস্তিদার

■ প্রতিবাদে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এবং লোকসভার স্পিকারকে চিঠি মমতা-তৃণমূলের

আওতাধীন আটটি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান পদে তৃণমূল কংগ্রেসকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

চিঠিতে ডেরেক উল্লেখ করেছেন, রাজ্যসভায় বিজেপি সবচেয়ে বড় দল। এরপর রয়েছে কংগ্রেস এবং তৃতীয় বৃহত্তম দল তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁর বক্তব্য, ২০২৪-২৫ সালে তৃণমূলের হাতে থাকা একটি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান পদ এবার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০১৯ সালেও রাজ্যসভায় তৃণমূল তৃতীয় বৃহত্তম দল থাকা সত্ত্বেও তাদের চেয়ারম্যান পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল পরে সেই সিদ্ধান্ত সংশোধন করা হলেও এবার ফের একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ ডেরেকের।

দলীয় সূত্রে দাবি, নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকেও চিঠি দিয়েছেন মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক সাংসদের দলবদল এবং সংসদীয় শক্তির সমীকরণে পরিবর্তনের পরেই এই নতুন বিন্যাস সামনে এসেছে। তবে সব বিরোধী দলের ক্ষেত্রেই যে চেয়ারম্যানের পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তা নয়। বরং অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে আগের চেয়ারম্যানদেরই বহাল রাখা হয়েছে। ফলে তৃণমূলের ক্ষেত্রে দু'টি পরিবর্তনই বিশেষভাবে নজর কাড়ছে।

কংগ্রেসের ক্ষেত্রে অবশ্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে 'স্থিতাবস্থা' বজায় রয়েছে। বিদেশ বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান থাকছেন শশী থারুর। কৃষি বিষয়ক কমিটির দায়িত্বে আগের মতো বহাল রয়েছেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস সাংসদ চরণজিৎ সিং চান্নি। শিক্ষা, মহিলা, শিশু, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান থাকছেন কংগ্রেসের মুকুল ওয়াসনিকই। অন্যদিকে সমাজবাদী পার্টির রামগোপাল যাদব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বহাল থাকছেন। ডিএমকের তিরুচি শিবা শিল্প বিষয়ক কমিটি এবং কানিমোঝি করুণানিধি ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান পদ ধরে রেখেছেন।

ভারতীয় দূতকে পাক তলব

ইসলামাবাদ, ৩ অক্টোবর : পঞ্জাবের তরন তারান জেলায় আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে দুই পাক অনুপ্রবেশকারীর মৃত্যুর ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানাল পাকিস্তান। শনিবার ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতের 'চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স'-কে তলব করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে পাক বিদেশ মন্ত্রক। ইসলামাবাদের দাবি, নিহত দু-জন কোনও অনুপ্রবেশকারী নন, তাঁরা নিরীহ সাধারণ নাগরিক। ভুল করে তাঁরা আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করেছিলেন। সীমান্তে তিনজন সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারী ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে। একজন পাকিস্তানে ফিরে গেলেও বাকি দু-জন জওয়ানদের সতর্কতা উপেক্ষা করে ভারতীয় ভূখণ্ডের দিকে এগোতে থাকে। বাধ্য হয়ে গুলি চালান বিএসএফ জওয়ানরা। তাতেই ওই দু-জনের মৃত্যু হয়। ভারতের দাবি খারিজ করে পাক বিদেশ মন্ত্রক বিবৃতিতে বলেছে, 'বিএসএফ বিনা উসকানিতে নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর অযৌক্তিকভাবে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করেছে।'

মাদক-সম্রাটকে ফেরাল ভারত

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর : তুরস্কে বসে ভুয়ো পরিচয়ে আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্র চালাচ্ছিল সে। অবশেষে সেই কুখ্যাত মাদক-সম্রাট নবপ্রীত সিংহকে তুরস্ক থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনল নয়াদিল্লি। শনিবার এই বড় সাফল্যের কথা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বিষয়টিকে নরেন্দ্র মোদি সরকারের 'ঐতিহাসিক মাইলফলক' বলে বর্ণনা করেছেন।

ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে ফাঁকি দিতে তুরস্কে গিয়ে 'নবাব ভির্ক' নামে ভুয়ো পরিচয় তৈরি করেছিল নবপ্রীত। এমনকি সেখানকার নাগরিকত্বও জোগাড় করে নিয়েছিল। সেখান থেকেই আফগানিস্তান হয়ে ভারতে হেরোইন এবং মেথামফেটামাইনের মতো মাদক পাচার করত সে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এদিন বলেন, 'আমাদের তদন্তকারী সংস্থাগুলি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তার ভুয়ো পরিচয়ের পর্দা ফাঁস করে তাকে শনাক্ত করেছে এবং দেশে ফিরিয়ে এনেছে। আজ তাকে কারাবন্দি করা হয়েছে।' এর পাশাপাশি শা কড়া ভাষায় জানান, '২০২৯ সালের ডিসেম্বরের আগে দেশের সমস্ত মাদকপাচার চক্র পুরোপুরি ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর মোদি সরকার।'

কারখানায় বিস্ফোরণ মৃত ৫

তিরুপতি, ৩ অক্টোবর : শনিবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি জেলায় একটি ওষুধ কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে মৃত্যু হল অন্তত পাঁচ জনের। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ১০ জন কর্মী। পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের মধ্যে চারজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

তিরুপতির শ্রী সিটি শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত ওই ওষুধ কারখানার ঘটনা। বয়লার ফাটার সঙ্গে সঙ্গেই কারখানার ভিতরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ, দমকল এবং উদ্ধারকারী দল। ধ্বংসস্তূপ থেকে দগ্ধ ও আহত কর্মীদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা পাঁচ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মার্কিন মুলুকে ফের হামলা হিন্দু মন্দিরে

ওয়াশিংটন, ৩ অক্টোবর : মন্দিরের মধ্যে তখন পুজোয় ব্যস্ত ছিলেন ভক্তরা। ঠিক তখনই শুরু হল হইচই আর ইটবৃষ্টি। ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ল কাচের দরজা, জানলা। আমেরিকার ওহিও অঙ্গরাজ্যের গ্রেটার ক্লিবল্যান্ড এলাকার শ্রী স্বামীনারায়ণ হিন্দু মন্দিরে আচমকা ইটপাটকেল ছুড়ে হামলা চালাল দুষ্কৃতীরা। নবরাত্রির প্রাক্কালে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় যদিও অক্ষত পুরোহিত ও ভক্তরা।

শুক্রবার দুপুরে রিচমন্ড হাইটসের ওই উপাসনালয়ে ভক্ত ও পুরোহিতরা উৎসবের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই মন্দির লক্ষ্য করে পরপর ইট ছোড়া হয়। হামলাকারীদের পরিচয় বা পরিকল্পনা এখনও স্পষ্ট নয়, কারণ মন্দির প্রাঙ্গণে কোনও স্লোগান মেলেনি। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে স্থানীয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে উত্তর আমেরিকার হিন্দু সংগঠন 'কোহনা' স্থানীয় মেয়র কিম টমাসের হস্তক্ষেপ চেয়েছে। ঘটনার নিন্দা করেছেন প্রবাসী প্রতিনিধিরা।

কুঠার দিয়ে ভারতীয় ক্যাপ্টেনের ওপর হামলা

ষড়যন্ত্রের ছক ছিল ওমানি কো-পাইলটের

দুবাই, ৩ অক্টোবর : ফ্লাইদুবাইয়ের বিমানে হামলাকারী ওমানি সহকারী পাইলটের মতলব সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর সব খবর সামনে আসছে। পাইলটের ওপর হামলার ঘটনাকে ইতিমধ্যে 'সন্ত্রাসবাদী হামলা' বলেই স্বীকার করেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, আরও বড় নাশকতা করার ছক ছিল ওই ওমানি জঙ্গির।

তবে তদন্তে আন্তর্জাতিক বিমান নিরাপত্তার মারাত্মক গাফিলতিও ধরা পড়েছে। ২০২০ সালের 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস' অনুযায়ী ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কহীন দেশের পাইলটদের তেল আভিভগামী বিমান ওড়ানো নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও ওমানি কো-পাইলট সহ একাধিক ওমানি পাইলট সেখানে বিমান চালিয়েছেন। ওমানে চরমপন্থার কারণে নিষিদ্ধ হওয়া পাইলট কীভাবে ফ্লাইদুবাইয়ে যোগ দিলেন এবং তা ইজরায়েলি নজরদারি এড়িয়ে গেল, সে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

দুবাই থেকে তেল আভিভগামী বিমানের ককপিটে রাখা 'আপৎকালীন কুঠার' দিয়ে ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছারকে কুপিয়ে খুন করার পর সেটিকে ইজরায়েলে ক্র্যাশ করানোর চক্রান্ত করেছিল ওমানি কো-পাইলট হামাম আল-হাম্মামি। যদিও মাঝআকাশে রক্তক্ষয়ী তাণ্ডবের পরেও যাত্রীদের সাহসিকতায় বিমানটি বড় বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়।

তদন্তে ওমানি নাগরিক ২৯ বছর বয়সি হামামের উগ্র চরমপন্থী ভাবধারার একাধিক তথ্য উঠে

এসেছে। ওমান এয়ারে শিক্ষানবিশ কো-পাইলট হিসাবে কাজ করার সময় তার কাছ থেকে উগ্রপন্থী নথি মেলে। সুরক্ষাজনিত কারণে ওমান প্রশাসন তার বিমান ওড়ানোর ওপর চিরতরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাকে টেবিলে বসে কেরানি বিভাগে বদলি করেছিল। পরে সে ওমান এয়ার ছেড়ে ফ্লাইদুবাইয়ে যোগ দেয়। উগ্র স্বভাবের জন্য কর্মক্ষেত্রে তাকে এড়িয়েই চলতেন সহকর্মীরা। বন্ধ হয়ে যাওয়া তার সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট ঘেঁটে আল কায়দা নেতা আইমান আল-জাওয়াহিরির ছবি সংবলিত একটি ভিডিও পাওয়া গিয়েছে। হামলার দিনই ভিডিওটি পোস্ট হয়, যা আগে থেকেই 'শিডিউল' করে রাখা হয়েছিল বলে সাইবার বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির অ্যাটর্নি জেনারেল ডক্টর হামাদ সাইফ আল-শামসি এই ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদী হামলা বলে মেনে নিয়ে জানান, 'সহকারী পাইলট বিমানটির সম্পূর্ণ দখল নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।' ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেন, 'আক্রমণকারী উগ্র মৌলবাদে দীক্ষিত ছিল। বিমান ধ্বংস করে যাত্রীদের মেরে ফেলা ছাড়া তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।' এই মুহূর্তে আমিরশাহি, ইজরায়েল ও সৌদি আরবের যৌথ তদন্তকারী সংস্থা এই অন্তর্ঘাতের নেপথ্যে আন্তর্জাতিক কোনও জঙ্গি সংগঠনের হাত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

শনিবার আবু ধাবির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছারের সঙ্গে দেখা করলেন দুবাইয়ের যুবরাজ শেখ হামদান বিন মহম্মদ বিন রাশিদ আল মাকতুম। পরে সমাজমাধ্যমে যুবরাজ লেখেন, 'আমাদের এবং দেশের নেতৃত্বের তরফে তাঁর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তিনি আমাদেরও গর্ব।'

ভাগ্য ঝুলে ১৯ লক্ষের

অসম

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর : অসমের জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) থেকে বাদ পড়া ১৯ লক্ষের বেশি আবেদনকারীকে কেন এখনও 'রিজেকশন স্লিপ' দেওয়া হয়নি, শীর্ষ আদালতে তার কারণ ব্যাখ্যা করল কেন্দ্র। হলফনামায় কেন্দ্র জানিয়েছে, চূড়ান্ত এনআরসি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রকাশ না হওয়াতেই এই জটিলতা তৈরি হয়েছে।

আইন মেনে ফরেনার্স ট্রাইবিউনালে নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে বাদ পড়া বাসিন্দাদের এই স্লিপ থাকা আবশ্যক। ২০১৯ সালের অগাস্টে প্রকাশিত তালিকায় ৩ কোটি ১১ লক্ষ মানুষের নাম উঠলেও বাদ পড়েন ১৯ লক্ষ ৭ হাজার আবেদনকারী। দীর্ঘদিন ধরে স্লিপ না পাওয়ায় তাঁরা আইনি লড়াই শুরু করতে পারছেন না।

সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হলফনামায় ভারতের রেজিস্টার জেনারেল জানান, এনআরসি তথ্যের সুরক্ষার জন্য একটি বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ করছেন রাজ্য সমন্বয়ক। সেই তথ্য এখনও রেজিস্টার জেনারেলের হাতে তুলে না দেওয়ায় চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি।

হলফনামায় বলা হয়েছে, 'রাজ্যের সমন্বয়কের পক্ষ থেকে এনআরসি তথ্যের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি তৈরির কাজ এখনও চলছে। সেই কারণেই সেই তথ্য এখনও ভারতের রেজিস্টার জেনারেলকে দেওয়া হয়নি।'

হাসপাতালে বোরখা বিতর্ক

জম্মু, ৩ অক্টোবর : হাসপাতালের লেবার রুমে কোনও নার্স বোরখা পরবেন না। ডোডা মেডিকেল কলেজের স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগের প্রধান ড.মধু ছিবের এহেন নির্দেশ ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভও দেখান নার্সিং ইন্টার্নরা। তাঁদের সাফ কথা, এই নির্দেশ তাঁদের ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ। কর্মবিরতিরও ডাক দিয়েছেন তাঁরা। কলেজ কর্তৃপক্ষ সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করায় অচলাবস্থা কেটেছে। ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল সুপার ড. ইরফান তাসাদুক জানিয়েছেন, স্ত্রীরোগ বিভাগের প্রধান শুধু নার্সিং ছাত্রীদের ঢিলেঢালা পোশাক ঠিক করতে এবং লেবার রুম ও অপারেশন রুমের জন্য নির্ধারিত গাউন পরতে বলেছিলেন।

বরখাস্ত পুলিশকর্মী

চেন্নাই, ৩ অক্টোবর : ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে তামিলনাড়ুতে বরখাস্ত হলেন চার পুলিশকর্মী। চাকরিচ্যুত হয়েছেন একজন। তিরুনেলভেল্লি, চেন্নাই ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গাড়ি, মোটরবাইক চালকদের থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল পাঁচ পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে। কোথাও এক হাজার তো কোথাও দশ হাজার। বিষয়টি সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসে সি জোসেফ বিজয়ের সরকার। শুরু হয় বিভাগীয় তদন্ত।

'বিকল্প না থাকায় হাসিনাকে আশ্রয়'

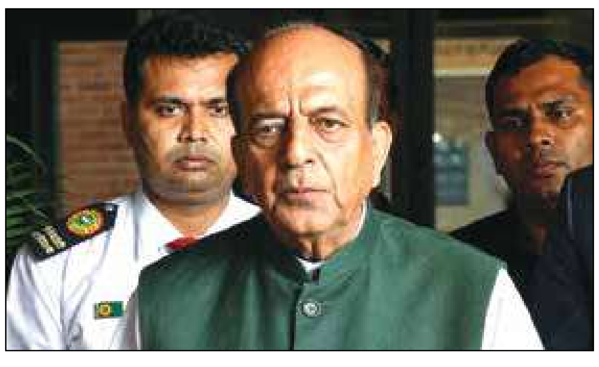

ঢাকা, ৩ অক্টোবর : বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বহনকারী বিমানটিকে ভারতে অবতরণের অনুমতি দেওয়া ছাড়া দিল্লির কাছে কোনও বিকল্প ছিল না। ঢাকায় আয়োজিত পঞ্চম 'বে অফ বেঙ্গল কনভারসেশন'-এ এমনটাই জানালেন বাংলাদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত দীনেশ ত্রিবেদী।

শনিবার এক অধিবেশনে তিনি বলেন, 'ঐতিহাসিক ও পুরোনো বন্ধু হিসেবে সংকটময় পরিস্থিতিতে ভারতের যে দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল, ভারত সেটাই করেছে।' রাষ্ট্রদূত বলেন, ভারতীয় সেনা বা বায়ুসেনা হাসিনাকে ভারতে নিয়ে যায়নি, বরং তৎকালীন পরিস্থিতির কারণেই তিনি ভারতে পৌঁছেছিলেন।

ত্রিবেদীর কথায়, 'বিমানটি যখন ভারতে আসে, তখন তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। বিমানটিকে অবতরণের অনুমতি না দিলে পরিস্থিতি কী রূপ নিত, তা কেউ জানে না।' প্রতিবেশী দেশ হিসেবে উদ্ভূত বাস্তবতাকে মেনে নেওয়াই ভারতের দায়িত্ব ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। দীনেশ জানান, হাসিনাকে কেন্দ্র করে চলা আইনি প্রক্রিয়া তার নিজস্ব গতিতেই চলবে।

চিকিৎসকদের মনে দলিত-বিদ্বেষ নিয়ে বিস্ফোরক রিপোর্ট

পদবি দেখে রোগীকে ছুঁতে অনীহা

লখনউ, ৩ অক্টোবর : যখন একজন অসুস্থ মানুষ হাসপাতালে যান, তখন তাঁর একটাই পরিচয় থাকে— তিনি একজন রোগী। কিন্তু সেই রোগীর পদবি দেখে যদি চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর মনে জাতপাতের বিষ মাথাচাড়া দেয়, তখন চিকিৎসার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক বৈষম্য। একুশ শতকের আধুনিক ভারতে দাঁড়িয়ে এটা শুনতে অবাক লাগলেও, এটাই রূঢ় বাস্তব। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের ইটাওয়া জেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ওপর চালানো একটি গবেষণায় উঠে এসেছে এক ভয়ংকর তথ্য। খোদ স্বাস্থ্যকর্মীদের মনে দলিত বা তপশিলি জাতিভুক্ত রোগীদের প্রতি গভীর 'বর্ণবিদ্বেষ' বা জাতপাতের বৈষম্য লুকিয়ে রয়েছে, যা রোগীদের প্রতি তাঁদের দৈনন্দিন আচরণকে প্রভাবিত করছে।

দিল্লি টেকনলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপিকা শিবানী যাদব এবং আম্বেদকর ইউনিভার্সিটির অর্থনীতিবিদ কৃষ্ণা রামের করা এই গবেষণাটি সম্প্রতি 'হেলথ কেয়ার অ্যানালিসিস' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ইটাওয়ার একটি জেলা হাসপাতাল, একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৪টি প্রাথমিক ও গোষ্ঠী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মোট ১০৬ জন চিকিৎসক, নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান ও স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর এই সমীক্ষা চালানো হয়। যদিও গবেষকরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই রিপোর্ট সরাসরি চিকিৎসার গাফিলতি প্রমাণ করে না, তবে চিকিৎসকদের অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকা এই বিদ্বেষ যে দলিত রোগীদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে, তা একপ্রকার নিশ্চিত।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ২৩ জন স্বাস্থ্যকর্মী (যাঁদের মধ্যে ১৩ জনই চিকিৎসক) মনে করেন, দলিতদের রুগ্ন স্বাস্থ্যের মূল কারণ হল তাদের বংশগত বা জিনগত দুর্বলতা। অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক যুক্তির বদলে এক ধরনের সামাজিক কুসংস্কারকেই তাঁরা আঁকড়ে ধরে আছেন। এই বিষয়ে হায়দরাবাদের 'সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজি'-র জিনতত্ত্ববিদ কুমারস্বামী থঙ্গরাজ সতর্ক করে বলেছেন, এক গোত্রের মধ্যে বিয়ের কারণে কিছু জিনগত সমস্যা হতে পারে ঠিকই, কিন্তু জাতপাত কখনোই কোনও রোগের জিনগত প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে না।

গবেষণা চলাকালীন মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় ৪৮ জনের মধ্যে ৩৬ জনেরই অবচেতন মনে দলিতদের চেয়ে তথাকথিত

উচ্চবর্ণের প্রতি বেশি পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়েছে। এই ৩৬ জনের মধ্যে ১৪ জনই পেশায় চিকিৎসক। এমনকি সমীক্ষায় উঠে আসা এক নির্মম সত্যি হল— অনেক সময় উচ্চবর্ণের ওয়ার্ড বয়রা মেডিকেল ফাইলে রোগীর পদবি দেখে বুঝতে পারেন যে তিনি দলিত, আর তারপর তাঁরা সেই রোগীকে ছুঁতেও অস্বীকার করেন! চিকিৎসকদের একাংশের মানসিকতা ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে, তা বোঝা যায় এক উচ্চবর্ণের চিকিৎসকের কথায়। তিনি অবলীলায় গবেষকদের কাছে জাতপাতভিত্তিক পেশাকে সমর্থন করে বলেছেন, সেকেলে প্রথাটা মানুষের সহজাত ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, সমীক্ষায় অংশ নেওয়া সাধারণ ক্যাটিগোরির (জেনারেল) ৯০ শতাংশ এবং ওবিসি-দের ৫২ শতাংশ কর্মী সংরক্ষণের ঘোর বিরোধী। উচ্চবর্ণের ৫৬ শতাংশ কর্মী দলিতদের সঙ্গে ভিনজাতে বিয়ে এবং ৩০ শতাংশ কর্মী দলিত-অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তবে এর উলটো চিত্রও রয়েছে। অনেক চিকিৎসকই দলিতদের এই রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তাদের অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক পিছিয়ে পড়াটাকেই দায়ী করেছেন।

অশোকা ইউনিভার্সিটির অর্থনীতিবিদ অশ্বিনী দেশপান্ডে এই রিপোর্টের প্রসঙ্গে জানান, একটি জেলার সমীক্ষা দিয়ে হয়তো পুরো দেশের ছবি আঁকা যায় না, কিন্তু এটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জাতপাতের প্রবেশের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। এর আগে তাঁর একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে অবস্থিত রাজ্যগুলিতে দলিত ও আদিবাসী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি ও খর্বকায় হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। ২০১০ সালে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সংঘমিত্রা আচার্যর একটি সমীক্ষাতেও গুজরাট ও রাজস্থানের দলিত শিশুরা জানিয়েছিল, ৬৯ শতাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা তাদের স্পর্শ করতেন না এবং ৯১ শতাংশ ক্ষেত্রে ল্যাব টেকনিশিয়ানরা তাদের অন্যদের চেয়ে বেশি সময় দাঁড় করিয়ে রাখতেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান হয়তো অনেক মারণরোগের ওষুধ আবিষ্কার করেছে, কিন্তু মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা জাতপাতের এই ভয়ংকর ভাইরাসের অ্যান্টিডোট হয়তো আজও অধরা রয়ে গিয়েছে।

সঠিক ফান্ড নির্বাচনই সাফল্যের মূলমন্ত্র

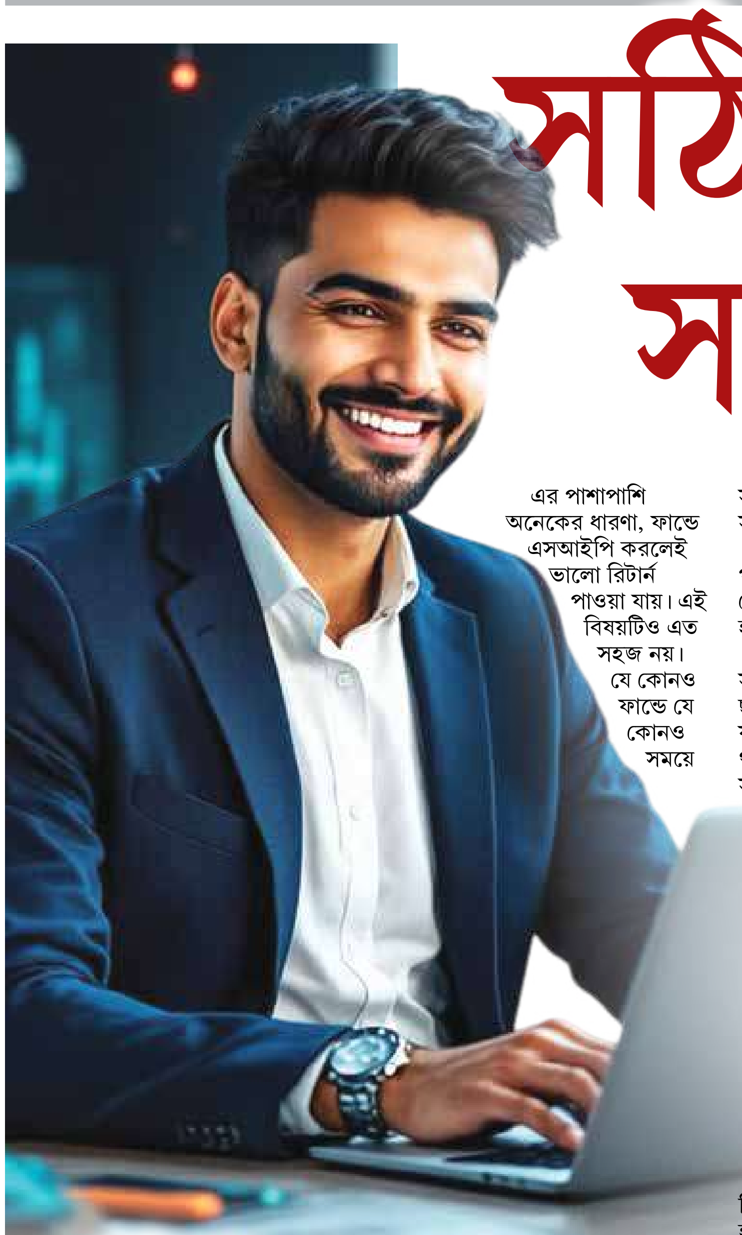

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

কয়েক বছর আগেও মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে আমজনতার মধ্যে একটা সংশয় ছিল, লগ্নিতেও ছিল অনীহা। কতিপয় মানুষ ফান্ডে লগ্নি করতেন। তখন ফান্ডের সংখ্যাও ছিল কম। বিগত ১৫-২০ বছরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে লগ্নিকারী, বেড়েছে ফান্ডের সংখ্যাও। এই ভিড়ের মধ্যে সঠিক ফান্ড নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এর পাশাপাশি অনেকের ধারণা, ফান্ডে এসআইপি করলেই ভালো রিটার্ন পাওয়া যায়। এই বিষয়টিও এত সহজ নয়। যে কোনও ফান্ডে যে কোনও সময়ে লগ্নি শুরু করলে বা এককালীন লগ্নি করলেই সাফল্য আসবে, এমন নয়। সঠিক সময়ে সঠিক ফান্ড নির্বাচনই মিউচুয়াল ফান্ড থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়ার অন্যতম শর্ত।

মিউচুয়াল ফান্ডের দুনিয়ায় পা রাখার আগে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে—

➔ ফান্ডে লগ্নি করলেই রিটার্ন সবসময়ে পাওয়া যাবে, এই ধারণা ঠিক নয়। ফান্ডে লগ্নিও বড় লোকসানের সামনে দাঁড় করাতে পারে।

➔ বাজারে নানা ধরনের ফান্ড চালু রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ফান্ড, সেগুলি কেমনভাবে কাজ করে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে হবে।

➔ এককালীন লগ্নি নাকি সিস্টেমেটিক ইনভেস্ট প্ল্যান (এসআইপি), কী চাইছেন তার ওপর ফান্ড নির্বাচন অনেকাংশে নির্ভর করে।

➔ ফান্ডে লগ্নি করলেই সফলতা আসবে না। সঠিক সময়ে শুরু এবং সঠিক সময়ে ফান্ড বিক্রি করতে পারাও সাফল্যের অন্যতম শর্ত।

➔ ফান্ডের পারফরমেন্স নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। সেই মোতাবেক লগ্নির অঙ্ক কম বেশি করতে হবে।

➔ কোনও একটি ফান্ডে লগ্নি সবসময়ে ঝুঁকিপূর্ণ হয়। তাই লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন ধরনের ফান্ডে। পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য থাকলে সাফল্য পাওয়া অনেকটাই সহজ হয়ে যায়।

➔ ফান্ড নিয়ে নিয়মিত পড়াশোনা করা জরুরি। ফান্ড নিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশিকা জানা জরুরি। নিয়মিত পর্যালোচনা ও গবেষণা সাফল্য আনতে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

➔ প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তবেই ফান্ডে লগ্নি করতে হবে।

মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির আগে যে বিষয়গুলি বিচার্য তার মধ্যে অন্যতম হল-

ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা

এই মুহূর্তে বাজারে বিভিন্ন ধরনের ফান্ড চালু রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ফান্ডে ঝুঁকির পরিমাণও ভিন্ন। যেমন, ইকুইটি ফান্ডে ঝুঁকি বেশি। আবার ইকুইটি ফান্ড বিভাগে লার্জ ক্যাপ, মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ ফান্ডের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ঝুঁকির মাত্রা বেশি হয়। অন্যদিকে ডেট ফান্ডে ঝুঁকি কম থাকে। হাইব্রিড ফান্ডে ঝুঁকির মাত্রা মিশ্র হয়। ঝুঁকির বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হলে ফান্ড নির্বাচন অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা সাধারণত আপনার বয়সের ওপরে নির্ভর করে। বয়স কম হলে ঝুঁকি বেশি নেওয়া যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকির মাত্রাও কম করতে হয়।

বিনিয়োগের ধরন

মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি সাধারণত এককালীন, এসআইপি (সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান) বা এসডব্লিউপি (সিস্টেমেটিক উইথড্রয়াল প্ল্যান)-

> মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি সাধারণত এককালীন, এসআইপি বা এসডব্লিউপি'র মাধ্যমে করা হয়। আপনি যদি এককালীন বড় অঙ্কের টাকা লগ্নি করতে যান তার জন্য আপনার লগ্নির সময় নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী ফান্ড নির্বাচন করতে হবে। অন্যদিকে এসআইপি বা এসডব্লিউপি করলে তার জন্য ফান্ড নির্বাচনও ভিন্ন হবে।

এর মাধ্যমে করা হয়। আপনি যদি এককালীন বড় অঙ্কের টাকা লগ্নি করতে যান তার জন্য আপনার লগ্নির সময় নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী ফান্ড নির্বাচন করতে হবে। অন্যদিকে এসআইপি বা এসডব্লিউপি করলে তার জন্য ফান্ড নির্বাচনও ভিন্ন হবে।

ফান্ডের পারফরমেন্স

বিভিন্ন ধরনের মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে যে কোনও একটি ফান্ড নির্বাচন করার পর সেই বিভাগে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার ফান্ডগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে। উপযুক্ত ফান্ড নির্বাচনের আগে কয়েকটি বিষয় খতিয়ে দেখতে হবে।

➔ সেই ফান্ডই নির্বাচন করতে হবে যে ফান্ডের ম্যানেজার স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদে ভালো এবং ধারাবাহিক রিটার্ন দিয়ে আসছেন।

➔ ফান্ডের পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ করতে হবে। অর্থাৎ ওই নির্দিষ্ট ফান্ড কোথায় কত শতাংশ লগ্নি করেছে।

➔ আপনার পছন্দের ফান্ড এবং সেই সেক্টরের ইন্ডেক্সের তুলনামূলক আলোচনা করতে হবে। তবেই ভবিষ্যৎ রিটার্ন সম্পর্কে আপনার ধারণা স্পষ্ট হবে।

➔ যে ফান্ড নির্বাচন করবেন তার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে হবে।

➔ একটি ফান্ডের বিগত ৩, ৫ বা ১০ বছরের পারফরমেন্স পর্যালোচনা করে তবেই ফান্ড নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

➔ ফান্ডে লগ্নির সঠিক সময় নির্ধারণও একান্ত জরুরি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমানে শেয়ার বাজারে বড় মাপের সংশোধন হয়েছে। সূচক প্রায় ১৫ শতাংশ নীচে নেমে এসেছে। এখন ইন্ডেক্স বা লার্জ ক্যাপ ফান্ডে লগ্নি করলে ভবিষ্যতে বড় রিটার্ন পাওয়া যেতে পারে।

➔ বিভিন্ন ফান্ডের লগ্নির খরচও ভিন্ন হয়। এই বিষয়টিকেও বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। এই খরচের মধ্যে রয়েছে ম্যানেজমেন্ট ফি, প্রশাসনিক খরচ এবং লোড ফি ইত্যাদি।

ওপরের বিষয়গুলি ভালো করে পর্যালোচনা করার পরই আপনার উপযুক্ত ফান্ড নির্বাচন করতে হবে। ফান্ডের রিটার্ন বাজারের ওঠানামার ওপর নির্ভরশীল। তাই বাজারের পতনে আতঙ্কিত না হয়ে নিজের আর্থিক লক্ষ্যে আস্থা রাখুন। দীর্ঘ মেয়াদে ফান্ডে লগ্নিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তবেই ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

আপনার আর্থিক লক্ষ্য

যে কোনও বিনিয়োগের আগে আপনার আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা একান্তই জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি ১৫ বছর পর একটি বাড়ি কিনতে চান বা ৫ বছর পর একটি গাড়ি কিনতে চান অথবা সন্তানের উচ্চশিক্ষা বা বিবাহের জন্য লগ্নি করতে চান ইত্যাদি। এই ধরনের আর্থিক লক্ষ্য স্থির করার পর সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য তার উপযোগী ফান্ড নির্বাচন করতে হবে। আপনার লগ্নির অঙ্ক এবং সময়ের ওপর নির্ভর করে আপনি ইকুইটি ফান্ড বা ডেট ফান্ড বা দুই ধরনের ফান্ড মিলিয়ে লগ্নির পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার লক্ষ্য যদি আয়কর বাঁচানো হয় তবে আপনি ইএলএসএস বা ইকুইটি লিংকড সেভিংস স্কিম বেছে নিতে পারেন।

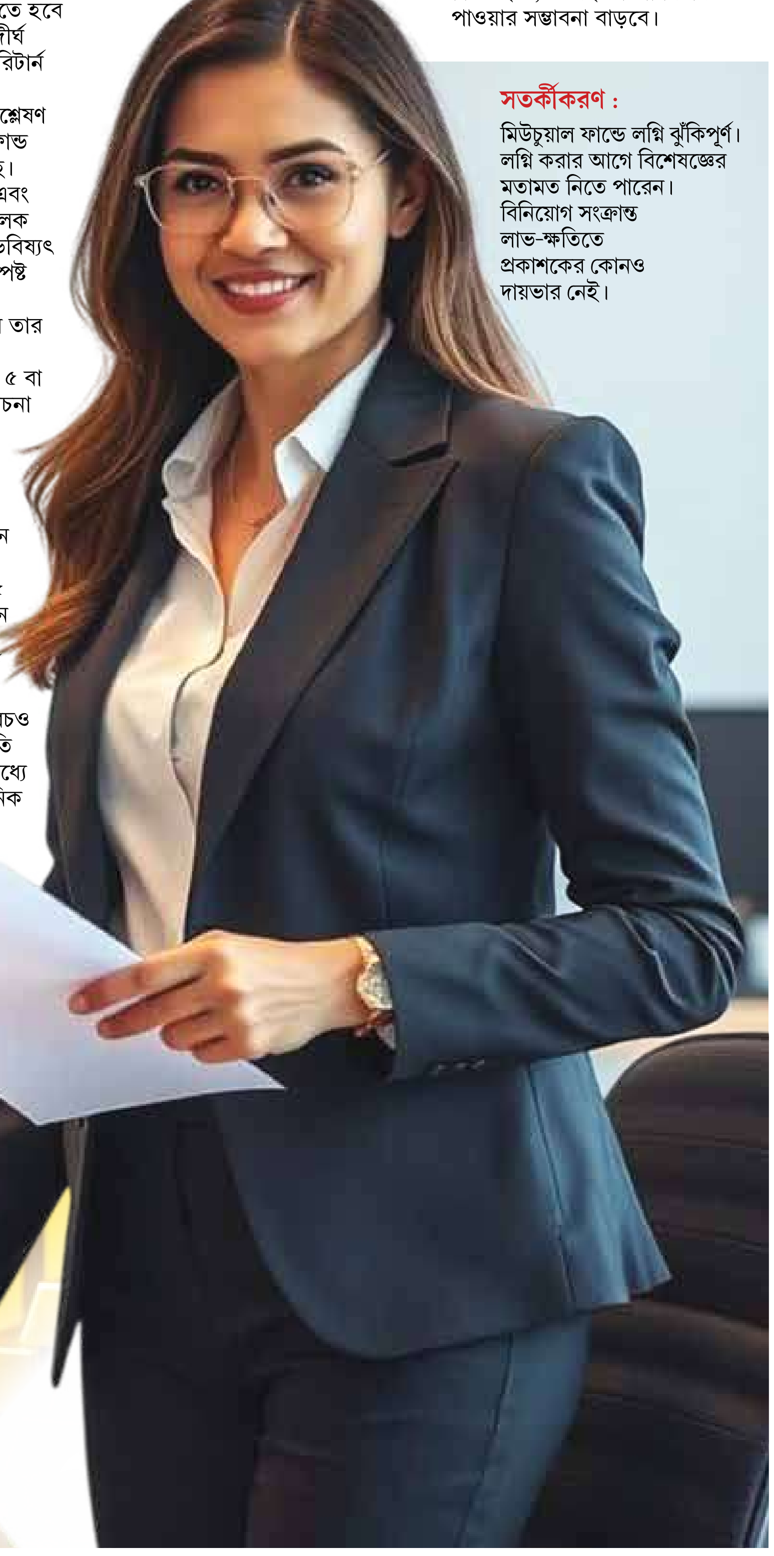

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ফের পতন দিয়ে চলতি সপ্তাহ শেষ করল ভারতীয় শেয়ার বাজার। এই নিয়ে টানা আট সপ্তাহ। চলতি সপ্তাহের চারদিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স মোট ১৯৮৬.০৪ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ৭১৯০৯.৭০ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ৭১৮.০৫ পয়েন্ট খুইয়ে পৌঁছেছে ২২৪২১.৯৫ পয়েন্টে। দুই সূচক গত এক বছরের সর্বনিম্ন অবস্থানের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। সেনসেক্স ও নিফটির গত এক বছরের সর্বনিম্ন অঙ্ক হল যথাক্রমে ৭১২৯২.৮৮ এবং ২২১৮২.৫৫ পয়েন্ট। পতনের এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী সপ্তাহে এক বছরের সর্বনিম্ন অঙ্কেরও নীচে নেমে যেতে পারে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। এমন আতঙ্কের পরিবেশে বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে লগ্নিকারীদের। যে কোনও ভুল পদক্ষেপ বড় লোকশানের কারণ হয়ে উঠতে পারে। মনে রাখতে হবে, বিগত ২৫ বছরে এই প্রথম টানা ৮ সপ্তাহ শেয়ার বাজারের পতন হয়েছে।

শেয়ার বাজারের এই পতনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েই চলেছে। এখনও অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের ওপরে রয়েছে। খুব শীঘ্র এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। যার জেরে শেয়ার বাজারে আস্থা কমছে লগ্নিরকারীদের। বিশ্বজুড়ে তাই শেয়ার বাজারগুলিতে সংশোধন চলছে। এই দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এর পাশাপাশি মার্কিন বন্ড ইল্ডের মূল্যবৃদ্ধি, ডলারের তুলনায় টাকার দামে পতনও সূচকের পতনে মদত দিয়েছে। সেপ্টেম্বরে বিদেশি লগ্নিকারীদের নাগাড়ে শেয়ার বিক্রিও সেনসেক্স-নিফটির পতনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

সেপ্টেম্বরে এক দফা সুদের হার বাড়িয়েছে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। চলতি বছরে আরও এক দফা সুদের হার বাড়াতে পারে তারা। এমন আবহে আগামী সপ্তাহে (৫-৭ অক্টোবর) বৈঠকে বসছে মনিটরি পলিসি কমিটি। এই বৈঠকে ০.২৫ শতাংশ রেপো রেট বাড়ানো হতে পারে। যা শেয়ার বাজারে আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আগামী সপ্তাহে থেকে দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ফল প্রকাশ শুরু করবে বিভিন্ন সংস্থা। প্রথম সারির সংস্থাগুলি ভালো ফল করলে ঘুরে দাঁড়াতে পারে শেয়ার বাজার। অন্যদিকে ফল প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলে সংশোধনের মাত্রা আরও গভীর হতে পারে।

অন্যদিকে চলতি সপ্তাহে সোনা-রুপোর দামে তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। আগামী কয়েক সপ্তাহ এই দুই মূল্যবান ধাতুর দামে বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনাও কম।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **সিইএসসি** : বর্তমান মূল্য-১৩১.৬২, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২০৪/১৩০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১২০-১৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৪৪৭, টার্গেট-১৯৫।

■ **এভালন টেক** : বর্তমান মূল্য-২২৮০.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৬১৮/৭৭৭, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২০০০-২১০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫২৫০, টার্গেট-২৭০০।

■ **হিন্দুস্থান জিঙ্ক** : বর্তমান মূল্য-৫৫৫.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৩৩/৪৫৩, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫১০-৫৪৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৩৪৫২৬, টার্গেট-৬৮০।

■ **এমসিএক্স** : বর্তমান মূল্য-৩২০৪.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪৮১/১৫৯৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৩০০০-৩১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮১৬৯৯, টার্গেট-৩৮০০।

■ **প্রিমিয়ার এনার্জি** : বর্তমান মূল্য-৮৭৮.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১১৩৪/৬৬০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৮০০-৮৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৯৮৫৯, টার্গেট-১১০০।

■ **টাটা কেমিক্যাল** : বর্তমান মূল্য-৬০৭.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯৪৪/৫৮০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৫৬০-৬০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫৪৮৪, টার্গেট-৮৯০।

■ **আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক** : বর্তমান মূল্য-৮০.৩৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৯/৫৮, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৭৫-৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৯৩১৮, টার্গেট-১১০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

বিশ্ববাজারে জোয়ার, ভারতীয় মার্কেটে ভাটা

আতঙ্কিত বিনিয়োগকারীরা

বোধিসত্ত্ব খান

ভারতীয় মার্কেটের এই পতন কি সত্যিই প্রত্যাশিত ছিল? জাপান, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া কিংবা আমেরিকার শেয়ার বাজার যেখানে বিগত কয়েক মাসে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিপুল সম্পদ সৃষ্টি করেছে, সেখানে ভারতীয় বাজার ক্রমাগত নীচে নেমেই চলেছে। ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে ভারতের নিফটি ইতিমধ্যেই ১৪.৫ শতাংশের বড় পতন দেখে ফেলেছে।

বিগত এক বছরে বেশ কিছু ভালো মানের কোম্পানির শেয়ারদরে মারাত্মক ধস নেমেছে। এর মধ্যে রয়েছে কেপিআইটি টেকনলজি (-৫৭.৩ শতাংশ), কেইসি ইন্টারন্যাশনাল (-৫৬ শতাংশ), হেগ (-৫৩.৪ শতাংশ), কেইনস টেকনলজি (-৫২.৫ শতাংশ), আইনক্স উইন্ড (-৫১.৬ শতাংশ), নিউজেন সফটওয়্যার (-৪৯.৩ শতাংশ), গডফ্রে ফিলিপস (-৪৫.২ শতাংশ), জেকে লক্ষ্মী সিমেন্ট (-৪৫.১ শতাংশ), জেনসার টেকনলজি (-৪৩.৫ শতাংশ), সুইগি (-৪৩ শতাংশ) এবং আরভিএনএল (-৪১.৮ শতাংশ)। আইটি খাতের পতন সবচেয়ে বেশি, যা প্রায় ২৫.২৯ শতাংশ। অন্যদিকে, অটো সেলসের দুর্বল পরিসংখ্যান আসার পর গত বৃহস্পতিবার বাজাজ অটো (-৭.৬২ শতাংশ), মারুতি (-৪.৮৬ শতাংশ), মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা (-৩.০৫ শতাংশ), বস (-৩.৪৪ শতাংশ) ও মাদারসন সুমি (-৩.৮২ শতাংশ) বড় পতনের মুখে পড়ে। রিয়েলটি খাতেই এবছর পতন দাঁড়িয়েছে ৪.৮৯ শতাংশে। বড় সংশোধনের মধ্যে দিয়ে চলেছে ইনসুরেন্স সেক্টরও। যা কেবল এক সপ্তাহেই ৪৮.০৫ শতাংশ পড়ে গিয়েছে।

হাসপাতাল খাতের স্টকগুলিতে বড় আঘাত হেনেছে সুপ্রিম কোর্টের কিছু কড়া পর্যবেক্ষণ। মাননীয় বিচারপতিদের বক্তব্য অনুযায়ী, বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল অনৈতিকভাবে রোগীদের কাছ থেকে ওষুধের অতিরিক্ত দাম আদায় করছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা জানান, যে ক্যানসারের ওষুধ ফ্যাক্টরি থেকে বেরোনোর সময় দাম থাকে ৩,০০০ টাকা, তা হাসপাতালগুলি প্রায় ন'গুণ বেশি দামে (২২,০০০ টাকায়) বিক্রি করছে। পাশাপাশি রোগীদের নির্দিষ্ট হাসপাতালের ফার্মেসি থেকেই ওষুধ কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে, যাকে বিচারপতিগণ 'দিনদুপুরে ডাকাতি' বলে অভিহিত করেছেন।

বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (এফআইআই) যেভাবে ভারতীয় বাজার থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। গত তিনদিনেই তারা ২৯,৬১২.৮৫ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে চলে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার নিফটি অল্পের জন্য ৫২ সপ্তাহের সর্বনিম্ন স্তর স্পর্শ করা থেকে বেঁচে গেলেও, বহু নামীদামি কোম্পানির শেয়ার এদিন ৫২ সপ্তাহের সর্বনিম্নে পৌঁছে যায়। এর মধ্যে রয়েছে পিবি ফিনটেক, মারুতি সুজুকি, সুইগি, ইউপিএল, অম্বুজা সিমেন্ট, সিজি কনজিউমার, আইআরএফসি, বেদান্ত, আইটিসি, চম্বল ফার্টিলাইজার, আরভিএনএল, হিন্দুস্থান ইউনিলিভার, জিও ফিন্যান্সিয়াল, রিলায়েন্স ও ওএনজিসি।

ভারতীয় অর্থনীতির জন্য এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ডলার এবং অপরিশোধিত তেলের মেলবন্ধন। ব্রেন্ট ক্রুড লাগাতার ১০০ ডলার প্রতি ব্যারেলে ট্রেড করছে এবং কেবল ২০২৬ সালেই এর দাম বেড়েছে ৫৫.৫২ শতাংশ। বিগত এক বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার দর ৮৮.৭২ টাকা থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ৯৬.১০ টাকায়। ৩০ বছরের ইউএস ট্রেজারি ইল্ড বেড়ে হয়েছে ৫.৬১ শতাংশ।

তবে চলতি মন্দার বাজারেও প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (আইপিও) খাত বিনিয়োগকারীদের ভালো রিটার্ন ও লিস্টিং গেন দিয়েছে। নতুন তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির মধ্যে টেম্পসানস ইনস্ট্রুমেন্টস (১১১.১৩ শতাংশ), ইএসডিএস সফটওয়্যার (৭৬.৪৬ শতাংশ), অ্যাড্রয়েট ইন্ডাস্ট্রি (৭৫.৩৭ শতাংশ), মানিভিউ (৬১.৭৬ শতাংশ), এবং ললিতা জুয়েলারি (৩১.৮৪ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য পারফর্ম করেছে।

পরের সপ্তাহ থেকেই ভারতীয় কোম্পানিগুলির দ্বিতীয় কোয়ার্টারের আর্থিক ফলাফল প্রকাশিত হতে শুরু করবে। পুরো অক্টোবর মাস জুড়েই বিনিয়োগকারীদের নজর থাকবে এই কর্পোরেট ফলাফলের দিকে, যা বাজারের পরবর্তী গতিপথ নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখবে।

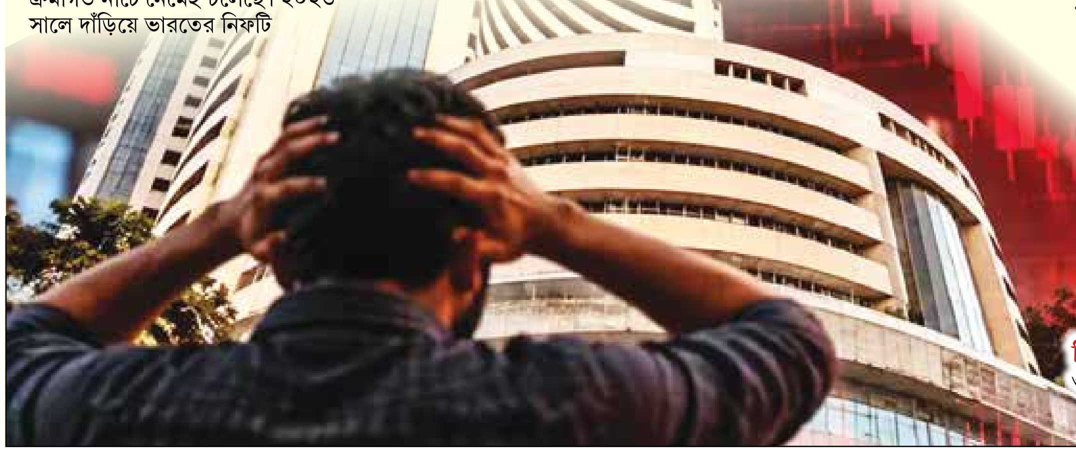

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

লক্ষ্যভেদ

‘লক্ষ্যভেদ’-এর নতুন সংখ্যায় আপনাকে স্বাগত! মহাকাশ গবেষণায় স্পেস টেকনলজিতে কীভাবে কেরিয়ার গড়বেন, রইল তার সুলুকসন্ধান। পাশাপাশি থাকছে কর্পোরেট আইনের জগতে সাইবার ল’ থেকে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি নিয়ে নতুন পেশার খবর। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য ‘নেগোসিয়েশন স্কিল’ এবং আপনাদের জিজ্ঞাসা নিয়ে থাকছে এক্সপার্ট কর্নার।

স্কিল অফ দ্য উইক

স্কিল : চুক্তিতে জেতার কৌশল

'নেগোসিয়েশন' শব্দটির বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় দরাদরি বা রফা করা। অনেকেই মনে করেন এই স্কিলটি শুধু যাঁরা ব্যবসা করেন বা বাজারে কেনাকাটা করেন, তাঁদেরই কাজে লাগে। কিন্তু আধুনিক কর্পোরেট জগতে নিজের কেরিয়ারের গ্রাফকে ঊর্ধ্বমুখী রাখার জন্য এই নেগোসিয়েশন স্কিল একটি ব্রহ্মাস্ত্র। নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময় বেতনের প্যাকেজ নির্ধারণ করা থেকে শুরু করে, ক্লায়েন্টের সঙ্গে কোনো প্রজেক্টের বাজেট ঠিক করা—সব ক্ষেত্রেই আপনার এই দক্ষতা সরাসরি আপনার সাফল্য নির্ধারণ করে।

নেগোসিয়েশন মানে তর্ক করে অন্যকে হারিয়ে দেওয়া বা জোর করে নিজের মত চাপিয়ে দেওয়া নয়। প্রকৃত নেগোসিয়েশন হলো এমন একটি আলোচনা, যেখানে দুই পক্ষই নিজেদের লাভ বা 'উইন-উইন সিচুয়েশন' (Win-Win Situation) খুঁজে পায়। এর জন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন সামনের মানুষের চাহিদা এবং সীমাবদ্ধতাগুলোকে মন দিয়ে শোনা এবং বোঝা। আপনি যখন নিজের জন্য বেতন বা কোনো সুযোগ-সুবিধার দাবি করছেন, তখন তার স্বপক্ষে সঠিক তথ্য এবং যুক্তির প্রস্তুতি রাখাটা বাধ্যতামূলক। নার্ভাস না হয়ে, অত্যন্ত শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে নিজের দাবি পেশ করা এই স্কিলের মূল ভিত্তি। পাশাপাশি, কোন জায়গায় ছাড় দিতে হবে এবং কোথায় নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে হবে, সেই সূক্ষ্ম সীমারেখাটা বুঝতে পারাই একজন দক্ষ নেগোসিয়েটরের সবচেয়ে বড় পরিচয়।

মহাকাশ গবেষণায় নতুন যুগ

স্পেস টেকনলজিতে কেরিয়ারের সুযোগ

চন্দ্রযান-৩ বা আদিত্য এল-১ এর অভাবনীয় সাফল্যের পর ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মহাকাশ বিজ্ঞান বা স্পেস টেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনা করার আগ্রহ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একটা সময় ছিল যখন মহাকাশ নিয়ে কাজ করা মানেই সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল শুধুমাত্র মহাকাশচারী বা অ্যাস্ট্রোনট হওয়া। কিন্তু বাস্তব চিত্রটি এর চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যময়। মহাকাশে একটি রকেট বা স্যাটেলাইট পাঠানোর পেছনে হাজার হাজার বিজ্ঞানীর নিরলস পরিশ্রম এবং নিখুঁত প্রযুক্তিগত হিসাব জড়িয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে ভারত সরকারের নতুন স্পেস পলিসির কারণে এই ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের পথ সম্পূর্ণ খুলে গেছে। স্কাইরুট অ্যারোস্পেস বা অগ্নিকুলের মতো দেশীয় প্রাইভেট স্পেস স্টার্টআপগুলো এখন নিজস্ব রকেট এবং স্যাটেলাইট তৈরি করছে। এর ফলে আগামী দশকে স্পেস টেকনোলজি এবং অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে লক্ষাধিক নতুন এবং অত্যন্ত উচ্চ বেতনের কর্মসংস্থান তৈরি হতে চলেছে। যাঁরা মহাকাশের অসীম রহস্য ভেদ করতে চান এবং একই সঙ্গে একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা খুঁজছেন, তাঁদের জন্য এটি এক সুবর্ণ সুযোগ।

স্পেস টেকনোলজি কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়, এটি ফিজিক্স, অঙ্ক, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটার সায়েন্সের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে মূলত কয়েক ধরনের পেশাদারদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। প্রথমত, অ্যারোস্পেস এবং অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, যাঁরা রকেট বা স্যাটেলাইটের বাহ্যিক কাঠামো, প্রোপালশন সিস্টেম এবং অ্যারোডায়নামিক্স ডিজাইন করেন। দ্বিতীয়ত, অ্যাভিওনিক্স এবং ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার, যাঁদের কাজ হলো মহাকাশযানের ভেতরের সেন্সর, নেভিগেশন এবং পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য টেলিমেট্রি সিস্টেম তৈরি করা। তৃতীয়ত, মেটিরিয়াল সায়েন্টিস্ট, যাঁরা রকেটের বাইরের খোলস তৈরির জন্য এমন ধাতু বা যৌগ আবিষ্কার করেন যা মহাকাশের চরম তাপ এবং চাপ সহ্য করতে পারে। এছাড়া মহাকাশ থেকে পাঠানো বিপুল পরিমাণ তথ্য বা ছবি বিশ্লেষণ করার জন্য ডেটা সায়েন্টিস্ট এবং ইমেজ প্রসেসিং বিশেষজ্ঞদেরও সমানভাবে প্রয়োজন হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়াও মহাকাশে কেরিয়ার

এই রোমাঞ্চকর পেশায় প্রবেশের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার নির্দিষ্ট এবং অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পথ রয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং অঙ্ক (PCM) নিয়ে পড়াশোনা করাটা এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো (ISRO)-তে সরাসরি বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দেওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো তিরুবনন্তপুরমে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (IIST)-তে ভর্তি হওয়া। জয়েন্ট এন্ট্রান্স অ্যাডভান্সড (JEE Advanced) পরীক্ষার র‍্যাংকের ভিত্তিতে এই প্রতিষ্ঠানে চার বছরের বি.টেক ইন অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন (অ্যাভিওনিক্স) কোর্সে সুযোগ পাওয়া যায়। এখান থেকে নির্দিষ্ট গ্রেড পেয়ে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের ইসরো সরাসরি নিয়োগ করে নেয়। এছাড়া দেশের আইআইটি (IIT) এবং এনআইটি (NIT)-গুলো থেকেও মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল বা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বি.টেক করার পর ইসরোর নিজস্ব সেন্ট্রালাইজড পরীক্ষার (ICRB) মাধ্যমে বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

জ্যোতির্পদার্থবিদ্যায় গবেষণার সুযোগ

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বাইরে যাঁরা প্রথাগত বিজ্ঞান বা বেসিক সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চান, তাঁদের জন্যও মহাকাশ গবেষণায় চমৎকার সুযোগ রয়েছে। ফিজিক্স বা অঙ্ক নিয়ে বি.এসসি করার পর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বা জ্যোতির্পদার্থবিদ্যায় মাস্টার্স এবং পিএইচডি করলে বিভিন্ন জাতীয় গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করা যায়। পুণের ইন্টার-ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (IUCAA) বা বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (IIA)-এর মতো বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানগুলোতে মহাকাশের ব্ল্যাকহোল, গ্যালাক্সির গঠন বা ডার্ক ম্যাটার নিয়ে প্রতিনিয়ত অত্যন্ত উন্নত স্তরের গবেষণা চলছে। এই ধরনের গবেষণাধর্মী কাজে মেধার পাশাপাশি প্রচুর ধৈর্য এবং বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে নাসা (NASA) বা ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির (ESA) মতো সংস্থাতেও ভারতীয় গবেষকদের প্রচুর কদর রয়েছে। মহাকাশ বিজ্ঞানের এই নতুন যুগে সঠিক শিক্ষা এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকলে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নকে অনায়াসেই বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব।

আইন শিক্ষায় নতুন দিগন্ত

সাইবার ল’ থেকে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি

আইনজীবী বা উকিল শব্দটা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কালো কোট পরিহিত কোনো ব্যক্তির ছবি, যিনি আদালতে দাঁড়িয়ে সওয়াল-জবাব করছেন। কিন্তু একুশ শতকের গ্লোবালাইজেশন এবং ব্যবসার বিপুল বিস্তারের ফলে আইন পেশার এই সনাতনী ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বর্তমানে আইন নিয়ে পড়াশোনা করা মানেই শুধু প্রথাগত আদালতে প্র্যাকটিস করা নয়। বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানি, ব্যাঙ্ক এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলোতে এখন দক্ষ লিগ্যাল অ্যাডভাইসার বা কর্পোরেট আইনজীবীদের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত জটিল চুক্তি তৈরি করা, দুটি কোম্পানির সংযুক্তিকরণ বা মার্জার অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন (M&A) পরিচালনা করা এবং আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি মেনে কোম্পানির আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এই কর্পোরেট আইনজীবীরাই করে থাকেন। প্রথাগত আইনি পেশার তুলনায় কর্পোরেট সেক্টরে কাজের পরিবেশ যেমন ঝাঁ চকচকে, তেমনই এখানে শুরুর দিকের বেতনও আকাশছোঁয়া।

স্পেশালাইজড আইনের চাহিদা

কর্পোরেট আইনের জগতে বর্তমানে বেশ কিছু নতুন এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় শাখা তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস (IPR) বা মেধা স্বত্ব আইন। কোনো কোম্পানি যখন নতুন কোনো প্রযুক্তি, লোগো, বা ওষুধ আবিষ্কার করে, তখন সেগুলোকে পেটেন্ট বা ট্রেডমার্কের মাধ্যমে সুরক্ষিত করার দায়িত্ব থাকে আইপিআর আইনজীবীদের ওপর। এছাড়া ডিজিটাল যুগে সাইবার অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সাইবার ল' বা তথ্যপ্রযুক্তি আইন এখন সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক। হ্যাকিং, ডেটা চুরি বা অনলাইন আর্থিক প্রতারণার মতো ঘটনাগুলোতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সাইবার আইন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়া কর্পোরেট সংস্থাগুলোর এক পা এগোনোর উপায় থাকে না। পাশাপাশি ট্যাক্সেশন ল' বা কর সংক্রান্ত আইন এবং স্পোর্টস ল'-এর মতো স্পেশালাইজড বিষয়গুলোতেও এখন কাজের সুযোগ হু হু করে বাড়ছে।

এই আধুনিক এবং মর্যাদাপূর্ণ পেশায় প্রবেশের জন্য উচ্চমাধ্যমিকের পর কমন ল' অ্যাডমিশন টেস্ট বা ক্ল্যাট (CLAT) পরীক্ষা দেওয়াটা সবচেয়ে ভালো বিকল্প। এই সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে দেশের প্রথম সারির ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটি (NLU)-গুলোতে পাঁচ বছরের ইন্টিগ্রেটেড বিএ এলএলবি (BA LLB) বা বিকম এলএলবি (BBA LLB) কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। এছাড়া স্নাতক হওয়ার পর বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন বছরের এলএলবি কোর্স করেও এই পেশায় আসা সম্ভব। দেশের শীর্ষস্থানীয় ল' ফার্ম যেমন অমরচাঁদ মঙ্গলদাস, খৈতান অ্যান্ড কোং বা ট্রাইলিগ্যাল-এর মতো সংস্থাগুলো প্রতি বছর এই ল' স্কুলগুলো থেকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অত্যন্ত উচ্চ বেতনের প্যাকেজে নিয়োগ করে থাকে। আইন পেশায় সফল হওয়ার জন্য প্রখর যুক্তিবিদ্যা, চমৎকার ইংরেজি কমিউনিকেশন স্কিল এবং যেকোনো জটিল বিষয়কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার সহজাত ক্ষমতা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

এক্সপার্ট কর্নার

রোহন ঘোষ, শিলিগুড়ি : আমি এ বছর কমার্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছি। আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (CA) হতে চাই। এর জন্য আমাকে কী করতে হবে?

উত্তর : রোহন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি ভারতের অন্যতম সম্মানজনক এবং অত্যন্ত চাহিদাসম্পন্ন একটি পেশা। উচ্চমাধ্যমিক পাসের পরই তুমি ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (ICAI)-তে ‘সিএ ফাউন্ডেশন’ (CA Foundation) কোর্সের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারো। ফাউন্ডেশন পরীক্ষা পাস করার পর তোমাকে ‘সিএ ইন্টারমিডিয়েট’ (CA Intermediate) কোর্সে ভর্তি হতে হবে। ইন্টারমিডিয়েট স্তরের অন্তত একটি গ্রুপ পাস করার পর কোনো রেজিস্টার্ড চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের অধীনে তিন বছরের প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং বা ‘আর্টিকেলশিপ’ করা বাধ্যতামূলক। এরপর চূড়ান্ত বা সিএ ফাইনাল (CA Final) পরীক্ষা পাস করলেই তুমি একজন সার্টিফাইড চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে প্র্যাকটিস করতে পারবে।

প্রিয়া সেন, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর : নিউট্রিশন ও ডায়েটেটিক্স নিয়ে পড়লে কাজের সুযোগ কেমন?

উত্তর : প্রিয়া, মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আগ্রহ বাড়ার ফলে ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনিস্ট বা ডায়েটিশিয়ানদের চাহিদা এখন তুঙ্গে। উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি থাকলে তুমি বি.এসসি ইন নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়েটেটিক্স কোর্সে ভর্তি হতে পারো। কোর্স শেষে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, স্পোর্টস অথরিটি, ফিটনেস সেন্টার এবং ওজন কমানোর ক্লিনিকগুলোতে কাজের প্রচুর সুযোগ থাকে। এছাড়া অভিজ্ঞতা অর্জনের পর তুমি নিজস্ব ডায়েট ক্লিনিক খুলে স্বাধীনভাবে কনসালটেন্সিও করতে পারো, যা বর্তমানে অত্যন্ত লাভজনক।

শ্রেয়সী রায়, জলপাইগুড়ি : আমি ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে পড়তে আগ্রহী, কিন্তু আমার আঁকার হাত খুব একটা ভালো নয়। আমি কি এই কোর্সে সফল হতে পারব?

উত্তর : শ্রেয়সী, ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কেচিং বা আইডিয়া কাগজে ফুটিয়ে তোলার জন্য কিছুটা আঁকার ধারণা থাকা ভালো, তবে সেটা কোনো শিল্পীর মতো নিখুঁত না হলেও চলে। বর্তমান যুগে হাতে আঁকার চেয়ে কম্পিউটারে বিভিন্ন ডিজাইন সফটওয়্যার (যেমন অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর বা কোরেল ড্র)-এর ব্যবহার অনেক বেশি হয়। তোমার যদি রঙের ব্যবহার, কাপড়ের মেটিরিয়াল এবং নতুন ট্রেন্ড সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকে, তবে তুমি অনায়াসেই এই ফিল্ডে সফল হতে পারবে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি (NIFT)-এর মতো প্রতিষ্ঠানে তুমি প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারো।

আপনার মনেও কি কেরিয়ার নিয়ে কোনও প্রশ্ন আছে? লিখে পাঠান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে (৯০৬৪৮৪৯০৯৬) বা ইমেল করুন :

ubscareeroption@gmail.com

বৃষ্টি উপেক্ষা করে সাম্বার ছন্দে মাতল শহর

সন্ধেবেলা তেড়ে বৃষ্টি নেমেছিল। কিন্তু তা বলে কি নিজের দেশের সঙ্গে ৫ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের খেলা মিস করা যায়? বৃষ্টি মাথায় করেই সাম্বার জাদু দেখলেন শহরের মানুষ। চলল আলোচনা। ভারত একটাও গোল না করতে পারায় থাকল খানিক আক্ষেপও।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : রায়ান উইলিয়ামস তখন বল নিয়ে একদম ব্রাজিলের গোলপোস্টের সামনে চলে গিয়েছেন। গোলের আশায় বাঘা যতীন পার্কে চেয়ার ছেড়ে

দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন লব বরদেওয়া। শেষপর্যন্ত বল মাঠের বাইরে বেরিয়ে যায়। গোল না হওয়ায় খানিক হতাশ হলেও, লবের মুখে চওড়া হাসি লেগে ছিল। তিনি বলেন, 'ফুটবল বিশ্বকাপ চলাকালীনই ভেবেছিলাম, একবার যদি ভারত আর ব্রাজিলের মধ্যে ম্যাচ হয়। আশাপূরণ হল আজ।'

শনিবার সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল ভারতীয় ফুটবল দলের সঙ্গে খেলতে নেমেছিল। সরকারি উদ্যোগে বাঘা যতীন পার্কে ওই ম্যাচ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বৃষ্টি উপেক্ষা করেও অনেক মানুষ এদিন ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন। সবাই

বাঘা যতীন পার্কে পর্দায় ভারত-ব্রাজিল ম্যাচ দেখছেন দর্শকরা।

চেয়েছিলেন ভারত অন্তত একটা গোল করুক। ৪-০-তে ব্রাজিল এই ফ্রেন্ডলি ম্যাচ জিতলেও, ভারতের খেলা দেখে দর্শকরা খুশি হয়েছেন।

কলেজ থেকে ফিরে পোশাক পরিবর্তন করেই খেলা দেখতে চলে এসেছিলেন মোহক সরকার। তখন হাফটাইম হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার নামবে না দেখে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন মোহক। তবে তিনি বলেন, 'মনবীর সিং, সাহালদের সঙ্গে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, মারকুইনহোসরা বল দখলের লড়াইয়ে নামছে। এই ম্যাচ কী করে মিস করি বলুন।'

ম্যাচ চলাকালীন মনবীর, রায়ানরা বল নিয়ে ব্রাজিল গোলপোস্টের কাছে যেতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন দর্শকরা। ম্যাচ দেখার ফাঁকে ফাঁকে চলল সেলফি তোলা। রিলস বানানোর দৃশ্যও চোখে পড়ল।

ছেলেকে খেলা দেখানোর জন্য এদিন আগেভাগেই কাজ থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন বিজয় হালদার। রেইনকোট পরে ছেলেকে নিয়ে খেলা দেখছিলেন বিজয়। ব্রাজিল সমর্থক বিজয় অবশ্য এদিন ভারতের হয়েই গলা ফাটিয়েছেন।

অভিষেক রায় এবং অরিন্দম ভট্টাচার্য এদিন ব্রাজিলের জার্সি পরে খেলা দেখতে এসেছিলেন। অরিন্দম বলেন, 'আমরা ভিনিসিয়াসদের ফ্যান। ব্রাজিল ভারতে খেলতে এসেছে তাই এই জার্সি পরে এসেছি। কিন্তু সাপোর্ট করছি ভারতকে।' হাফটাইমে একে অপরের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন দুই বন্ধু সায়ন্তন দাস এবং প্রিয়াংশু নার্জিনারি। সায়ন্তনের কথায়, 'এই খেলা আয়োজন করতে অনেক টাকা খরচ হয়েছে। এত টাকা গ্রাসরুট লেভেলে বিনিয়োগ করলে আখেরে ভারতীয় ফুটবলের লাভ হত।' প্রিয়াংশু বলেন, 'ভারতীয় ফুটবলারদের ইন্টারন্যাশল এক্সপোজার দিতে এই ধরনের ম্যাচ আরও আয়োজন করা উচিত।'

খেলা চলাকালীন চলল স্মৃতিচারণ। থাকল আক্ষেপও। প্রবীণ ফুটবলপ্রেমী রতন দাস বলেন, 'ব্রাজিলের নতুন প্লেয়ারদের মধ্যে সাম্বার সেই চেনা ছন্দ নেই। ভারতেও আর শ্যাম থাপাদের মতো প্লেয়ার কই।'

শততম পুজোয় বসে আঁকো

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : শহরের ঐতিহ্যবাহী মিত্র সম্মিলনীর ১০০তম শারদোৎসব উপলক্ষ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়ার সময়সীমা আরও তিনদিন বাড়ল। শনিবার সন্ধ্যায় সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য এই খবর জানিয়ে বলেন, 'চিত্রকলাচর্চায় নিযুক্ত শহরের সমস্ত প্রান্তের শিক্ষার্থী শিল্পীদের এই শতবার্ষিকী উদ্যোগে শামিল করতেই আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত নাম দেওয়ার সময় বাড়ানো হয়েছে।' মিত্র সম্মিলনীর পুরোনো দিনের অন্যতম কর্ণধার সুশীলচন্দ্র রাহার স্মৃতিতে বয়সভিত্তিক চারটি বিভাগের এই প্রতিযোগিতার এবারের বিষয় 'যেমন খুশি', 'হাট বসেছে শুক্রবারে, বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে', 'শিউলির ডালে কুঁড়ি ভরে এল, টগর ফুটিল মেলা' এবং 'সিঁদুরখেলা'। প্রতিযোগিতাটি হবে ১১ অক্টোবর বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মিত্র সম্মিলনী প্রাঙ্গণে। ইচ্ছুক প্রতিযোগীরা প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত সাড়ে ৮টার মধ্যে মিত্র সম্মিলনীর কার্যালয়ে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন।

গ্রেপ্তার ৩

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : ৭৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত সাধন রায় ও অঞ্জলি কর্মকার সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। তাঁরা এবং কনক রায় দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা। শনিবার বিকেলে পুলিশের কাছে খবর আসে, জংশনের গুরুংবস্তি মোড় সংলগ্ন এলাকায় তিনজন সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছে। পুলিশ এরপর সেখানে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তল্লাশিতে তাঁদের ব্যাগ থেকে তিনটি পার্সেলে মোট ৭৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়। পুলিশ জানিয়েছে, গাজোল থেকে ওই তিনজন ব্রাউন সুগার নিয়ে শিলিগুড়িতে এসেছিল। এই মাদক কাদের কাছে পাচার করার কথা ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : মাটিগাড়া থানার শিবমন্দিরে একটি বেসরকারি ব্যাংক থেকে এসির যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনায় নিক্কি দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দু'দিনের পুলিশ হেপাজত শেষে শনিবার ফের অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ২২ সেপ্টেম্বর চুরি হলেও ২৮ সেপ্টেম্বর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর কুমোরটুলির বাসিন্দা নিক্কিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

দর্জির দুয়ার হাউসফুল

দিনভর চলছে মেশিনের খটখট। একদিকে অর্ডারের পাহাড়, অন্যদিকে শেষমুহূর্তের খদ্দেরের আবদার। কেউ ডাবল টাকা দিতে রাজি, কেউ অষ্টমীর সকালে ডেলিভারি নিলেও চলবে বলছেন। তবু মন গলছে না দর্জিমশাইয়ের। পুজোর বাজারে খদ্দেরের চেয়ে কদর বেশি দর্জিরই! লিখলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

পুজোর সাজগোজ

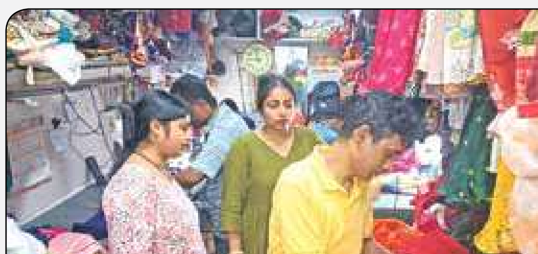

-কাকু এই শাড়িটা নাও, ফলস, পিকো লাগিয়ে ব্লাউজ ষষ্ঠীর আগে তৈরি করে দিতে হবে প্লিজ...

তরুণী একগাল হাসি নিয়ে কথাগুলো অনর্গল বলে গেলেন বটে, কিন্তু জবাব এল বেশ গুরুগম্ভীর গলায়। স্কেল-পেন্সিল দিয়ে একটি কাগজে কিছু আঁকতে আঁকতে 'দর্জিকাকু' চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বিরক্তির সুরে সপাটে জবাব দিলেন 'হবে না। এখন দিলে কালীপুজোর আগে কিস্যু পাবেন না। দুর্গাপুজোর জিনিস বানাতে হলে আরও দিনপনেরো আগে আসতে হত।'

এরপর আহ্লাদ জড়ানো গলায় বর্ষা তালুকদার বলে উঠলেন, 'অনলাইনে অর্ডার দিয়েছিলাম, আজই এল। প্লিজ কাকু দাও না। আচ্ছা, ষষ্ঠীতে চাই না। অষ্টমীর রাতে পরব, তুমি সেদিন সকালে দিলেও হবে।'

না, নয়া প্রস্তাব শুনেও মন গলল না প্রবীণের। বর্ষাকে পাত্তা না দিয়ে তিনি কারিগরদের সঙ্গে জরুরি আলোচনা শুরু করলেন। বলতে শোনা গেল, 'লাল-হলুদ শাড়িটার ফলস লাগানো হয়েছে তো, উনি কিন্তু আজই নিতে আসবেন।'

শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে একটি গলির ভেতরে ওপরের ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। পুজোর আগে এই ছবি শুধু এক দোকানে নয়, বরং প্রায় প্রতিটি দর্জির দুয়ারে।

ছেলেরা বেশিরভাগ রেডিমেড পোশাক কেনেন। তবে, মেয়েদের সাজগোজ পারফেক্ট করতে অনেক ঝক্কি পোহাতে হয়। শাড়ির ব্লাউজ তৈরি, ফলস-পিকো করা, ব্লাউজে লটকান-লেস লাগিয়ে নিজের মনের মতো নকশা করা।

■ শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, বিধান মার্কেট ও ঘোগোমালির বহু দর্জির দোকানে পুজোর নতুন অর্ডার নেওয়া বন্ধ

■ এক-দেড় মাস আগে থেকে মহিলাদের পোশাকের বিপুল চাপে দর্জিদের দম ফেলার ফুরসত নেই

■ অনলাইনে কিনে অনেক মহিলা শেষমুহূর্তে বাড়তি টাকা দিয়েও কাজ করাতে পারছেন না

■ সকাল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত অবিরাম সেলাই মেশিন চালিয়ে কাজ সামলাচ্ছেন দর্জিরা

সালোয়ার, কুর্তির মাপজোখ ঠিক করে নেওয়া। প্রয়োজনে তাতেও কিছু জিনিস আলাদাভাবে লাগিয়ে নেয় অনেকে। তাই দুর্গাপুজোর এক থেকে দেড় মাস আগে থেকে অর্ডারের চাপ বাড়তে থাকে দর্জির দোকানে। বহুক্ষেত্রে একবারে পোশাক ফিট হয় না। আবার দে ছুট দর্জির কাছে।

বর্ষার মুখ থেকে হাসি উবে গিয়েছে ততক্ষণে। দোকান থেকে বেরিয়ে মনখারাপের সুরে বললেন, 'এবার তো রেডিমেড ব্লাউজ ছাড়া উপায় নেই। আমার পারফেক্ট ফিট হবে, এমন মাপ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রেডিমেড কেনার পর দর্জির কাছে নিয়ে গেলে তো আর ছুঁয়ে দেখবে না। কী যে বিপদে পড়লাম!'

পেশায় দর্জি ঘোগোমালির বিশ্বনাথ রায়ের দোকানে বছরের বাকি সময় কারিগররা কার্যত বসে বসে মাছি তাড়ান। এখন অবশ্য সবাই সেলেব্রিটি। বিশ্বনাথ তো বটে, কারিগরদেরও কথা বলার ফুরসত নেই। খটখট শব্দে মেশিন চলছে সকাল থেকে। চলে রাত ১২টা অবধি।

দুপুরে সেখানে গিয়ে হাজির স্বপ্না বর্মন। সালোয়ার নিতে এসেছেন। বিশ্বনাথ তখন অন্য একজনের হাতে ব্যাগে ভরা জামাকাপড় দিয়ে টাকা গুনছেন। স্বপ্নার থেকে স্লিপ নিয়ে দেখে বললেন, 'আপনার তো সময়ই হয়নি, কাল আসবেন।'

স্বপ্না জানতে চাইলেন, কাজ শুরু হয়েছে কি না?

এদিক-ওদিক দেখে একটি চালের বস্তার ভেতর থেকে টেনে সালোয়ারটি বের করে মাথা চুলকে বিশ্বনাথ বললেন, 'হবে হবে, চিন্তা করবেন না।'

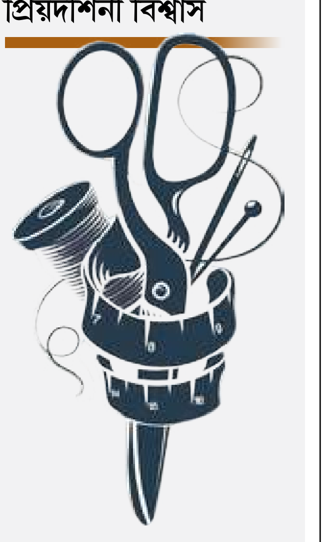

স্বপ্না এবার ভাগ করে নিলেন তিক্ত অভিজ্ঞতা, 'গতবারও এমন হয়েছিল। ডেলিভারি ডেটে এলে পাওয়া যায় না। ৪৫ মিনিট ধরে আমার শাড়ি আর ব্লাউজ খুঁজেছিল সবাই, তারপর আরও তিনদিন পর সেগুলি পেয়েছি। এবার তাই আগে এসে মনে করিয়ে দিলাম।'

পাড়ার দর্জি-কে বছরের মাঝসময়ে মৌসুমি বণিক বলে রেখেছেন, পুজোর সময় বেশি টাকা নিয়ে তাঁর মেয়েদের শাড়ির ব্লাউজ বানিয়ে দিতে হবে। মৌসুমি তাই নিশ্চিন্ত। পায়েল সাহা অবশ্য একই পন্থা নিতে গিয়েছিলেন বিধান মার্কেটে। কিন্তু, প্রায় ডাবল টাকা দিয়েও দর্জির সময় কিনতে পারেননি।

অমল দাসের যুক্তি, 'গাদা গাদা কাজ জমে, আগে সেগুলি দিয়ে বাঁচি। দুর্গাপুজোর জন্য আর একটি অর্ডারও নিতে পারব না।'

অমল হেসে বললেন, 'রাতে স্বপ্নেও আজকাল সেলাই-সুতো দেখছি।' অন্যদিকে, নতুন জামা নিয়ে জেগেও দুঃস্বপ্ন দেখছেন পায়েলরা।

নদীর চরে উঠছে দোকানঘর। -সংবাদচিত্র

জোড়াপানির চর দখল চলছেই

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : ঘোগোমালির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া জোড়াপানির ধার ঘেঁষে ফের শুরু হয়েছে দখলদারি। বাম-তৃণমূল জমানায় নদীর চর দখল করে একের পর এক অবৈধ নির্মাণ গড়ে উঠেছে। বিরোধী হিসেবে এই ইস্যুতে বারবার সোচ্চার হয়েছে বিজেপি। অথচ ক্ষমতায় আসতেই প্রতিবাদের সুর যেন হারিয়ে গিয়েছে কোথাও। পদ্ম শিবিরের এমন ভূমিকায় হতাশ আম আদমি। তাঁদের কটাক্ষ, একজনের দখলদারিতে বাধা না এলে, স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহ পাবেন বাকিরা।

৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে ঘোগোমালি ব্রিজের পাশেই নদীর ধার ঘেঁষে চলছে এমন এক নির্মাণ। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কাজটি শুরু হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস আমলে। তখন চারপাশ টিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। কিছুটা কাজ এগোনোর পর বন্ধ রাখা হয়, তাই বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি হইচই হয়নি।

রাজ্যে পালাবদলের পর ফের জোর গতিতে বহুতলের কাজ শুরু হয়েছে। এখন সেটা রাস্তা থেকেই দৃশ্যমান। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল, সেই ব্যবসায়ী রাম সাহা জানালেন, তিনি ওখানে দশকর্মার সামগ্রী রাখবেন।

নির্মাণের মাথায় টিনের চালা থাকবে, তাই পুরনিগমের থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি। রামের দাবি, 'প্রাক্তন কাউন্সিলার অলোক ভক্ত আমাকে বলেছিলেন, নদীর চর থেকে অন্তত আড়াই ফুট জায়গা ছেড়ে কাজ করতে হবে। আমি ৫ ফুট জায়গা ছেড়েছি।' যদিও অলোক বলছেন, 'এই নির্মাণ একেবারে নতুন, আমার সময়ে কাজ হয়নি। একমাত্র পুরনিগমের অনুমতি থাকলেই তিনি কাজ করতে পারেন।'

নদীর চর ঘেঁষে আদৌ কি কাজ করা উচিত? রামের সাফাই, 'আশপাশে তো সবাই এভাবে কাজ করেছে এতদিন।'

-যদি প্রশাসন আপনার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে?

রামের সাফ কথা, 'সকলের বিরুদ্ধেই তবে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আমার একার বিরুদ্ধে কেন হবে।'

অর্থাৎ, নিয়ম ভাঙাই যেন নিয়ম এখানে।

এই জায়গা নিয়েও বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। নিজেকে মালিক বলে দাবি করা ব্যক্তির দাবি, জমির নথিপত্র রয়েছে। যদিও সেদিন তিনি সেই কাগজ দেখাননি।

রাম স্বপক্ষে একের পর এক যুক্তি খাড়া করলেও ব্যবসায়ীদের একাংশ বলছে, গাফিলতি প্রশাসনের। কয়েকজন দোকানদার সেই সুযোগটুকু নিচ্ছেন। ঝামেলা এড়াতে স্থানীয়দের কেউই এব্যাপারে মুখ খুলতে চাইছিলেন না। পরে নাম না প্রকাশের শর্তে ঘোগোমালির এক বাসিন্দা মুচকি হেসে বললেন, 'এই দখলদারি কি আজকের? নতুন সরকার এল, তারপরও বহালতবিয়তে কাজ চলছে।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তিনি নির্দিষ্ট নির্মাণটি দেখে আসবেন। পরে ফের একদিন যোগাযোগ করা হলে শিখা জানান, জোড়াপানি নদী সংলগ্ন এলাকায় তিনি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তবে ঘটনাস্থলে কেউ না থাকায় কথা হয়নি। শিখার স্পষ্ট বার্তা, 'নদীর ধার দখল করে নির্মাণ থাকবে না। চরে গাছ লাগানো হবে।'

বিষয়টি স্থানীয় বিজেপি নেতাদের নজর এড়ায়নি, তবে তাঁদের কাউকেই প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানাতে দেখা যাচ্ছে না দখলদারির বিরুদ্ধে।

সিপিএম ফের পথে নামছে

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আগামী ৬ অক্টোবর শিলিগুড়িতে মিছিল করবে সিপিএম। নির্বাচন কমিশনের অনিয়ম এবং এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাতিল ভোটারদের তালিকাভুক্ত করার দাবিতে মহানন্দা সেতুর নীচ থেকে মহকুমা শাসকের কার্যালয় পর্যন্ত মিছিল যাবে বলে জানিয়েছেন সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক।

শনিবার সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যা ও ভোটার সমতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ সিং। ইতিমধ্যেই, খসড়া তালিকাকে সামনে রেখে মহকুমা শাসকের দপ্তরে সর্বদলীয় বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের প্রাক্তন পরিষদীয় দলনেতা মুন্সি নুরুল ইসলাম। ওয়ার্ড বিন্যাস নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে চড়া সুর ছিল বিরোধীদলের।

পুজোয় ছুটির বদলে ছুটবেন গিগকর্মীরা

উৎসবে বাড়তি আয়, বাড়তি দায়িত্বও

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর কয়েক দিন ছুটি নিয়ে যে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন, তার জো নেই ফাটাপুকুরের অপূর্ব মণ্ডলের। সারা বছরই সকাল থেকে রাত, কোনও দিন গভীর রাত পর্যন্ত তাঁকে বাইক নিয়ে শিলিগুড়ি শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত করতে হয়। পেশায় গিগকর্মী অপূর্বর বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী, ছেলে। পাঁচজনের সংসারে উপার্জনকারী একমাত্র তিনি। পুজোর দিনগুলিতে কাজ করলে ইনসেন্টিভ মেলে। তাই ছুটি না নিয়ে পুজোয় কাজ করাটাই তাঁর কাছে বেশি জরুরি। এতে বাবাকে কাছে না পেয়ে ছোট্ট ছেলেটির মুখ ভার হয় বটে, তবে বাড়তি উপার্জনের টাকায় উপহার কিনে পরে ছেলের মুখে হাসি ফোটান অপূর্ব।

নাম না জানলেও এই অপূর্বদের চেনেন সবাই। রাস্তায় বেরোলেই তাঁদের দেখা মেলে। গায়ে আলাদা আলাদা সংস্থার জামা। বাইকের পিছনে ভারী ব্যাগ। রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলা। না আছে ছুটি, না আছে অবসর। মানুষের বাড়িতে বাড়িতে জিনিস পৌঁছে দিতে পারলে তবেই হাতে আসে টাকা। পুজো কেমন কাটে, এই প্রশ্নের উত্তরে একটা কৃত্রিম হাসি হেসে অপূর্ব বললেন, 'আগে পুজোর চারদিন কাজ করতাম। এবার ভেবেছি, একটা দিন ছুটি নেব। রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করে আর বেরোনোর মতো এনার্জি থাকে না। কিন্তু কাজ না করলে চলবে কী করে? পুজোয় কি খরচ কম?'

শুধু অপূর্ব নন, দুর্গাপুজোর দিনগুলি এভাবেই কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকে কেটে যায় সমস্ত গিগকর্মীর। এই ডেলিভারি বয়দের পেশাকে অনেকে জরুরি পরিষেবার সঙ্গেও তুলনা করেন। হাতে স্মার্টফোন থাকা মানেই যেন দুনিয়া হাতের মুঠোয়। আর সেই দুনিয়ার যাবতীয় পছন্দের কিংবা প্রয়োজনীয় বস্তুকে হাতের মুঠোয় এনে দেন অপূর্বরা।

শিলিগুড়ি শহরে ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করেন বিহারের রঞ্জিত শা। তিনি পুজোয় বাড়ি ফিরবেন না। তাঁর কথা, 'পুজোয় কাজ করলে ভালো ইনসেন্টিভ পাওয়া যায়। বাড়িতে ছেলেমেয়ে আছে। ওদের টিউশনের অনেক খরচ। একবারে ছটপুজোয় বাড়ি ফিরব। তার আগে টাকা জমাতে হবে।' এই পুজো যে গিগকর্মীদের বাড়তি রোজগারের উৎস, তা ধরা পড়ল প্রায় প্রত্যেকের কথায়।

এই যেমন খাবার ডেলিভারি সংস্থার হয়ে কাজ করেন শ্যামসুন্দর রায়। দুর্গাপুজোকে নিয়ে তাঁর আবেগ বরাবরই বেশি। বন্ধুদের সঙ্গে প্যান্ডেল হপিং, পরিবারের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া— একসময় বাদ যেত না কিছুই। আর আজ? জীবনের গোলকধাঁধায় কিছু শখ বিসর্জন দিতে হয়েছে শ্যামকে। তবে তিনি বললেন, 'টাকা না থাকলে সব ইচ্ছেই ফিকে। সন্ধে পর্যন্ত কাজ করব। তারপর একটু পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাব।'

সন্তোষীনগরের বিকি রায় কাজের জন্য পরিবারকে সময় না দিতে পেরে নতুন উপায় বের করেছেন। পরিবারের সদস্যরা যাতে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরতে পারেন, তাই তিনি টোটো ভাড়া করে দেন। বিকির সাফ কথা, 'আমাকে তো বাড়িতে বসে থাকলে চলবে না। আমরা কাজ করি বলেই পুজোয় অনেকে যাঁরা বাড়িতে গেট টুগেদার করেন, তাঁরা খাবার পেয়ে যান। আর আমাদেরও উপার্জন ভালো হয়। দেখি নবমী বা দশমীতে যদি ছুটি নেওয়া যায়। মন খারাপ হয়, তবে পুজোর উপার্জন হাতছাড়া করতে চাই না।'

পৃথিবীর পাঠশালা

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দাঁত

সমুদ্রের ঢেউয়ে পাথরের গায়ে শক্তভাবে আটকে থাকা লিম্পেট নামের ছোট্ট একপ্রকার সামুদ্রিক শামুককে দেখতে খুব সাধারণ মনে হতে পারে। কিন্তু এদের মুখের ভেতর থাকা দাঁত হল প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী জৈব উপাদান। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এই আণুবীক্ষণিক দাঁতগুলো মাকড়সার তৈরি রেশমের চেয়েও অনেক বেশি মজবুত এবং টাইটানিয়াম ধাতুর চেয়েও শক্ত। পাথরের ওপর থেকে শক্ত শ্যাওলা চেঁছে খাওয়ার জন্যই এদের দাঁত এত অকল্পনীয় শক্তির অধিকারী হয়েছে।

সতেরোশো বছরের পুরোনো মদ

জার্মানির স্প্যায়ার শহরের একটি ঐতিহাসিক মিউজিয়ামে কাচের বোতলে বন্দি এক অদ্ভুত তরল সযত্নে সাজিয়ে রাখা আছে। এটি হল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন এবং না খোলা মদের বোতল। প্রাচীন রোমান আমলের এক কবরের ভেতর থেকে এই বোতলটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। প্রায় সতেরোশো বছর পুরোনো হওয়া সত্ত্বেও বোতলের ওপর জলপাই তেল এবং মোমের নিখুঁত সিল থাকায় ভেতরের তরলটি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়নি। মদের ঘনত্ব এবং অ্যালকোহল নষ্ট হয়ে গেলেও এটি ইতিহাসের এক অমর তরল সাক্ষী।

কুয়াশা থেকে জল সংগ্রহ

আফ্রিকার নামিব মরুভূমি পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে শুষ্ক জায়গাগুলোর একটি। এই চরম জলহীন প্রান্তে নামিব বিটল নামের এক ছোট পোকা বেঁচে থাকার জন্য অবিশ্বাস্য ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে। ভোরের দিকে যখন সমুদ্র থেকে হালকা কুয়াশা ভেসে আসে, তখন এই পোকাটি বালির ঢিবির ওপর মাথা নীচু এবং পিঠ উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের পিঠের ওপর ছোট ছোট মোমের মতো খাঁজ থাকে, যা কুয়াশার জলীয় বাষ্পকে টেনে ফোঁটায় পরিণত করে। সেই জলের ফোঁটা গড়িয়ে সোজা পোকার মুখে গিয়ে পড়ে।

কাচের তৈরি অপূর্ব সৈকত

ক্যালিফোর্নিয়ার ফোর্ট ব্র্যাগ সৈকতের গল্প মানুষের ফেলে দেওয়া আবর্জনাকে প্রকৃতির সুন্দর রূপ দেওয়ার এক চরম নিদর্শন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মানুষ এই সমুদ্রতটে প্রচুর ভাঙা কাচের বোতল এবং বাতিল গাড়ি ফেলে ডাস্টবিন বানিয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে সমুদ্রের প্রবল ঢেউয়ের ঘর্ষণে সেই ভাঙা কাচের ধারালো টুকরোগুলো মসৃণ হয়ে রঙিন রত্নের মতো পাথরে পরিণত হয়েছে। আজ পুরো সৈকতজুড়ে লাল, নীল, সবুজ ও সাদা কাচের চকচকে নুড়ি বিছানো রয়েছে, যা দেখতে দূরদূরান্ত থেকে পর্যটকরা আসেন।

এনআইএ’র দপ্তরে ধমক মুজিবুরের বাবাকে

‘ছেলেকে নিয়ে আসবেন’

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৩ অক্টোবর : একগুচ্ছ প্রশ্ন আর ৯ মাস পরে ছেলের খবর পাওয়ার আশা নিয়ে কলকাতা ছুটে গিয়েছিলেন বংশীহারীর মুন্দেহার গ্রামের বাসিন্দা মিজানুর রহমান। তবে ফিরতে হয়েছে শূন্য হাতে, হতাশ হয়ে। ছেলের কোনও খবর পাননি। উলটে তদন্তকারী আধিকারিকদের থেকে শুনতে হয়েছে কড়া ধমক, ‘পরের বার আর একা আসবেন না। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন।’ নিখোঁজ ছেলেকে খোঁজার দায়িত্বও নাকি তাঁরই! শুনে তাজ্জব পেশায় ক্ষুদ্র কৃষক ওই প্রৌঢ়। শুক্রবার সকালে বাড়ি ফিরে এসেছেন মিজানুর। সেই থেকে যেন উদাস দৃষ্টিতে উত্তর হাতড়াচ্ছেন তিনি। স্ত্রী হাজেরা খাতুনও কার্যত কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁর চোখে জল। কৃতী ছেলের ছোটবেলার ফিজিক্স খাতার পাতা উলটে চলেছেন অসহায়ভাবে।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ভোরে হঠাৎ বংশীহারী মুন্দেহারের ওই বাড়িতে এসে হাজির হন এনআইএ-র আধিকারিকরা। অভিযোগ, মিজানুরের ছেলে মুজিবুর রহমানের সঙ্গে জঙ্গি-যোগ রয়েছে। লাগাতার ৪ ঘণ্টা তল্লাশি চলে বাড়িতে। সঙ্গে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। মুজিবুরকে না পেয়ে মিজানুরকে দিয়েই বেশ কিছু কাগজে সই করিয়ে নিয়ে যান

ছেলের ফিজিক্স খাতা দেখাচ্ছেন হাজেরা খাতুন।

তদন্তকারীরা। ধরিয়ে দেওয়া হয় ধারা ১৭৯-র একটি নোটিশ। জানানো হয়, সল্টলেকে এনআইএ-র আঞ্চলিক দপ্তরে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে। সেই মোতাবেক ৩০ সেপ্টেম্বরই কলকাতার ট্রেন ধরেন মিজানুর। আর বৃহস্পতিবার হাজিরা দিতে গিয়ে জানতে পারেন, নোটিশটি আসলে তাঁর জন্য নয়। তাঁর ছেলে মুজিবুরের জন্য। আর মিজানুরকেই খুঁজে আনতে হবে নিখোঁজ ছেলেকে।

এখন প্রশ্ন, মুজিবুরের সন্ধান কোথায় পাবেন তাঁর বাবা? গত ৯ মাস ধরে কম খোঁজাখুঁজি করেননি তিনি। গত জানুয়ারি মাসে প্রথম মুজিবুরের খোঁজে পুলিশ এসেছিল গ্রামে। সেই সময় নমাজ পড়তে মসজিদে গিয়েছিলেন মুজিবুর। সেই থেকেই বেপাত্তা তরুণ।

অথচ পরিবারের দাবি, যে ধরনের অভিযোগ উঠেছে তাঁদের ছেলের বিরুদ্ধে তেমন কোনও লক্ষণ তাঁদের চোখে পড়েনি। বরাবরের মেধাবী পড়ুয়া মুজিবুর। ধর্মপ্রাণ, পাঁচ ওয়াক্তের নমাজি। গ্রামের স্কুল থেকে মাধ্যমিকে পাশ করে চলে যান দক্ষিণবঙ্গে। সেখানকার এক মিশন স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন মুজিবুর। এরপর মালদা কলেজ থেকে গণিতে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন তিনি। পরিবার জানত, ইউপিএসসি-র প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের সন্তান। তার জন্য অনলাইনে প্রস্তুতি নিতেন তরুণ। তিনবার পরীক্ষায় বসেন তিনি। একবার প্রিলিমিনারি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন।

এদিকে ২৯ সেপ্টেম্বর এনআইএ-র দল নোটিশ ধরিয়ে যাওয়ার পরে মিজানুর ভেবেছিলেন এবার হয়তো দেখা পাবেন ফেরার ছেলের। সেই আশায় তড়িঘড়ি ছুটে গিয়েছিলেন কলকাতায়। অপরিচিত শহরে বহু কষ্টে খুঁজে বের করেন এনআইএ-র দপ্তর। কিন্তু তারপরও ফিরতে হয়েছে উত্তর ছাড়াই। এদিন কার্যত হতাশ মিজানুর বলেন, ‘ভেবেছিলাম কলকাতায় ছেলের দেখা পাব। কিন্তু শুনলাম ওই নোটিশটা আমার জন্য নয়। এখন আমি কী করব, কূলকিনারা পাচ্ছি না। বলতে গেলে এখন আমরা অথই জলে।’

> **ভেবেছিলাম কলকাতায় ছেলের দেখা পাব। কিন্তু শুনলাম ওই নোটিশটা আমার জন্য নয়। এখন আমি কী করব, কূলকিনারা পাচ্ছি না।**
>
> **- মিজানুর রহমান**
> অভিযুক্তের বাবা

রংপো-রানিপুল সড়ক সম্প্রসারণে ৭০৬ কোটি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : জাতীয় সুরক্ষা এবং পর্যটন বিকাশের কথা মাথায় রেখে সিকিমের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে প্রায় ২৬ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক তৈরির ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রক। এইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ৭০৬.৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্বে থাকা ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) এই রাস্তা নির্মাণের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সিকিমের পর্যটনমন্ত্রী ছিরিং থেনডুপ ভুটিয়া কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘এর ফলে সিকিমের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে এবং পর্যটনের বিকাশেও সহায়ক হবে।’

সেবক থেকে কালিম্পংকে ছুঁয়ে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সিকিমে প্রবেশ করেছে। সিকিমের প্রবেশদ্বার রংপো হয়ে রানিপুল পর্যন্ত জাতীয় সড়ক এক লেনের। রংপো থেকে সিকিমের অন্য প্রান্তের সড়ক যোগাযোগও রয়েছে। যার জেরে এই রাস্তায় দীর্ঘ যানজট হয়। তবে, রানিপুল থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত ১১ কিলোমিটার রাস্তা আগেই দুই লেনের তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু রংপো থেকে রানিপুল পর্যন্ত ২৫.৮৭ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক এক লেনের। বিশেষ করে এখানে নদী এবং ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ের জেরে এই রাস্তাটি সম্প্রসারণ নিয়ে এতদিন চিন্তাভাবনা হয়নি। এবার কেন্দ্রীয় সরকার রংপো থেকে রানিপুল পর্যন্ত রাস্তাটি তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে। এই রাস্তায় ঝুঁকিপূর্ণ এবং ধসপ্রবণ এলাকায় টানেল তৈরি করা হবে। এছাড়া রাস্তার একাধিক জায়গায় ভায়াডাক্ট বা নদীর ওপরে উঁচু সেতু তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। যার জেরে এই কাজ শেষের সময়সীমা প্রায় ১৩ বছর ধরা হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর টেন্ডার প্রকাশ হয়েছে। ৬ নভেম্বর থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত দরপত্র গ্রহণ করা হবে। ১৭ নভেম্বর দরপত্রগুলি খোল হবে। এই রাস্তার কাজ নিয়ে ২৭ অক্টোবর দিল্লিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, ‘অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ২৬ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির জন্য দীর্ঘ সময় লাগবে ঠিকই, কিন্তু রাস্তাটি তৈরি হয়ে

- প্রায় ২৬ কিমি নতুন জাতীয় সড়ক তৈরির ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র
- এইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ৭০৬.৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে
- এনএইচআইডিসিএল এই রাস্তা নির্মাণের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করেছে

গেলে সিকিমের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন হবে। যার ফলে পর্যটকরা আরও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে পারবেন।’ চিনের আগ্রাসী মনোভাবের জেরে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে কেন্দ্র। এখানকার রাজ্যগুলির সঙ্গে সড়ক, রেল এবং আকাশপথে যোগাযোগকে আরও সহজ করার ওপরে নজর দেওয়া হয়েছে। সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প তারই অন্যতম। পাশাপাশি সিকিমে তিনটি নতুন বিমানবন্দর তৈরির প্রস্তাবও খতিয়ে দেখার কাজে নেমেছে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে এবার রংপো-রানিপুল রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করা হচ্ছে।

বাঘিনীর ভিডিও নিয়ে বিতর্ক

প্রথম পাতার পর

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, গত পাঁচদিন ওই বাঘিনীর ওপর অনেকটা ধকল গিয়েছে। বিহার থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত যাত্রাপথ, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দু’বার ঘুমপাড়ানি গুলির প্রভাব যেমন রয়েছে তেমনই অপরিচিত জঙ্গল চিনতেও সমস্যা হচ্ছে। জঙ্গলের ভেতরে বাঘ বা বাঘিনীরা নিজেদের চিহ্ন দিয়ে রাখে। সেই গন্ধের মাধ্যমে নিজেদের জায়গা দখল করে থাকে। নতুন জায়গায় খাবার বা জলের সন্ধান করে জায়গা চিহ্নিত করার কাজ বাকি বাঘিনীর। বক্সার এক বনকর্তা বলেন, ‘আমরা বাঘিনীকে কোনও কিছুর জন্য চাপ দেব না। মানুষের যেমন কোনও নতুন জায়গায় গেলে ওই জায়গা চিনতে সময় লাগে, ওদের ক্ষেত্রেও তাই। নিজের মতো করে ও জায়গা চিনে নেবে এবং একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকবে।’

বুধবার এনক্লোজারে ছাড়ার পর শনিবার পর্যন্ত সে এনক্লোজারের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছে। কখনও ইচ্ছে হলে কৃত্রিম জলাশয়ে গিয়ে শুয়ে থাকছে। কখনও আবার জল খাচ্ছে। আবার এনক্লোজারের ভেতরে যে ঘাসবাগান রয়েছে সেখানে গিয়েও বিশ্রাম নিচ্ছে। আবার কখনও জলকাদায় গিয়ে শুয়ে থাকছে।

বাঘিনী শিকার শুরু করেনি। বন দপ্তর থেকে পাঁঠার মাংস দেওয়া হচ্ছে খাওয়ার জন্য। বনকর্তারা জানাচ্ছেন, এমন খাবারে বাঘিনীর স্বাচ্ছন্দ্য কম। এখন কবে ওই বাঘিনী শিকার শুরু করে, সেটাই দেখার।

রাজ্যের প্রাক্তন বনকর্তা বিমল দেবনাথের কথায়, ‘বাঘ বা বাঘিনী একবার খেলে কয়েকদিন না খেয়ে থাকে। ওরা অনেক শক্তিশালী হয়। তবে শক্তি সবসময় খরচ করে না। ওই বাঘিনীও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে শিকার শুরু করবে।’

গণপিটুনি, মৃত্যু দুই তরুণের

প্রথম পাতার পর

দশ বছর ধরে এই কাজটিই করছে। কোনওদিন রাত সাতটা, কোনওদিন সাড়ে আটটায় বাড়ি থেকে বেরোত। পরদিন সকাল ছয়টা-সাড়ে ছয়টায় ফিরে আসত। শুক্রবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বেরিয়ে যায়। আমাকে বাগডোগরা থেকে একজন ফোন করে গাড়ির নম্বর বলে জানতে চাইলেন, এটি কার? আমার স্বামীর নাম বলতেই জানালেন, তাকে মারধর করা হচ্ছে। হাত-পা ভেঙে দিতে পারত। কিন্তু মেরেই ফেলা উচিত হয়নি।’ শাহিদের বড় মেয়ে শাহিন পারভিনের কথায়, ‘আমার বাবা অন্যায় করলে পুলিশের হাতে তুলে দিত। সবাই মিলে বাবাকে মেরেছে।’

শাহিদ আর সাদ যেখানে পড়ে ছিলেন, ঠিক পাশেই একটি চার চাকা গাড়ি উলটে ছিল। খানিকটা দূরে নদীর ধারে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে আরেকটি গাড়ি থেকে। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী রাতে সেটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। জ্বালিয়ে দেওয়ার আগমুহূর্তে যাত্রীরা পালিয়ে যায়। সেই দলের সাতজনকে পাকড়াও করে তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ।

ঘটনার পর থেকে এলাকায় সবাই যেন মুখে কুলুপ এঁটেছেন। কারা জড়িত? কারা পিটিয়েছে দুজনকে? কে জ্বালিয়েছে গাড়িটি? এদিন দুপুরের পর তারাবাড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে একাধিকজনকে প্রশ্নগুলি করা হলে সঠিক জবাব মেলেনি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় রাত বাড়লে চোরের উপদ্রব বাড়ছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নাকি পাচারকারীদের ধরতে গিয়ে পাথরের ঢিলে আক্রান্ত হন। এরপর গ্রামবাসী একজোট হয়ে রাতজাগা শুরু করেন। স্থানীয়দের একাংশের দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী, শুক্রবার রাতে তারাবাড়িতে জানাজানি হয়, একটি পণ্যবাহী গাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বাগডোগরা থানার ধিমাল থেকে খবর আসে, ওই পণ্যবাহী গাড়ি একটি গোরুকে বেঁধে তুলে তারাবাড়ির দিকে আসছে। একজন মাঝপথে একটি গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করলে চালক তাঁর হওপর দিয়ে চালানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ।

সেই ঘটনা কানে আসামাত্র একদল জনতা তারাবাড়ির নদীঘাট সংলগ্ন হনুমান মন্দিরের মোড়ে ডাম্পার, ট্রাক দাঁড় করিয়ে পথ আটকে দেয়। ওই পণ্যবাহী গাড়িটি দ্রুতগতিতে এসে মোড়ের একদিকে ক্র্যাশারের রাস্তা হয়ে ব্যাংডুবি সেনাছাউনির পেছনে ঢুকে পড়ে। স্থানীয়রা পিছু নেন। যদিও, অভিযুক্ত সাতজন গাড়ি থেকে নেমে জঙ্গলে গা-ঢাকা দেন। তাঁদের সঙ্গে আরও অনেকে গাড়িতে ছিলেন বলে সন্দেহ পুলিশের।

ক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে একপক্ষ যখন জঙ্গলে পলাতকদের খুঁজছে, তখন অপরপক্ষ অভিযুক্তদের গাড়িটি ঠেলতে ঠেলতে নদীঘাটে নিয়ে এসে আগুন ধরিয়ে দেয়। খানিক বাদে একটি বিলাসবহুল গাড়িতে চেপে সাদ ও শাহিদ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই দুজন পলাতক সঙ্গীদের নিতে এসেছিলেন। গাড়ি থেকে নেমে নাকি তাঁরা মিটমাট করে নেওয়ার অফার দিয়েছিলেন। সেকথা শুনে মানুষ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এরপর শুরু হয় বেধড়ক মারধর। শাহিদদের গাড়ি উলটে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, প্রথম গাড়ি থেকে নেমে পলাতক সাতজনের মধ্যে একজন পান্তাবাড়ির দিকে গেলে পানিঘাটা ফাঁড়ির পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। বাকিদের বাগডোগরা থানা পাকড়াও করে। দুটো গাড়ি বাগডোগরা থানায় রাখা হয়েছে।

গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গভীর রাত থেকে তারাবাড়িতে এতকিছু হয়ে গেলেও পুলিশের জানতে জানতে সকাল হয়ে গেল কেন? চুরি ঠেকাতে গ্রামবাসীকে কেন দলবেঁধে রাত জাগতে হল? আইন হাতে তুলে নিয়ে কাঠগড়ায় স্থানীয়দের একাংশও। স্থানীয় এক ব্যক্তির অভিযোগ, ‘খবর দিলে থানা থেকে পুলিশ আসতে আসতে চোরের দল পালিয়ে যেত। তাই সাধারণ মানুষকে একজোট হতে হয়েছে।’

কমিশনারেটের এক পদস্থ পুলিশকর্তার বক্তব্য, ‘সবদিকেই আমাদের নজর রয়েছে। এর আগে পুলিশকর্মীদের সঙ্গে একাধিকবার দুষ্কৃতীদের লড়াই হয়েছে। কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ৩ অক্টোবর : নাকা চেকিং চলাকালীন কিশনগঞ্জের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ফড়িংগোলায় আবগারি দপ্তরের চেকপোস্টে শনিবার দেড় লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে মালদার তিন বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেন আবগারি আধিকারিকরা। একটি চারচাকার ছোট গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পরে আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে বলে আবগারি দপ্তরের আধিকারিক হায়দার আলি জানিয়েছেন।

তামার তার চুরিতে ধৃত ৪

কিশনগঞ্জ, ৩ অক্টোবর : কিশনগঞ্জের বন্দরবাড়ি গ্রাম থেকে শনিবার চুরি যাওয়া ৬৫ কেজি তামার তার বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। চুরির অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মূল্য ৫০ লাখ টাকার বেশি বলে পুলিশের দাবি। শনিবার বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ১ অক্টোবর স্থানীয় একটি ফ্যাক্টরি থেকে তামার তার চুরির অভিযোগ থানায় দায়ের হয়।

নন্দীগ্রামে পা

প্রথম পাতার পর

এভাবে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের মুখে মমতার পা ভাঙার প্রসঙ্গ তুলে তাঁকে এবং তাঁর দলকে মুখ্যমন্ত্রী প্যাঁচে ফেলার কৌশল নিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। একই কথা বলেছেন মমতাপন্থী শিবিরের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়। তিনি বলেন, ‘আসলে নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনের আগে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ওই কথা বলেছেন।’ শুভেন্দুর সুরে আরও একধাপ এগিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যঙ্গ করলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করব, ডঃ ব্যানার্জিকে ব্রিগেডে ডেকে ধাপ্পাশ্রী পুরস্কার তুলে দেওয়া হোক।’ ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে নন্দীগ্রামে প্রচারে গিয়ে ‘ভাঙা পায়ে খেলা হবে’ স্লোগান দিয়েছিলেন মমতা। তাঁর অভিযোগ ছিল, তাঁকে ৪-৫ জন মিলে ফেলে দিয়েছিলেন বলে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদিও সেবার নন্দীগ্রামে পরাজিত হয়েছিলেন তিনি।

লড়াকু ডেভিড ইন্ডিয়া

প্রথম পাতার পর

ড্যানিলো, ভিনিসিয়াস ও গ্যাব্রিয়েল বনটেম্পো ছাড়া এদিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলা শেষ ম্যাচের আর কাউকে প্রথম একাদশে রাখেননি কার্লো আন্সেলোত্তি। অনিরুদ্ধ আসায় মাঝমাঠ জমাট বাঁধলেও সাহাল কিন্তু খুব একটা ছাপ রাখতে পারেননি শুরুর দিকেও। মনবীর সিংয়ের ফর্ম সত্যিই এখন পড়তির দিকে। নাহলে শুরুরদিকের ওই রোমাঞ্চকর মুহূর্তে যখন ভারত আক্রমণে উঠছে তখন অন্তত দুই ক্ষেত্রে ভালো অবস্থায় বল পেয়েও তিনি মানসিকভাবে পিছিয়ে থাকার কারণে গোলে শট নিতে পারেননি। ৪২ মিনিটে পেড্রোর করা দ্বিতীয় গোলটার জন্য দায়ী গুরপ্রীত সিং সান্ধু। এস্তেভাওয়ের বাড়ানো বল থেকে নেওয়া পেড্রোর শট গড়িয়ে গড়িয়ে গোলে ঢুকে যায়। আপুইয়া প্রথম চেষ্টায় খানিকটা প্রতিহত করার চেষ্টা করলেও গুরপ্রীত ছিলেন দর্শকের ভূমিকায়। অথচ সেই তিনিই ৮ মিনিটে ভিনিসিয়াসের শট দুর্দান্ত বাঁচান। বিরতির পর আর তাঁকে মাঠে নামাননি আন্সেলোত্তি। হয়তো ম্যাচ শেষেই মাদ্রিদের পথে লম্বা সফর করবেন বলে ঝুঁকি নিলেন না। তবে একটা কথা বলাই যায়, ভিনির কিন্তু সত্যিই অফ ফর্ম যাচ্ছে। আন্সেলোত্তি বারবার ব্রাজিলের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরির উদ্দেশে দল গড়ার কথা বললেও এদিন কিন্তু তেমন নজরকাড়া প্রতিভা চোখে পড়ল না।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই পরিবর্ত মহম্মদ সানানের শট সেভ করেন গোলকিপার পেড্রো মরিস্কো। ৫৪ মিনিটে মনবীর প্রায় গোল করে ফেলেছিলেন। মরিস্কোর দুর্দান্ত সেভের ফলে ব্যবধান কমেনি। তবে দলটা ব্রাজিল। আর ভারতের থেকে ১৩২ ধাপ এগিয়ে। ফলে ৫৮ মিনিটে ৩-০। এবার ভিনিসিয়াসের জায়গায় নামা স্যামুয়েল লিনোর গোলটা হল বিজয় ভার্গিসের ভুলে। ৬৮ মিনিটে পানামা ম্যাচের গোলদাতা রায়ান উইলিয়ামস বিশ্রিভাবে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। তার আগে ৬৪ মিনিটে তাঁরই শট গোললাইন সেভ হয়। একটা জিনিস অবশ্যই বলতে হবে, এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই ভারতীয় দলের শরীরী ভাষা খুবই সদর্থক লেগেছে। জড়োসড়ো ভাবটা তেমন দেখা যায়নি বলেই খেলা দেখতে ভালো লেগেছে। তবে ভারতীয় ফুটবল কেন এখনও এত পিছিয়ে সেটা বোঝা যায় যখন ফাঁকা গোল পেয়েও খেই হারিয়ে ফেলেন। এদেশের তারকারা নিজের গোলের সামনে ছোট ছোট ভুলে প্রতিপক্ষকে গোল উপহার দেন। সেটাই করে না বলে বড় দল ব্রাজিল। নাহলে খেলা প্রায় শেষ মনে করে ভারতীয়দের অমনোযোগী হওয়ার সুযোগে ফের চার নম্বর গোলটা করতে পারেন লিনো। এর আগে এই যুবভারতীতেই ৯০ হাজার দর্শকের সামনে ২২ বছর আগে এক ব্রাজিলীয় কোচের অধীনে থাকা দল জাপান এই একই ৪-০ ব্যবধানে হারায় ভারতকে। কিন্তু সেবার ভারত প্রায় জাপানি সুনামিতে উড়ে গিয়েছিল। এদিন অন্তত ততটাও খারাপ লাগেনি দলটাকে দেখে। এদিনের খেলার ছিটোফোঁটাও দেখাতে পারলে উরুগুয়ে ম্যাচে আরও কিছুটা ভালো দেখাতে পারে স্কোরবোর্ড।

এদিন ১১ জন পরিবর্ত নামানোর অনুমতি থাকায় খালিদ ব্রাজিলের বিপক্ষে খেলার সুযোগ দিতে সবাইকেই পরিবর্তন করেন। যে ২২ জন খেললেন, তাঁরা ভারতীয় ফুটবলে নবজোয়ার এনে দেওয়ার শুরুটা করতে পারলে সেটাই হবে এই ম্যাচের সবথেকে বড় প্রাপ্তি। আশা করা যায়, এই ম্যাচই ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ পথপ্রদর্শক হবে।

***ভারত :** গুরপ্রীত (প্রভসুখান), অভিষেক (ভালপুইয়া), আনোয়ার (মেহতাব), বিজয় (পরমবীর), আকাশ (জয়), থাপা (ম্যাকার্টন), আপুইয়া (ফারুখ), সাহাল (এডমুন্ড), আশিক (সানান), রায়ান (রহিম) ও মনবীর (বিক্রম প্রতাপ)।*

আরও বড় মেলো টি ফেস্ট ডিসেম্বরে

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : দার্জিলিং মেলো টি ফেস্টিভালকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। আগামী ডিসেম্বর মাসে দার্জিলিংয়ে আয়োজিত হবে এই উৎসব। মূলত দার্জিলিংয়ের চা এবং পর্যটনকে তুলে ধরতে প্রতি বছর এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। এবার এই উৎসবকে আরও বড় রূপ দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পার্বত্য ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা।

শনিবার শিলিগুড়ির পিনটেল ভিলেজে উৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে প্রথম বৈঠক হয়। সেখানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, পাহাড়ের তিন বিধায়ক, দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মন্ত্রী বিশাল বলেন, ‘উৎসবের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে ডিসেম্বর মাসেই এই উৎসবের আয়োজন হবে এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উৎসবের উদ্বোধন করবেন।’

সাংসদ রাজু বলেন, ‘প্রয়াত সুবাস ঘিসিংয়ের আমল থেকেই দার্জিলিংয়ের সংস্কৃতি, চা এবং পর্যটন শিল্পকে তুলে ধরতে টি ট্যুরিজম ফেস্টিভালের আয়োজন হয়ে আসছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে এই উৎসবের রেশ কিছুটা কমে গিয়েছিল। এবার সেই পুরোনো উদ্দীপনাকে ফিরিয়ে এনে পর্যটকদের আরও বেশি মাত্রায় উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হবে।’

উৎসবের প্রস্তুতি বৈঠকে স্থির হয়েছে, এবার প্রতিটি চা বাগান এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ এলাকার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই উৎসবে শামিল করা হবে।

কিচেনে রাত জাগেন

প্রথম পাতার পর

পুজোর সময় কর্মীদের সাংঘাতিক কাজের চাপ মানলেন তিনি। তাঁদের সকলের খাওদাওয়ার ব্যবস্থা হয় নিজেদের রান্নাঘরে। সেই রেস্তোরাঁর রাঁধুনিদের একজন বাহারুল বলছিলেন, ‘আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ পালা করে দায়িত্বটা নেন। তাঁর কাজ খালি আমাদের খাবার রান্না করা। রুটি-সবজিটা বেশি পছন্দ করি। কাজের চাপের মধ্যে বিরিয়ানি-পোলাও খাওয়ার ইচ্ছা থাকে না। তাছাড়া শরীরটাকে ফিট রাখতে হবে তো।’

-কাস্টমার সামলাতে সামলাতে খাওয়াদাওয়ার সময় পান কখন?

‘ওর মধ্যেই সময় করে খেয়ে নিতে হয় দাদা। পেট ভরা থাকলে তবেই না কাজ’- মন্তব্য রোহিত শর্মার। ক্রিকেটার নয়, তিনি বাহারুলের সহকর্মী। শিলিগুড়ির সেবক রোড, এসএফ রোড, বিধান রোডের নামী-অনামী-মাঝারি সব রেস্তোরাঁই অপেক্ষা করে থাকে পুজোর জন্য। পুজো মানে তো খালি উৎসব নয়, ব্যবসাও। উপার্জনও। খাটতে পারলে পয়সা আসে- এই সার কথাটা বোঝেন সকলে।

বিধান রোডে এক বার কাম রেস্তোরাঁর মালিক অনন্তদেব মজুমদার জানালেন, শিলিগুড়ির রেস্তোরাঁগুলিতে কিচেন থেকে শুরু করে টেবিল- সব জায়গায় যেসব দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীরা কাজ করেন, তাঁদের প্রায় কেউই এই শহরের লোক নন। তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন মালিকরা। পুজোর মাস দুয়েক আগে থেকে অনেক রেস্তোরাঁ আবার বাড়তি লোক নেয় চাপ সামলানোর জন্য।

মালিককে লাভের মুখ দেখানোর দায়িত্ব যেমন শেফ আর ওয়েটারদের, তেমন কর্মীদের মনে যেন অসন্তোষ না জমে, সেটা দেখার দায়িত্ব মালিকের। পুজোর দিনগুলিতে কর্মীদের খাওয়ার ব্যবস্থাও তাই মালিকপক্ষ করে দেয়। কী ধরনের খাবার?

‘আমার ওখানে বেশিরভাগ কমবয়সি ছেলেপুলে। ওদের সঙ্গে আমিও রাত দুটো-তিনটে অবধি জাগি। শরীর খারাপ যাতে না হয়, সেজন্য আমি রুটি আর একটা নিরামিষ সবজি ছাড়া অন্য কিছু খাই না। ওরা কিন্তু বিরিয়ানি, কাবাব, তন্দুরি- যার যা ইচ্ছা, তাই খায়। আমাদের কিচেনে যা রান্না হয়, সেখান থেকেই খায়’, বলছিলেন অনন্ত। বছর কুড়ি এই ব্যবসায় থাকতে থাকতে পুজোর দিনগুলোতে কর্মীদের খোশমেজাজে রাখার ট্রিকটা বুঝে গিয়েছেন।

ফুটপাথের দোকান থেকে শপিং মল অথবা পাড়ায় পাড়ায় বাঁশের কাঠামো- পুজো এখন আসি আসি করছে। সেবক মোড় থেকে গুরদোয়ারার দিকে যেতে যেতে ফুটপাথে দেখা তন্দুরের বাবুর্চি নুর ইসলামের সঙ্গে। রেস্তোরাঁয় কাজের চাপ তখনও শুরু হয়নি। সেই ফাঁকে বিড়িতে সুখটান দিচ্ছিলেন। বললেন, ‘এতগুলো লোক ঘুরছে ফিরছে, ঠাকুর দেখছে, আনন্দ করছে। খিদে পেলে আমাদের কাছে আসবে। দাদা, ডাক্তার ও পুলিশের পুজোর ডিউটির কথা সবাই বলে। আপনি আমাদের কথাও বলবেন একটু। আমরা আপনাদের খাওয়াতে ভালোবাসি বলেই তো বৌ-বাচ্চা ছেড়ে ষষ্ঠী টু নবমী সারা রাত কাজ করি। খালি পয়সার জন্য কেউ এমন করে বলুন তো?’

সত্যি তো। ‘বাঙালির কাছে পুজো মানেই পেটপুজো’-র মতো ক্লিশে কথা বলব অথচ সেই পেটপুজোয় বিশ্বজিৎ, রোহিত, নুরদের কথা বলা হবে না কেন?

যন্তরমন্তরে ফের ঢেউ প্রতিবাদের

প্রথম পাতার পর

দিয়ে রেখেছে। দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে শনিবার আগাম পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন। তাঁর ভাষায়, ‘দিল্লি পুলিশ যদি সেদিন আমাদের আটকানোর চেষ্টা করে, তাহলে যেখানে আটকাবে, সেখানেই যন্তরমন্তর হয়ে উঠবে।’

দিল্লি পুলিশকে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র দালালের মতো আচরণ না করার বার্তাও দিয়েছেন। আইসা, এআইএসএফ, এসএফআই, এনএসইউআই ইত্যাদি ছাত্র সংগঠনের পাশাপাশি শনিবার বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। যন্তরমন্তরের দিকে মিছিল করে যাওয়ার পথে তাঁদের ১৫০ জনকে আটক করে দিল্লি পুলিশ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব, প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল প্রমুখ। শুক্রবারও যোগেন্দ্রকে আটক করেছিল পুলিশ।

বিক্ষোভ সামলাতে নয়াদিল্লির একাধিক এলাকায় শনিবার বিএনএসএস-এর ১৬৩ ধারা জারি ছিল। পুলিশ যন্তরমন্তরের রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয়। তাতে বিক্ষোভকারীরা দমেননি। প্যাটেল চক থেকে যন্তরমন্তরের দিকে এগোনোর সময় আন্দোলনকারীদের আটক করা হয়। আন্দোলনকারীদের সমর্থনে অভিনেতা প্রকাশ রাজ বলেছেন, এসআইআর বাতিল করতে হবে। পুরোনো ভোটার তালিকা ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরেরও দাবি তোলেন তিনি।

ককরোচ জনতা পার্টির আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারীদের আটক করে দিল্লি পুলিশ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের অধিকার খর্ব করছে। দেশে জ্ঞানেশ-বিরোধী এবং কেন্দ্রের একাধিক জনবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনের পরিধি বেড়ে চলায় চাপ বাড়াচ্ছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি।

এক ভিডিও বার্তায় তিনি ‘সত্যাগ্রহ’ নামে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সূচনার ঘোষণা করে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘কোথাও পড়ুয়ারা প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। কোথাও কৃষকরা জমির জন্য লড়াই করছেন। কোথাও আশাকর্মীরা পাওনার দাবি জানাচ্ছেন। কোথাও আদিবাসীরা জঙ্গল বাঁচানোর জন্য লড়াই করছেন। প্রতিটি আন্দোলন পৃথক লড়াই লড়ছে। আপনাদের আন্দোলন যেখানেই চলুক না কেন, সেকথা সরাসরি আমার কাছে পৌঁছে দিন। দু’মিনিট লাগবে। দিল্লি আসার দরকার নেই।’

রাহুলের কথায়, ‘ছন্নছাড়া আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখা হয়। একত্রিত হয়ে আন্দোলন করলে সরকার নতজানু হতে বাধ্য।’ কংগ্রেস নেতার কথায় স্পষ্ট, তিনি চাইছেন নিট দুর্নীতির প্রতিবাদ বা এসআইআর বিরোধিতার আন্দোলন সমন্বয় রেখে চলুক। এখন আন্দোলন তিনটি ধারায় চলছে। একটি ‘ইন্ডিয়া’ জোটের। অপরটি ককরোচ জনতা পার্টির। তৃতীয়টি যন্তরমন্তরে। রাহুল চাইছেন, তিনটি ধারা একত্রিত হয়ে আরও মজবুত হয়ে উঠুক। অন্য সমস্ত সরকারবিরোধী আন্দোলনকেও একমঞ্চে টেনে আনার পক্ষপাতী তিনি। রাহুলের কথায়, ‘বাপু আমাদের শিখিয়েছিলেন, সত্যই আমাদের সবথেকে বড় অস্ত্র। আরও বড় অস্ত্র হল সত্যের পাশে একসঙ্গে দাঁড়ানো।’ তাঁর ‘সত্যাগ্রহ’-র মূলমন্ত্র হল ‘আন্দোলন জোড়ো, ভারত জোড়ো’।

রংদার রোববার

15 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৪ অক্টোবর ২০২৬ পনেরো

মণ্ডপে দাঁড়িয়ে দেবতাকে আমরা চিনে নিই তাঁর মুখ, চোখ, মুকুট, অলংকার, অস্ত্র আর বাহনে। কিন্তু সেই পরিচিত রূপের আড়ালে থাকে কারিগরের হাত, প্রজন্মের অভিজ্ঞতা, মাটি ও শোলার গন্ধ। আবার সময়ের সঙ্গে বদলায় মানুষের রুচি, বদলায় প্রতিমার বহিরঙ্গও। প্রশ্ন ওঠে, দেবতার শরীরে কি শুধু দেবত্বই কথা বলে, নাকি সেখানে মিলেমিশে থাকে মানুষ, মাটি আর সময়ের নিজস্ব ভাষা?

সাজভাষা

একই অঙ্গে এত রূপ!

রম্যাণী গোস্বামী

বালুরঘাটে আমার মামাবাড়িতে একজন মাঝবয়সি মানুষ আশ্রিত ছিলেন। পুকুর, বাগান, ধানের গোলা, হাঁস-মুরগি এসবের দেখাশোনা করতেন তিনি। মামাতো ভাইবোনেদের দেখাদেখি আমরাও তাঁকে ডাকতাম নিতাইকাকা বলে। তরতরিয়ে গাছে উঠে ডাব পাড়া, বাড়িতে অতিথি এলে জাল ফেলে পুকুরের মাছ ধরা, সবই করতেন হাসিমুখে। এমনকি বিজয়া দশমীর নারকেল নাড়ু তৈরির জন্য রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে এক ডজন নারকেল কুড়োনো, কুচো নিমকির জন্য ময়দা ঠাসা সবেতেই তিনি ছিলেন পারদর্শী। জমিজমার দেখাশোনার কাজেও হুটহাট ডাক পড়ত তাঁর। দেখতাম নিতাইকাকার দীর্ঘ শরীরটা বড়মামার পিছু পিছু জমির আল বরাবর এগিয়ে আসছে। ক্লান্ত মলিন মুখ। গালে দু'দিনের বাসি দাড়ি। সাধারণ বিশেষত্বহীন চেহারা। একবার তাকালে দ্বিতীয়বার নজরে পড়ে না।

সেই নিতাইকাকাই আবার ছিলেন এক বিখ্যাত মুখাশিল্পী। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে ত্রিমোহিনী হিলি-তে শ্রীশ্রী বিকট কালী মায়ের মন্দিরে ভোরে খাঁপরপুজো ও রাতে জমজমাট মুখোশ নাচ বা মুখানৃত্য হত। নিতাইকাকা সেখানে চামুণ্ডা কালী সাজতেন। একবার বাড়ির সকলের সঙ্গে গিয়ে সেই নাচ দেখার সুযোগ হল। লোকে লোকারণ্য মন্দির চত্বর। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখি এক জায়গায় তাঁকে সাজানো হচ্ছে। নিতাইকাকা আমাদের চেয়েও দেখলেন না। ওঁর সর্বাঙ্গে খেলা

তাহলে ওই অলৌকিক প্রাণশক্তি তিনি পেলেন কোথায়? কোন মন্ত্রবলে? কী রহস্য লুকিয়ে আছে দেবীর মুখোশ আর সাজসজ্জার উপাদানে, তা ভেবেই পেতাম না।

করছে অদ্ভুত এক আলো! চোখের সামনে বহুদিনের চেনা মানুষটি ধীরে ধীরে অচেনা হয়ে গেলেন জমকালো পোশাকের ঘেরাটোপে আর জবা ফুলের মালায়। কর্মঠ দুই পায়ে বেজে উঠল ঘুঙুরের ঝংকার। গামার কাঠের তৈরি সুবিশাল মুখোশের লাল টকটকে আধহাত লম্বা জিভ আর ত্রিনয়নে নিমেষে ধরিত্রীতে আবির্ভূতা হলেন কৃষ্ণবর্ণা শোণিতলোলুপা ভয়ংকরী মা চামুণ্ডা!

দেখলাম মামা-মামিরা, বাইরে থেকে আসা আত্মীয়স্বজন, সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁর পথ ছেড়ে দিচ্ছেন। মন্দির চত্বরের মাইকের আওয়াজ কাঁসর, সানাই, ঘণ্টা আর প্রবল ঢাকবাদ্যে চাপা পড়ে যেতেই যেন হিল্লোল উঠল দীর্ঘ শরীরটায়। নিতাইকাকা একটা ঘোরের মধ্যে নাচছেন ঘুরপাক খেতে খেতে। কোমর অবধি একঢাল নকল চুলে ঘূর্ণি উঠেছে। ঐশ্বরিক সেই রূপের দিকে তাকিয়ে আছি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে। কিন্তু এটাও সত্যি যে ওই মুহূর্তেরা ক্ষণকালের। অন্যসময় কোথায় তাঁর সেই তেজ? বছরের বাকি দিনগুলোয় নিতাইকাকা একজন নিরীহ গড়পড়তা খেটেখাওয়া প্রান্তিক মানুষ।

তাহলে ওই অলৌকিক প্রাণশক্তি তিনি পেলেন কোথায়? কোন মন্ত্রবলে? কী রহস্য লুকিয়ে আছে দেবীর মুখোশ আর সাজসজ্জার উপাদানে, তা ভেবেই পেতাম না। এখন হয়তো জানি উত্তরটা। যে মন্ত্রবলে এক তাল নিষ্প্রাণ মৃত্তিকাও প্রাণের স্পর্শ পায়, বিসর্জনের সময় আত্মীয়বিচ্ছেদের বেদনায় আমাদের চোখের কোনা আর্দ্র হয়ে আসে, সেই একই মন্ত্রে সেদিন তুফান উঠেছিল নিতাইকাকার সামান্য নশ্বর শরীরটায়।

ফের মামাবাড়ির কথায় ফিরে আসি। বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে প্রত্যেক বছর দুর্গাপুজো হত। আমরা ভাইবোনেরা কাজে অকাজে গিয়ে ভিড় করতাম সেখানে। কাঠামোপুজোর পর পালমশাই চলে আসতেন। মহালয়ার পরদিন থেকেই মহাসমারোহে ঠাকুরদালানে মৃন্ময়ীর আগমনের অন্তিম পর্যায়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেত।

এরপর ষোলোর পাতায়

যে জন থাকেন আড়ালে

শুভ্রদীপ চৌধুরী

এই গল্পটা লিচুর।

ঠাকুরের গয়না বানাতে বানাতে ক্লাস এইটের লিচু আমায় বলেছিল অনেক কথা। সেসব কথা সংক্ষেপে বলি, লিচুর বাবা নেই। তিন বছর আগের একদিন শরীর খারাপ নিয়ে সেই যে হাসপাতালে গেলেন, আর ফিরলেন না। তিনি শোলা কেটে প্রতিমার সাজ, বর-কনের টোপর আর মুকুট তৈরি করতেন। সেবার পুজোয় সাজের বায়না নেওয়া ছিল অনেক। সেসব কাজ বিভিন্ন জনকে দিয়ে দিতে হয়েছিল। লিচুদের পাঁচপুরুষের সাজ বানানোর কাজ গেল থমকে।

লিচুর গল্প থামিয়ে শোলার সাজের শুরুর কথা বলি, বহু বছর আগে রুপোর তবক দিয়ে তৈরি হত ডাকের সাজ। সেই রুপোর পাত ডাকযোগে জার্মানি থেকে আসত বলেই নাম, 'ডাকের সাজ'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সেই রুপোর তবক আসা বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হল শোলা দিয়ে সাজ। থেকে গেল, সেই পুরোনো নাম 'ডাকের সাজ'।

শোলা দিয়ে সাজ তৈরি হবার প্রধান কারণ, শোলার রং সাদা। এই রং শুদ্ধ এবং পবিত্র। এক সময় বাংলার সব রকম আচার অনুষ্ঠানে শোলার ব্যবহার হত।

এই শোলার কাজের ব্যবহার নিয়ে রয়েছে নানান প্রাচীন লোককথা আর পৌরাণিক উপাখ্যান। শিবের উপাখ্যানটি এইরকম, দেবাদিদেব শিব পার্বতীকে বিবাহ করতে চলেছেন। বিয়ের দিন শিবের শ্বেতশুভ্র

শোলা পবিত্র সেতু, একথা বহুকাল থেকে এই গ্রামবাংলার মানুষের মনে গাঁথা হয়ে আছে। ভগবান আর ভক্তের মাঝখানে শোলা সেতু হয়ে বিরাজ করে।

মুকুট পরার ইচ্ছে হল। শিব তাঁর ইচ্ছের কথা জানালেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে। সব শুনে বিশ্বকর্মা ভাবতে লাগলেন, শ্বেত মুকুট তিনি কীভাবে তৈরি করবেন। ঠিক সেই সময় স্বয়ং মহাদেবের ইচ্ছেয় নরম ও শুভ্র এক উদ্ভিদের জন্ম হল মর্ত্যের জলাশয়ে। এই গাছের নাম শোলা।

শোলা গাছ সৃষ্টি হবার পরেও সমস্যা রয়েই গেল। বিশ্বকর্মা শক্ত ও ভারী বস্তু দিয়ে ভাস্কর্য বানাতে পারদর্শী। মহাদেব আবার তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ করলেন। সেই জলাশয় থেকে এক সুন্দর দেখতে যুবক উঠে এল। সেই যুবক মহাদেবের আদেশে জলাশয় থেকে নরম শোলা তুলে এনে বানালেন একটি শ্বেতশুভ্র মুকুট। অপূর্ব সুন্দর সেই মুকুট পরে শিব চললেন বিয়ে করতে।

শোলা পবিত্র সেতু, একথা বহুকাল থেকে এই গ্রামবাংলার মানুষের মনে গাঁথা হয়ে আছে। ভগবান আর ভক্তের মাঝখানে শোলা সেতু হয়ে বিরাজ করে।

বর্তমানে ঠাকুরের সাজ বানানোর কাঁচামাল 'শোলা' পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। ধানজমি কিংবা জলাশয়ে জন্মানো মস্ত কাণ্ডের এই গাছটি দুই প্রকারের হয়। কাঠশোলা আর ভাটশোলা। কাঠশোলা শক্ত আর ভাটশোলা নরম ও হালকা। এই ভাটশোলা পাওয়া গেলেও তার দাম বেড়েছে অনেকটা। চাহিদা আছে অথচ শোলা নেই। কারণ,

এক, গ্রামগঞ্জে জলাশয় কমেছে।

দুই, শোলার বেড়ে ওঠার সময় ঠিকঠাক বৃষ্টি হয় না।

দিনকে দিন থার্মোকলের দাপটে শোলার কাজ আজ কোণঠাসা। তবু পুজোর দিনগুলোতে গ্রামের মানুষ শোলার সামগ্রীর দিকেই হাত বাড়ায়।

এবার লিচুর কথা গল্পে বলা যাক,

লিচুর কথা শুনে চমকে গেল বিলু। দুই ভাই ফিরছিল স্কুল থেকে।

বিলু দাঁড়িয়ে পড়ল।

এরপর ষোলোর পাতায়

সময়ের পলি ও প্রতিমার বাঁকবদল

দীপালোক ভট্টাচার্য

প্রতিমার মুখ কি কেবল শিল্পীর তুলির টানে বদলায়? নাকি বদলে যায় আমাদের চোখও? যে রূপ একসময় দেবীর চেনা রূপ বলে মনে হত, সময়ের সঙ্গে সেটিই হয়তো পুরোনো বলে মনে হয়। আবার কোনও নতুন নকশা, নতুন গড়ন, নতুন ভাবনা কয়েক বছর পরেই হয়ে ওঠে পুজোর আকর্ষণ। মানুষ যে সময়ে বাস করে, সেই সময়েরই কিছু ছাপ এসে পড়ে দেবীমূর্তির শরীরে। তাই প্রতিমার বাঁকবদলের গল্প বকলমে আমাদের বদলে যাওয়া রুচিরও গল্প।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অসুরবিনাশী দেবী মহামায়া কালক্রমে হয়ে উঠলেন বাঙালির দুর্গা। এখানে তিনি উমা, পার্বতী অথবা গৌরী। কৈলাসের দেবদেবী হিমাবন্ত ও মেনকার মেয়ে, মহাদেবের স্ত্রী। কৈলাস থেকে যিনি শরতের দেবীপক্ষে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে আসেন বাংলায়। পূজিত হন আমাদের ঘরের মেয়ে হিসেবে। এই বাপের বাড়ি আসা এবং ফিরে যাওয়ার মধ্যে একটা ঘরোয়া, আটপৌরে ব্যাপার আছে। বিসর্জনের বাজনার সঙ্গে বিদায়ের আকুতি আছে, আছে 'আসছে বছর আবার ফিরো মা'র এক মনকেমনিয়া বিষাদ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মহামায়ার সঙ্গে বাঙালির উমার বহিরাঙ্গের তফাত থাকাই স্বাভাবিক। আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশের জল, হাওয়া, মাটির গুণেই হয়তো দুর্গার বহিরঙ্গ মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত দেবীর চেয়ে কিছুটা আলাদা। মৃৎশিল্পীরা তাঁদের 'মা'কে কিছুটা নমনীয়, কমনীয়ভাবেই গড়েন। লোককাহিনী অনুসারে, রাজশাহীর তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ অথবা নদিয়ার ভবানন্দ মজুমদারের প্রথম যে অকালবোধ প্রবর্তন করেন, সেই দুর্গাপ্রতিমাটি কেমন ছিল, সে সম্পর্কে এই কলমচির কোনও ধারণা নেই। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পুজোর আয়োজন সে সময়ও খরচবহুল ছিল। জনশ্রুতি অনুযায়ী, কংসনারায়ণ অকালবোধন পুজোর আয়োজনে ব্যয় করেছিলেন আট লক্ষ টাকা। সময়ের দাবি মেনেই হয়তো যা ছিল রাজা-জমিদারদের নিজস্ব উদ্যোগ-আয়োজন, সেটাই একসময় হয়ে ওঠে সর্বজনীন। বঙ্গদেশে বারোয়ারি পুজোর সূচনা হয়েছিল সম্ভবত গুপ্তিপাড়ায়। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে বারোজন বন্ধু মিলে গুপ্তিপাড়ায় জমিদারবাড়িতে দুর্গাপুজো দেখার জন্য হাজির হলেন। কিন্তু অনুমতি না পাওয়ায় পুজোমণ্ডপে প্রবেশ করতে পারলেন না। হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হল তাঁদের। পরের বছর এই বারোজন ইয়ার বা বন্ধু মিলে নিজস্ব উদ্যোগে দুর্গাপুজো শুরু করেন, যা কালক্রমে 'বারোয়ারি' পুজো হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে এই 'বারোয়ারি'ই পাড়ায় পাড়ায় 'সর্বজনীন' দুর্গোৎসব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

রাজা-জমিদারদের অন্দর থেকে মা দুর্গার এই 'সর্বজনীন' তকমা প্রাপ্তির ফলে যেটা হল, প্রতিমার গঠনকাঠামো থেকে সাজসজ্জা, সবেতেই 'নানা মতের' প্রভাবে সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হতে লাগল। দেবী দুর্গা মর্তে এসে অলংকারে ভূষিতা হবেন, এই ভাবনা থেকেই প্রতিমা সজ্জায় একটা বড় বদল এল। মায়ের শরীর ঢেকে

রাজা-জমিদারদের অন্দর থেকে মা দুর্গার এই 'সর্বজনীন' তকমা প্রাপ্তির ফলে যেটা হল, প্রতিমার গঠনকাঠামো থেকে সাজসজ্জা, সবেতেই 'নানা মতের' প্রভাবে সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হতে লাগল।

উঠল শোলা আর রাংতার তৈরি পোশাক ও গয়নায়। বঙ্গদেশের পুকুর, খাল, বিলে অনাদরে বেড়ে ওঠা শোলার সাদা অংশ দিয়ে শিল্পীরা তৈরি করলেন চোখ ধাঁধানো বস্ত্র, অলংকার। সুদূর জার্মানি থেকে 'ডাক' মারফত নিয়ে আসা হল বিশেষ ধরনের রাংতা। সেই 'ডাক'-এর মাধ্যমে আনা রাংতা উঠল দেবী দুর্গার শরীরে। দেবী দুর্গার সেই সাবেকি 'ডাকের সাজ' আজও সমান জনপ্রিয়।

সময়ের নিয়মে আবার বাঁকবদল। সেটা ঊনবিংশ শতকের তিরিশের দশক। সেই সময় অবধি মা দুর্গা তাঁর চার ছেলেমেয়ে নিয়ে অধিষ্ঠিত একচালা কাঠামোয়। বদলটা আনলেন প্রখ্যাত শিল্পী গোপেশ্বর পাল। ইউরোপের নানা দেশের ভাস্কর্য দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, এই যে একচালা কাঠামো, এতে আলাদা আলাদা করে দেবী দুর্গা ও চার ছেলে মেয়ে – এই পাঁচজনের প্রতি সমান মনোযোগী হতে পারছেন না দর্শকরা। ১৯২৬ সালে দেশে ফিরে গোপেশ্বর কাশীনাথ মিত্র ঘাট লেনে অবস্থিত নিজের বাড়িতে গড়ে তুললেন একটি আধুনিক স্টুডিও। সেখানে প্রতিমার গঠন, নির্মাণ এসব নিয়ে চালাতে লাগলেন অনবরত নিরীক্ষা। ইউরোপীয় ভাস্কর্য নিয়ে নিরন্তর চর্চা তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছিল এই নিরীক্ষায়। ১৯৩২-৩৩ সাল নাগাদ কুমোরটুলি সর্বজনীন পুজো কমিটির জন্য গোপেশ্বর পালের হাতে একচালা কাঠামোর প্রথম বদলটি সূচিত হয়।

তবে, এই বাঁকবদলের সঙ্গে একটি মিথ তৈরি হল। কী করে যেন জুড়ে গেল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাম। ঊনবিংশ শতকের তিরিশের দশকে কাকতালীয়ভাবে কুমোরটুলি সর্বজনীন কমিটির সভাপতি ছিলেন নেতাজি। জনশ্রুতি অনুসারে, পুজোর আগের দিন প্যান্ডেল, প্রতিমা সব ভস্মীভূত হয়ে যায় বিধ্বংসী আগুনে। আবার নতুন করে মূর্তি গড়ার প্রয়োজন পড়ে। পুজো কমিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিল্পী গোপেশ্বর পাল দায়িত্ব নেন। ওই অল্প সময়ে একচালা কাঠামোর বদলে আলাদা আলাদা করে পাঁচটি মূর্তি নির্মাণ করেন তিনি, এমনটাই জনশ্রুতি। কুমোরটুলি সর্বজনীন পুজো কমিটির ৮৬তম স্মারক গ্রন্থে উল্লেখ আছে ১৯৩৮ সালের ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার। কিন্তু নেতাজির অনুরোধেই একচালা কাঠামোয় বদল আসে কি না, এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখ হয়নি ওই স্মারক গ্রন্থের প্রবন্ধে। তবে ঘটনা যাই হোক না কেন, প্রতিমা নির্মাণে আধুনিকতা ও পাশ্চাত্য প্রভাব নিয়ে আসেন শিল্পী গোপেশ্বর পাল, এ নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

এরপর এল আরও এক নতুন সময়। বারোয়ারি কিংবা সর্বজনীন, যে নামেই ডাকি না কেন, সময়ের সঙ্গে তার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে বাজার অর্থনীতির একটা সূক্ষ্ম সমীকরণ আছে। বিশ্বায়নের দামামা জোরালো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গোৎসবের সঙ্গে জুড়ে গেল নামজাদা কোম্পানির স্পনসরশিপ। অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসেবে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং, ফেস্টুনে ঢেকে গেল প্যান্ডেল প্রাঙ্গণ। পুজোর বাজেট এক লাফে বেড়ে গেল অনেকটা। থিমের পুজো নামক বস্তুটি আমদানির পর মণ্ডপসজ্জার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার বদলটা অনিবার্য হয়ে উঠল।

একসময় প্যান্ডেল শুধু পুজোর আশ্রয় ছিল। এখন তা নিজেই হয়ে উঠেছে দেখার বিষয়। টেরাকোটার মন্দিরের ধাঁচে মণ্ডপ নির্মাণ হয়েছে, তার সঙ্গে মিল রেখে

এরপর ষোলোর পাতায়

পাঁঠার মাংস

অমিতাভ সাহা

কন্ট্রাক্টর রুনুবাবু বহুদিন ধরে অফিসের সাহেবের পিছুপিছু ঘুরছেন একটা কাজ পাওয়ার জন্য। মাসের পর মাস কাজ নেই, পকেটে টান অথচ বাজারের আগুন দাম কমার কোনও লক্ষণ নেই। সাহেবকে তেল মেরে হোক বা যেমন করেই হোক, একটা কাজ বাগাতেই হবে। তার জন্য সামান্য কিছু খরচাপাতি হলে তাও সই। কিন্তু সাহেব ওনাকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছেন না। সাহেব বয়স্ক, রাশভারী মানুষ। সামনাসামনি জোরাজোরিও করা যায় না।

অফিসের পিয়ন আর ক্লার্কদের পান-বিড়ি খাইয়ে রুনুবাবু বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেলেন রাশভারী সাহেবের দুর্বল জায়গা, কচি পাঁঠার মাংসের ঝোল। এই একটি বস্তুর নাম শুনলে সাহেবের নাকি মেজাজ নিমেষে মোলায়েম হয়ে যায়। রুনুবাবু মনে মনে ফন্দি আঁটলেন, সাহেবকে একদিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করে কব্জি ডুবিয়ে খাওয়াবেন। সামনেই রুনুবাবুর বিবাহবার্ষিকী। এই অছিলাটা দারুণ কাজে লাগবে। পরের দিনই ভালো জামাকাপড় পরে অফিসে গিয়ে সাহেবের ঘরে ঢুকলেন রুনুবাবু। গদগদ গলায় বললেন, 'স্যর, সামনের রোববার আমার বিবাহবার্ষিকী। এই বিশেষ দিনে গরিবের বাড়িতে দুপুরে কিন্তু আপনাকে পদধূলি দিতেই হবে। নাহলে ভীষণ মাইন্ড করব।' সাহেব প্রথমে একটু গাঁইগুঁই করলেও অনেক কষ্টে রাজি করালেন তাঁকে।

রুনুবাবুর বাড়ি কোচবিহার শহরে। রবিবার সকালবেলা চাকর হরেনকে ডেকে হাজার টাকা দিয়ে বললেন, 'শোন, ভবানীগঞ্জ বাজার থেকে কচি পাঁঠার মাংস নিয়ে আসবি। কম সে কম এক কিলো। ওই টাকায় যা হবে তাই নিয়ে আসবি। মাংসে যেন কোনও খুঁত না থাকে! আজ সাহেব এখানে খাবেন।'

হরেন তো হাজার টাকা হাতে পেয়ে মহাখুশি। বলল, 'আর আমার যাওয়া-আসার ভাড়া দেবে না?'

রুনুবাবু বললেন, 'যাওয়া-আসার ভাড়া ওর মধ্যেই দেওয়া আছে রে হারামজাদা।'

হরেন ওর মালিককে ভালো মত চেনে। এমন কঞ্জুস লোক আর দুটি নেই। এতদিন এ বাড়িতে চাকরি করছে, না কোনওদিন পুজো বোনাস পেয়েছে, না কখনও কোনও বকশিস। তাই আজকে যখন হাজার টাকা হাতে পেয়েছে, তখন এর সদ্গতি করতেই হবে।

দীর্ঘদিন হরেনের বাড়িতে ভালোমন্দ কিছু রান্না হয়নি। পাঁঠার মাংস তো দূর অস্ত, ব্রয়লার মুরগিও জোটে না। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগল, বাবুর দেওয়া এই টাকা থেকে কিছু টাকা সরিয়ে কীভাবে নিজের বাড়ির জন্য একটু মাংস নেওয়া যায়। ডোডেয়ারহাটে না গিয়ে সে সোজা চলে গেল তার পাড়ার পরিচিত একটা মাংসের দোকানে। হরেন জানত, এই দোকানের ছেলেটা ভোরে ডোডেয়ারহাট থেকেই পাঁঠা কিনে এনে নিজের দোকানে কাটে। কচি পাঁঠার মাংসের দাম জিজ্ঞেস করল। ছেলেটা বলল, 'আটশো টাকা কিলো।'

হরেন বলল, 'বাপ রে! এত দাম! পাঁঠা তো হাতই দেওয়া যাবে না।'

ছেলেটা বলল, 'এ রকমই দাম।'

হরেন বলল, 'এর থেকে সস্তার মাল নেই?'

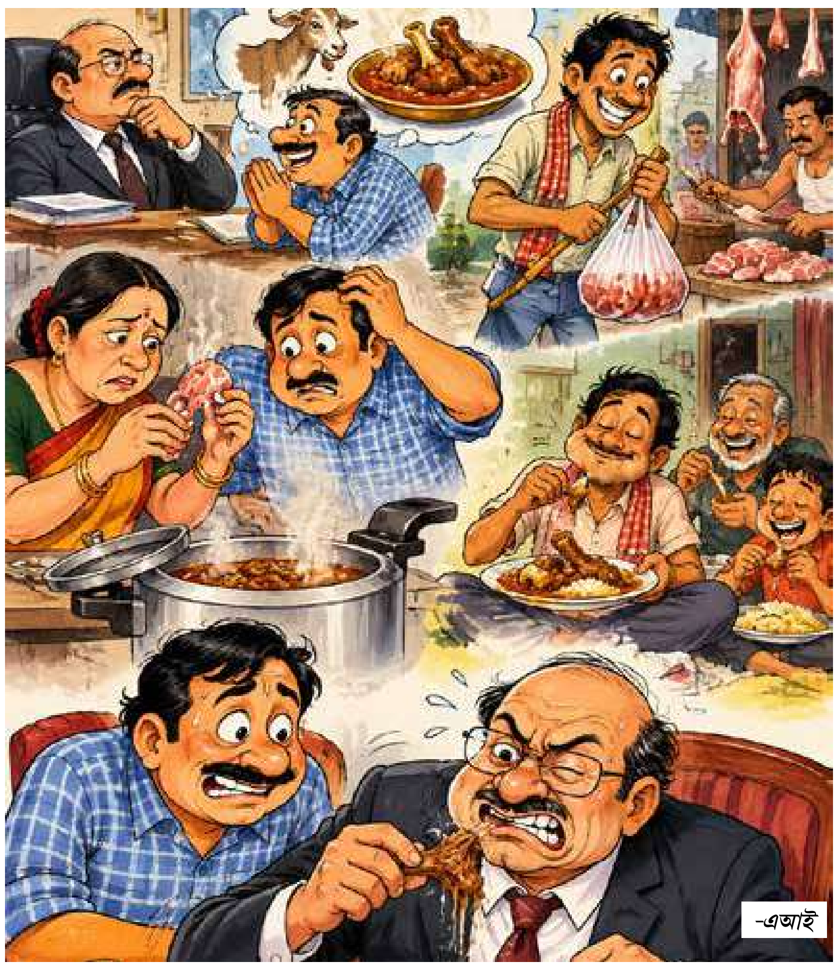

-এআই

ছেলেটা বলল, 'সস্তায় পাবে। তবে পাঁঠা পাবে না। পাঁঠী হবে। পাঁচশ টাকায় পাবে।'

হরেন শুনে খুশি হয়ে বলল, 'তুই পাঁঠীর মাংসই এক কিলো দে।'

ছেলেটা বলল, 'মাংসটা কিন্তু একটু শক্ত হবে। পরে এসে নালিশ করতে পারবে না।'

হরেন বলল, 'তুই দে না। আর ওই যে কচি পাঁঠাটা ঝুলিয়ে রেখেছিস, ওখান থেকে পাঁচশো গ্রাম দে।'

দোকানের ছেলেটা তাই দিল। পাঁচশো টাকায় এক কিলো পাঁঠী আর চারশো টাকায় পাঁচশো গ্রাম কচি পাঁঠা। হরেনের পকেটে তখনও একশো টাকা উদ্বৃত্ত। সে রুনুবাবুর বাড়িতে এক কিলো পাঁঠীর মাংসটা গছিয়ে দিয়ে আর পাঁচশো গ্রাম কচি মাংস নিজের ব্যাগে সযত্নে লুকিয়ে সোজা নিজের বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

রুনুবাবুর গিন্নি মাংস ধুতে গিয়ে কেমন একটা গন্ধ পেলেন। রুনুবাবুকে এসে বললেন, 'মাংসটা মনে হয় কচি নয় গো। কেমন যেন গন্ধ করছে। মনে হয় বুড়ো পাঁঠা। কাকে দিয়ে আনিয়েছ?'

রুনুবাবু দুশ্চিন্তায় পড়লেন। বললেন, 'হরেনকে দিয়েই তো আনালাম। শালা, আজকের দিনেই ডোবাল মনে হচ্ছে। তুমি এক কাজ করো। মাংসটা লেবুর রস মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দাও। তারপর জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নাও। তাহলে বোধ হয় গন্ধটা যাবে।'

গিন্নি তাই করলেন। গন্ধটা খানিকটা গেল। তারপর প্রেসার কুকারে মাংসটা ভেজে নিয়ে মশলা মাখিয়ে কষিয়ে পরিমাণমতো জল দিয়ে তিন-চারটে সিটি দিয়ে নামিয়ে নিলেন। মাংস টেস্ট করার জন্য রুনুবাবুকে ডেকে বাটিতে একটুকরো তুলে দিলেন। উনি মুখে দিয়ে দেখেন, মাংস রীতিমতো শক্ত, দাঁত দিয়ে টেনে ছেঁড়া যাচ্ছে না। বললেন, 'সর্বনাশ! এ তো বুড়ো পাঁঠা নিয়ে এসেছে। এই মাংস খেতে গেলে তো সাহেবের দাঁত খুলে পাতে চলে আসবে! তুমি এক কাজ করো, আরও সাত-আটটা সিটি মেরে দাও। না হলে এ মাংস সেদ্ধ হবে না।'

গিন্নি তাই করলেন। তারপর প্রেসার কুকার থেকে বের করে দেখলেন, ব্যাপারটা পুরো ঘেঁটে ঘ হয়ে গেছে। অতিরিক্ত সিটির চোটে মাংসের পেশীগুলো ছিবড়ে হয়ে গেছে আর হাড় থেকে মাংস পুরোপুরি আলাদা হয়ে ঝোলের মধ্যে ভাসছে।

রসরঙ্গ

রুনুবাবু রেগে গিয়ে বললেন, 'এই মাংস না খাওয়ালেই ভালো হত। খাইয়ে আরও বদনাম কুড়নো। হরেন হারামজাদাকে পাই আগে।'

দুপুরবেলা সাহেব গাড়ি করে রুনুবাবুর বাড়ি এলেন। এসেই রুনুবাবুকে বললেন, 'একটা মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছি। দাঁত ফেলে এসেছি বাড়িতে। গাড়িতে আসার সময় মাঝরাস্তায় মনে পড়ল। তাই আজ আর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হল না। শক্ত কিছু তো চিবোতে পারব না। প্লিজ কিছু মনে করবেন না' বলেই ফোকলা হাসি দিলেন।

রুনুবাবু জানতেন না, অফিসে সাহেবের যে সুন্দর দাঁতগুলো দেখেছিলেন, সেগুলি আসলে এক্সট্রা লাগানো দাঁত। উনি একটু ভেবে বললেন, 'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আপনার জন্য কচি পাঁঠার ঝোল রান্না করেছি। একদম নরম, মুখে দিলেই গলে যাবে। দাঁতের কোনও দরকারই পড়বে না! ভবানীগঞ্জ বাজারের কচি পাঁঠা।'

কচি পাঁঠার ঝোলের কথা শুনে সাহেবের মুখেও জল চলে এলো। উনি আর না করলেন না। খাবার টেবিলে বসে সাহেব যখন প্রথম মাংসের টুকরোটা মুখে দিলেন, তাঁর মুখটা মুহূর্তের মধ্যে কুঁচকে গেল। দাঁতহীন মাড়ি দিয়ে তিনি প্রাণপণে সেই রাবারের মতো মাংস চিবোনোর চেষ্টা করতে লাগলেন। সাহেবকে গলদঘর্ম হতে দেখে রুনুবাবু কাঁচুমাচু মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন হয়েছে স্যর মাংসটা?'

সাহেব হাতের টুকরোটা প্লেটে সশব্দে নামিয়ে রেখে চরম বিরক্তির স্বরে গর্জে উঠলেন, 'এই আপনার কচি পাঁঠা? এ তো পুরো চিমড়ে, ছিবড়ে মাংস! আমার তো মনে হচ্ছে এটা কোনও বয়স্ক ধেড়ে পাঁঠীর মাংস। প্রেসার কুকারে একগাদা সিটি দিলেই কি আর বুড়ো মাংস কচি হয়ে যায় মশাই? আপনি কি আমাকে বোকা পাঁঠা পেয়েছেন?'

সাহেবের মেজাজ পুরো খিঁচড়ে গেল। তিনি আর এক গ্রাসও না খেয়ে হাত ধুয়ে গজগজ করতে করতে উঠে পড়লেন। রুনুবাবু সাহেবের সামনে ভীষণভাবে অপদস্থ হলেন। তাঁর কন্ট্রাক্টরির স্বপ্ন চোখের সামনে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আর এই সমস্ত অপমানের রাগ গিয়ে পড়ল সেই হতভাগা হরেনের ওপর।

সাহেব চলে যাবার পর উনি গেলেন হরেনের বাড়ি ওর গুষ্টির ষষ্ঠীপুজো করতে। হরেনদের ভাঙাচোরা বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখলেন, হরেনের বাবা দাওয়ায় একটা পুরোনো খাটিয়ায় পরম তৃপ্তিতে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাঁর মুখে তৃপ্তির ঢেকুর, আর হাতে একটা নিমকাঠি দিয়ে আয়েশ করে দাঁত খোঁচাচ্ছেন।

রুনুবাবুকে দেখে ব্যস্ত হয়ে সামনে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বসালেন। রুনুবাবু রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে হরেনের কথা জিজ্ঞেস করলেন।

হরেনের বাবা একগাল হেসে বললেন, 'এই তো বাবু, এখানেই ছিল ছোঁড়াটা। একটু আগেই দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ করে উঠল। তা বাবু, আপনার যে এত দয়ার শরীর, তা তো আগে জানতাম না! আজ কতদিন পরে যে আপনার দৌলতে আমরা কচি পাঁঠার মাংস দিয়ে পেট ভরে ভাত খেলাম, কী বলব! অভাবের সংসারে কচি পাঁঠার স্বাদ তো ভুলতেই বসেছিলাম। হরেন আজ বাড়ি ফিরে বলল, রুনুবাবু স্পেশাল কচি পাঁঠার মাংস দিয়ে পাঠিয়েছেন আমাদের জন্য। আমাদের বাড়িতে তো লোক বেশি, তাই জনপ্রতি মোটে দুই টুকরো করে ভাগে পেয়েছি। তবু ওই কচি পাঁঠার মাংস দু টুকরো মুখে দিয়ে যে কী স্বর্গীয় শান্তি পেলাম! মাখনের মতো গলে গেল বাবু। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, আপনার আয়ু বাড়ুক।'

রুনুবাবু একটা মেকি হাসি দিয়ে বললেন, 'অনেকদিন আপনাদের জন্য কিছু পাঠানো হয়নি। তাই ভাবলাম আর কী!'

কিন্তু তাঁর ভেতরে তখন রাগের আগ্নেয়গিরি ফাটছে। মনে মনে বললেন, 'হারামজাদা চোর! আমার বাড়িতে বুড়ো পাঁঠীর মাংস গছিয়ে দিয়ে নিজের বাড়ির জন্য কচি পাঁঠার মাংস নিয়ে এসেছে! দাঁড়া, তোকে আজ আগে একলা পাই, তোর পিঠের চামড়া যদি না গুটিয়েছি তো আমার নাম রুনু নয়!'

কিন্তু দীর্ঘক্ষণ খাটিয়ায় বসে অপেক্ষা করেও হরেনের টিকিটি দেখতে পেলেন না তিনি। অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে রাগে গজগজ করতে করতে তাঁকে খালি হাতেই বাড়ি ফিরতে হল।

আসলে হরেন তো ধুরন্ধর কম নয়। সে ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিল যে, মাংসের কেলেঙ্কারির পর বাবু নিশ্চয়ই নালিশ জানাতে আজ ওদের বাড়িতে হামলা করবেন। তাই দূর থেকে রুনুবাবুর সাইকেল আসতে দেখেই সে পেছনের দরজা দিয়ে সোজা চম্পট দিয়েছিল। সেই যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল, হরেন আর তার বাড়ির ত্রিসীমানায় পা রাখল না।

ঠাকুমার পাকঘর

সুচিত্রা লাহিড়ি
উকিলপাড়া
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

বোয়াল কালিয়া

ঠাকুমা বা দিদিমার রান্নাঘরের কথা উঠলেই বাঙালির মনে ভেসে ওঠে যত্ন করে রান্না করা নানা ঘরোয়া পদের ছবি। সেই চেনা রান্নার ধারাতেই বোয়াল মাছ দিয়ে তৈরি হতে পারে দারুণ সুন্দর এক সুস্বাদু কালিয়া। মাছের নিজস্ব স্বাদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও পোস্তর মশলা আর দইয়ের মোলায়েম ভাব এক সঙ্গে মিলে পদটিকে করে তোলে খুবই আকর্ষণীয়।

ঠাকুমা, দিদিমার রান্নায় যেমন মশলার পরিমিত ব্যবহার আর ধৈর্য ধরে কষানোর গুরুত্ব থাকে, এই রান্নাতেও তেমনই রয়েছে। শেষে ঘি ও গরম মশলার সংযোজন এই বোয়াল কালিয়ায় এনে দেয় আলাদা ঘ্রাণ ও স্বাদ। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করলে ঘরোয়া বাঙালি রান্নার সেই পুরোনো দিনের আমেজ আরও খানিকটা ফিরে আসে। ছোটবেলার স্মৃতি বারে বারেই মনে পড়ে যায়।

উপকরণ : বোয়াল মাছ, সরষের তেল, নুন, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, শুকনো লংকা, দু-তিনটি কাজুবাদাম, এক চামচ পোস্ত, দই, গরম মসলা, ঘি, জিরে, তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ, কাশ্মীরি লংকার গুঁড়ো ও সামান্য চিনি।

প্রণালী : প্রথমে বোয়াল মাছ ধুয়ে নুন, হলুদ ও কাঁচা সরষের তেল মাখিয়ে ভালো করে ভেজে তুলে রাখতে হবে। ওই তেলেই আরও অল্প তেল দিয়ে জিরে, তেজপাতা, শুকনো লংকা, এক ইঞ্চি দারচিনি ও দুটো এলাচ ফাটিয়ে দিতে হবে। মিক্সিতে আগে থেকে পেস্ট করে রাখা পেঁয়াজ, রসুন, আদা, পোস্ত ও কাজুবাদাম দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। মসলা থেকে তেল ছেড়ে দিলে এক চামচ দই দিয়ে আবার কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে। এর পর অল্প কাশ্মীরি লংকার গুঁড়ো সামান্য জলে গুলে দিয়ে একটু নেড়ে পরিমাণমতো জল দিতে হবে। জল ফুটে উঠলে সামান্য চিনি দিয়ে ভেজে রাখা মাছ দিয়ে দিতে হবে। ভালোভাবে ফুটে উঠলে আঁচ কমিয়ে ঘি ও গরম মসলা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে নামিয়ে নিতে হবে। তৈরি বোয়াল কালিয়া। গরম ভাতের সঙ্গে এই ঘরোয়া পদটি রসনার পাশাপাশি ফিরিয়ে আনবে ঠাকুমার রান্নার সেই চেনা স্মৃতি।

পুরনো দিনের দারুণ সমস্ত রান্নার খবর নিয়ে হাজির 'ঠাকুমার পাকঘর'। অংশীদার হতে পারেন আপনিও। ঠাকুমা, দিদিমাদের কাছে শোনা পুরনো সমস্ত রান্নার খবর ভাগ করে নিতে পারেন আমাদের সঙ্গে। লেখা (ইউনিকোড ফন্টে) সহ সেই রান্না ও আপনার ছবি পাঠান ubsrobbar@gmail.com ঠিকানায়। হোয়াটসঅ্যাপ করা যেতে পারে 9474028140 নম্বরে।

সময়ের পলি ও প্রতিমার বাঁকবদল

পনেরোর পাতার পর

প্রতিমার গঠনেও এসেছে পরিবর্তন। ডোকরার ভাবনায় তৈরি মণ্ডপে দেবীও যেন ডোকরারই ভাষা ধারণ করেছেন। সুন্দরবনের থিম প্যান্ডেলে লাইনে দাঁড়িয়ে, অনেক কসরত করে ঢোকার পর হয়তো আপনার বিভ্রম হবে। এ তো বনদেবীর ধাঁচে তৈরি দেবীমূর্তি! কোভিড-উত্তর কালের 'হিট' তকমা পাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের যাপননির্ভর প্যান্ডেলে মা দুর্গা অস্ত্র ও অলংকারবিহীন। প্রায় বেরঙিন মাতৃমূর্তি দেখে মনে হবে, একজন পরিযায়ী মা তার সন্তানদের নিয়ে যাত্রা করছে অনির্দিষ্টের পথে।

এখানেই প্রশ্নটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা কি দেবীকে নতুন করে দেখছি, নাকি নিজেদের সময়টাকেই তাঁর শরীরে বসিয়ে দিচ্ছি? যে সমাজ টেরাকোটার মধ্যে নতুন সৌন্দর্য খুঁজে পাচ্ছে, সে-ই আবার অন্য কোনও সময়ে পরিযায়ী মানুষের যন্ত্রণাকেও প্রতিমার ভাষা করে তুলছে। যে চোখ নতুনত্বে মুগ্ধ হচ্ছে, সেই চোখই হয়তো অন্য কোথাও পুরোনোর ভিতর খুঁজছে আশ্রয়। প্রতিমার বহিরঙ্গে তাই শুধু শিল্পীর কল্পনা থাকে না, থাকে দর্শকের রুচিও।

আমরা যে সময়ে বাস করছি, সেই সময়ই যেন ধরা পড়ে থিমনির্ভর প্যান্ডেল ও দেবীর সাজসজ্জায়। আবার কোথাও কোথাও দেবী অধিষ্ঠিতা হন নিরাভরণ রূপে। আর পাঁচজন মায়ের মতোই। অনাহূত বিপদ থেকে যুঝে সন্তানদের আগলে রাখাই যার একমাত্র লক্ষ্য। সমাজজীবনের বহুত্ব এভাবে প্যান্ডেলের পাশাপাশি প্রস্ফুটিত হয় প্রতিমাতেও।

তবু সব জায়গায় পরিবর্তনের ঢেউ পৌঁছায় না। কোন কোন পুজোয় আবার সময় থমকে দাঁড়ায়। নতুন থিমের ইঁদুরদৌড়ে শামিল হওয়া থেকে দূরে থেকে ক্যালেন্ডারের পাতা যেন থেমে যায় কোনও অতীতে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের বড়দেবীর পুজো তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ। মহারাজা বিশ্বসিংহের হাত ধরে এই পুজো প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে মহারাজা নরনারায়ণের স্বপ্নে দেবীকে যেভাবে দেখেছিলেন, সেই রূপেই পূজিতা হয়ে আসছেন দেবী দুর্গা। এই বড়দেবীর শরীর রক্তবর্ণা। এখানে মায়ের চার ছেলেমেয়ে অনুপস্থিত। তার বদলে দেবীর সঙ্গে থাকেন জয়া ও বিজয়া। সিংহের পাশাপাশি বাঘের উপরে আসীন থাকেন দেবী দুর্গা। একসময় যে পুজো কোচবিহারের রাজপরিবারের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হত, সে পুজোই এখন সরকার অধীনস্থ দেবোত্তর ট্রাস্টের উদ্যোগে পালিত হয়। এখনও মানুষের মধ্যে একই আবেগ, উদ্দীপনা কাজ করে বড়দেবীর পুজোকে ঘিরে।

তাহলে নতুন আর পুরোনোর এই টানাপোড়েনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আসলে বদলাচ্ছে কে? প্রতিমা, শিল্পী, প্যান্ডেল, না কি দর্শকের চোখ? থিমভিত্তিক পুজোর সঙ্গে সাবেকি পুজোর বিরোধ নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় উঠতেই পারে। কিন্তু সে ঝড় সময়ের নিয়মে থেমেও যায় একসময়। যে সময়ের পলি অতীতে প্রতিমার গঠনকাঠামোয় যুগান্তকারী বাঁকবদল এনেছিল, সেই পলিই হয়তো আনাগত ভাবীকালের দেবীমূর্তিকে নতুন করে রচনা করবে। সে রূপ কেমন হবে, তার উত্তর বোধ হয় সময়ই দিতে পারবে।

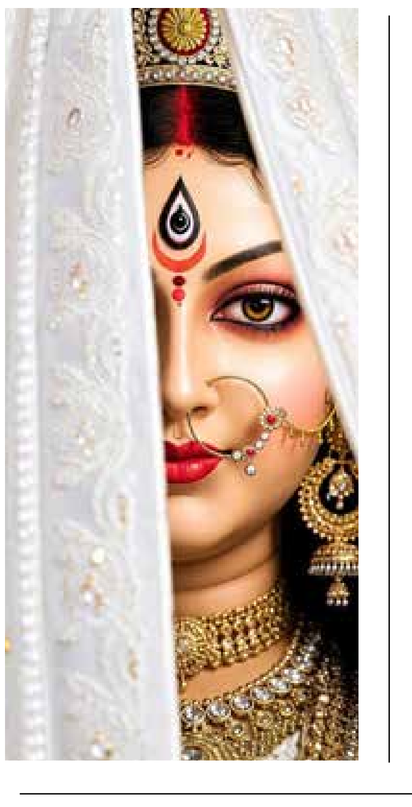

একই অঙ্গে এত রূপ!

পনেরোর পাতার পর

সে এক মহা উত্তেজনার মুহূর্ত। হাঁ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম কীভাবে কাঠ, খড়, বাঁশ, পাটের কুচি আর এঁটেল মাটি দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে ছেলেমেয়ে, বাহনের দল আর মহিষাসুর সমেত মা দুর্গার গোটা পরিবার। মাঝেমাঝে আবার পালমশাইয়ের নির্দেশে আমরাও হাত লাগাতাম নানা ছাঁচে মাটি দিয়ে প্রতিমার গলার ও হাতের অলংকার তৈরির কাজে। রোদে সেসব শুকিয়ে নেওয়া হত। ষণ্ডা অসুরটাও বাদ যেত না সাজগোজের বেলায়। যত্ন করে তার জন্যও গলার মালা, হাতের রুলি তৈরি করতাম।

এরপর পালমশাইয়ের নিমগ্ন হাতের রংতুলির ছোঁয়ায় একটু একটু করে জীবন্ত হয়ে উঠতেন মা দুর্গা। কাঁচা হলুদ গায়ের রং। কুচকুচে কালো কেশপাশ, ভরাট মুখে চকচকে গর্জন তেলের জৌলুস। মাথার মুকুটে আর শাড়ির পাড়ে সোনালি জরির ঝিকিমিকি। নানাবিধ অলংকার আর দশ হাতের শঙ্খ চক্র ধনু বাণ খড়্গ বজ্রে এবার পূর্ণতা পেয়েছেন মা। তাঁর হাতের ত্রিশূলখানা তিনি বিঁধিয়ে দিচ্ছেন মহিষাসুরের বুকে। ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সিংহটাও ঝাঁপিয়ে পড়েছে বীরবিক্রমে। মায়ের দুই চোখের তীব্র ভ্রূকুটিতে একইসঙ্গে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের রূপ। 'তব অচিন্ত্য রূপচরিত মহিমা'য় ভক্তিতে মাথা নত হয়ে আসত আপনা থেকেই।

ভিন্ন ভিন্ন সাজে মন কেড়ে নিতেন বাকিরাও। মায়ের একপাশে লক্ষ্মী আর অন্য পাশে সরস্বতী। সরস্বতীর স্নিগ্ধ রূপ আমার মন ছুঁয়ে যেত বেশি। মনে হত তাঁর হাতের ওই বীণা এবং বই তাঁকে করে তুলেছে অনন্যা। আর সবচাইতে মজা লাগত পেটমোটা গণেশ ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে। ছোট্ট ইঁদুরটা কোথায় যে লুকিয়ে পড়ত প্রতিবার। কার্তিক সদ্য গোঁফের রেখা ওঠা পাশের পাড়ার অনিন্দ্যসুন্দর কিশোর ছেলে। ময়ূর, হাঁস, প্যাঁচা তিনটেই যেন এখনই ডেকে উঠবে নানা সুরে। এইভাবে প্রতিমাদের সাজ সম্পূর্ণ হতেই তাঁরা প্রাণ পেয়ে যেতেন। মনে মনে তাঁদের সঙ্গেই যত গল্প, খুনশুটি, মান অভিমান। এমনকি এক প্রগাঢ় আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়ে পড়তাম নিজেদের অজান্তেই।

পালমশাইয়ের তন্ত্রশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি দুর্গা বলতেন না। বলতেন মহামায়া। তিনি বলতেন, দেবতাদের সমবেত তেজরশ্মি থেকে জন্ম নেওয়া মা দুর্গা আসলে হলেন শক্তির প্রতীক। মহামায়ারূপী এই মহাশক্তিকেই শাস্ত্রে দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী প্রমুখ দেবীশক্তিরূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

তার মানে দুর্গা কালী এক? শুনে শিশুমন বিস্মিত হয়ে পড়ল। পলকের জন্য মনে পড়ে গেল নিতাইকাকার ভয়াল চামুণ্ডা নাচ। মা দুর্গার অপূর্ব মুখশ্রীর সঙ্গে কোথায় যেন সেই ভয়ংকরী রূপকে মেলাতে পারলাম না।

হ্যাঁ। তুলির আঁচড় কাটতে কাটতে বললেন পালমশাই, বিভিন্ন রূপে, নানা সাজে থাকেন বলেই তাঁদের ভিন্ন নাম। আসলে কিন্তু সবাই এক। তবে একটা গল্প শোনাই। মহিষাসুর বধেরও বহু বছর পর শুম্ভনিশুম্ভ, ধূম্রলোচন, চণ্ড-মুণ্ড প্রভৃতি অসুরেরা আবার দেবতাদের আক্রমণ করে কেড়ে নেয় স্বর্গরাজ্য। দেবতাদের আকুল প্রার্থনায় দেবী পার্বতীর দেহকোষ থেকে সৃষ্টি হয় দেবী কৌষিকার। আর দেবী স্বয়ং এই ঘটনায় ক্রোধে কালোবর্ণা হয়ে কালীরূপ ধারণ করলেন। কিন্তু এই কালী করুণাবৎসলা অর্থাৎ শান্ত প্রকৃতির। তখন চণ্ড-মুণ্ড বধের জন্য আরও এক বিচিত্র কালী কৌষিকা বা অম্বিকাদেবীর কপাল থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। এই কালী অতি ভয়ংকরী! তাঁর লোলজিহ্বা। শরীর রক্তবর্ণ। হুংকার করে তিনি অসুর সেনাদের মুখে পুরে চিবিয়ে খেতে লাগলেন। তারপর চণ্ড-মুণ্ডকে কাটলেন হাতের অসি দিয়ে। ইনিই মাতা চামুণ্ডা।

তাই মহামায়া একইসঙ্গে ভীষণা আবার মধুরা। কোথাও তিনি জননী। কোথাও কন্যা। কোথাও আবার অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতি। মনে নেই নবপত্রিকার সাজে দেবীকে ধরিত্রীরূপে আবাহনের কথা? আবার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে মা দুর্গা কিন্তু স্বদেশমাতা কিংবা ভারতমাতাও। তাই না?

আর অসুর? আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইতাম।

সুর এবং অসুরের যে নিত্যই সংঘাত চলেছে বাছারা। একই নরদেহ দেবতা, মানব ও দানবের বাসস্থান। আমাদের অন্তরে, পথে ঘাটে প্রান্তরে, সমাজে, দেশে ও রাষ্ট্রে নিত্যনতুন অসুরেরা জন্ম নিচ্ছে। মধুকৈটভ, মহিষাসুর, ধূম্রলোচন, চণ্ড-মুণ্ড, শুম্ভনিশুম্ভ, রক্তবীজ, এরা হল আমাদের মনের ভিতরে থাকা লোভ, ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা, অহংকার, কামনা-বাসনা। এদের জয় করতে পারলেই তো হবে আসল অসুরনিধন।

দুর্গাপুজোর ভাবগত অর্থ হল অন্তরের অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা। তাই মনকে স্বচ্ছ করো। অন্তরের শক্তি ও চেতনার প্রসার ঘটাও। শুধু নিজেদের স্বার্থ নিয়ে নয়, এই আকাশ বাতাস, জল মাটি, গাছপালা, পশুপাখি সকলের জন্য ভাবো। তবেই দেবীর পায়ে তোমাদের অঞ্জলি দেওয়া সার্থক হবে। কথা শেষ করে আবার তুলির টানে ডুবে গেলেন পালমশাই।

শুনলাম কাছেই কোথাও ঢাক বাজছে। আত্রেয়ী নদীপাড়ের ঘন কাশবন পেরিয়ে ওই যে ঢাকির দল এইমাত্র এসে পৌঁছাল।

যে জন থাকেন আড়ালে

পনেরোর পাতার পর

চোখ বড় বড় করে দাদার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাদা, তুই একা একাই ঠাকুরের সব গয়না বানাবি? সত্যিই পারবি?'

লিচু ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মায়ের জ্বর না কমলে এছাড়া আর উপায় কী আছে! আর আমি একা কেন! তুই তো আছিস। তুই আমায় সাহায্য করবি। পারবি না?'

ক্লাস সিক্সের বিলু দাদার কথা শুনে মহানন্দে বলে উঠল, 'খুব পারব। সেই তো ধারালো ছুরি দিয়ে, শোলাকে পাতলা টুকরো করে কেটে নিতে হবে। সেটা আমি পারব না। তুই করে দিবি। তারপর সেই টুকরোগুলো কখনও বেঁধে, আবার কখনও তেঁতুল বীজের আঠা দিয়ে জুড়ে তৈরি করতে হবে নতুন সাজ। তাছাড়া টোপর, মালা, ঠাকুরের সাজ, ঘটের মুকুট, কদমফুল আরও কত কী কাজ আছে! একবার দেখিয়ে দিলে আমি ঠিক শিখে নেব।'

লিচু চোখ বড় বড় করে বলল, 'সাবাশ। চালির কাজের ওই একঘেয়ে গয়না বানাতে আর ভালো লাগে না। তবে মা কী রাজি হবে! আমার শোলার সাজ গড়তে বড্ড ইচ্ছে হয়।'

বছর দেড়েক হল তাদের মা আবার ঠাকুরের গয়নার কাজ শুরু করেছে। তবে সে সব নিজস্ব কাজ নয়। অন্য মহাজনেরা রঙিন কাগজ, থার্মোকল, চুমকি, অভ্র, সোনালি, রুপোলি সুতো, আঠা পৌঁছে দেয়।

আর দেয় ডিজাইনের স্টেনসিল। মাউন্ট বোর্ড কিংবা শক্ত কার্টিজ পেপারে সেই নকশা তুলে তাতে থার্মোকল সেট করে জরি, চুমকি, অভ্র দিয়ে সাজিয়ে দিতে হয়। পড়াশোনার ফাঁকে দুই ভাই ঠাকুরের চালির সাজ গড়ে। তাতে একঘেয়ে ডিজাইন। এই কাজ দুজনের মোটেই ভালো লাগে না। অথচ সাজে কত রকমের ডিজাইন হয়। সেসব ডিজাইন আবার বছরে বছরে পালটায়। জরি, চুমকি, সুতা, মাউন্ট বোর্ডে বসিয়ে চিক, মালা, কানপাশা তৈরি হয়। এক সময় খুব চলত আট বাংলা সাজ। সেই সাজ ডাকের সাজের মতো দেখতে। তৈরি হয় সিঁথির সাজ। এই মুকুট সিঁথি বরাবর স্থাপন করা হয়। যা মাতৃমূর্তির মুখমণ্ডলের প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে।

এই সময়ের ঝাঁ চকচকে বিরাট আকারের সাজের চেয়ে শোলার সাজ বেশি টানে লিচুকে। তার ইচ্ছে সে নিজেই একদিন ডাকের সাজের অর্ডার নেবে। আবার তাদের বাড়িতে ভরে উঠবে শোলার কাজ। পুজোর আগে নাওয়া খাওয়ার সময় থাকবে না। আজকাল লিচুর মাথায় ঘোরে নতুন নতুন ডিজাইন। সে প্রতিমা দেখবার সময় মুগ্ধ চোখে সাজ দেখে। কিছু কিছু ডিজাইন মাথায় গেঁথে রাখে।

শোলার কাজ শিখতে মাঝেমধ্যেই ছুটে যায় পবন মালাকারের বাড়ি। মানুষটা জরি, চুমকি, অভ্রর ঝলকানির বাইরে থাকবেন বলে শুধুমাত্র কালীর মুখা আর কদমফুল বানান। তিনি প্রথম দিন বলেছিলেন, 'এই কাজ মস্ত দায়িত্বের। একবার পুজোর কাজ নিয়ে দূরের এক রাজ্যে গেছিলাম। সাজ সেট করার কাজ। সেখানেই খবর পেলাম, দু'মাস পর যার সঙ্গে আমার বিয়ে তার মৃত্যু সংবাদ। কাজ শেষ না করে ফেরা হল না। ফিরলাম চারদিন পর। শেষ দেখাটাও হল না।'

লিচুকে দেখলে তিনি খুশি হন। কত কি জানা যায় তাঁর কাছে। গতকাল তিনি বলেছেন, মধুমঙ্গল মালাকারের কথা। যিনি শোলার কাজ দিয়েই বিশ্ব জয় করেছিলেন। বাড়ি তাঁর দক্ষিণ দিনাজপুর। শোলার কাজ নিয়ে তিনি গেছেন উত্তরবঙ্গ থেকে অনেক দেশে। লন্ডন মিউজিয়াম, ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়াম, সানফ্রান্সিসকো, স্কটল্যান্ড থেকে বার্সিলোনা সবখানে তাঁর কাজ রাখা আছে। বাংলার শিল্পকলাকে তিনি দক্ষিণ দিনাজপুরের ছোট্ট গ্রাম মুস্কিপুর থেকে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বের দরবারে।

বাবার কাছে কাজ শিখেছেন তিনি। তাঁর বাবা যখন কাজ করতেন, তিনি দেখতেন মনোযোগ দিয়ে। দেখতেন বাবার হাতে এক টুকরো শোলা কেমন করে ফুল হয়ে যাচ্ছে।

এসব কথা বারবার শুনতে ইচ্ছে করে লিচুর। নিজেকেই সে ফিসফিস করে বলে, 'একদিন আমিও শুধুই শোলার কাজ করব।'

মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় লিচুর, তারা দুই ভাই মিলে সত্যি সত্যি মস্ত একটা সাজ গড়েছে। 'ডাকের সাজ'। সেই সাজ পরানোর পর কেউ চোখ ফেরাতে পারছে না প্রতিমা থেকে। এই স্বপ্নের একটা অংশে বড়ই অদ্ভুত। সেটা এইরকম, লিচুর চোখে পড়ে অজস্র মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে তার বাবা। তিন বছর আগে যিনি চলে গেছেন ওই আকাশে। সেই মানুষ মুগ্ধ হয়ে দেখছেন তাঁর ছেলেদের বানানো ডাকের সাজ! বাবার চোখেমুখে আনন্দে ঝলমল করছে। লিচু একছুটে বাবাকে জড়িয়ে ধরবে ভেবেছিল। অথচ সে পারে না। তার পা যেন গেঁথে গিয়েছে মাটিতে। ঠিক এই সময় ঘুম ভেঙে যায়।

তারপর আর ঘুম আসতে চায় না।

শুধু স্বপ্নটা চোখের সামনে থেকে যায় না। লিচু ঘুমন্ত ভাইয়ের কানের কাছে বিড়বিড় করে, 'বুঝলি ভাই, সত্যি সত্যি আমরা একদিন শোলার সাজ বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবো।'

প্রিয় পাঠক, আর মাত্র কয়েকটা দিন পরে মা মণ্ডপে আসবেন। মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াব আমরা সবাই। আপনাকে বলছি, কয়েক সেকেন্ড থেমে জগৎজননী সহ পুরো কাঠামোর সাজের দিকে একটু তাকাবেন। এই সাজ আড়ালে থাকা অজস্র মানুষের স্বপ্ন।

অক্ষর-বৃত্ত

অতনু বিশ্বাস

লেখক ঋদ্ধিমা ঘোষালের সবচেয়ে বড় শত্রু ডেডলাইন। ডাকসাইটে প্রকাশক সৌম্যজিৎ বসু তিনদিন অন্তর ফোন করছেন—'ঋদ্ধি, পাণ্ডুলিপি কোথায়? আমি তো সাঙ্ঘাতিক চাপে রয়েছি।'

'কী করব, সৌম্যদা? এতো আচার নয় যে রোদে দিলেই তৈরি হবে।' হালকা হাসি হাসে ঋদ্ধিমা।

লেখক হিসেবে অল্প সময়েই বেশ নাম করেছে ঋদ্ধিমা। সে থাকে দক্ষিণ কলকাতার এক পুরোনো ফ্ল্যাটে-- একা। চারদিকে বইয়ের স্তূপ। সমস্যা হল, তার নতুন উপন্যাস এগোচ্ছে না একেবারে। অথচ প্লটটা দুর্দান্ত। এক বৃদ্ধ ঘড়ির মেকানিক, যে অচল ঘড়ির মধ্যে জমিয়ে রাখে মানুষের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি। কিন্তু ভাবনা আর উপন্যাস নির্মাণ এক জিনিস নয়। সেজন্য লাগে শহর, রাস্তা, চরিত্র, ভাষা, গন্ধ, ইতিহাস, অসংখ্য সূক্ষ্ম বাস্তবতা-- আর লাগে মানুষ।

সেখানেই ঋদ্ধিমা আটকে গিয়েছে। এমনিতে একটা দৃশ্য লেখার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইব্রেরিতে কাটায় সে। বইপত্র ঘেঁটে গবেষণা করে সংগ্রহ করে ডিটেলস। কিন্তু এখন অশ্লীল রকমের ডেডলাইন তাকে সে সুযোগটা দিতে নারাজ।

সেদিন দুপুরে এল তার কলেজের বন্ধু অনির্বাণ। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। ঘরে ঢুকেই বলে, 'কিরে ঋ, তুই এখনও বইয়ের নীচে চাপা পড়ে মরিসনি?'

ঋদ্ধিমা বিরক্ত মুখে বলে, 'চুপ কর। আমি জটিল গবেষণা করছি।'

'গবেষণা না বইয়ের সঙ্গে সহবাস?' মুচকি হাসে অনির্বাণ। ঋদ্ধিমা একটা কুশন ছুড়ে মারল ওর দিকে। অনির্বাণ ল্যাপটপ খুলে বলল, 'এবার লেখালেখির গবেষণায় একটা জিনিস ব্যবহার করে দেখ। সময় বাঁচবে।'

'আবার কী?' ঋদ্ধিমা কিছুটা কৌতূহলী হয়।

'একটা এআই চ্যাটবট।' অম্লান মুখে জানায় অনির্বাণ।

শুনে ঋদ্ধিমা এমন মুখ করল যেন অনির্বাণ তাকে চিরতার জল খাওয়াচ্ছে। 'দেখ, আমি উপন্যাস লিখি। ম্যানুফ্যাকচার করি না।'

অনির্বাণ তার ভুল শুধরে দেয়, 'এআই দিয়ে তোকে লিখতে বলছি না। তুই গল্প ভাববি, ও তথ্য খুঁজে দেবে।'

ঋদ্ধিমা একটু হেসে বলল, 'তুই সবসময় এত বিরক্তিকর কেন?'

অনির্বাণ কাঁধ ঝাঁকাল। 'কারণ তোর হাসি দেখতে চাই।'

ঋদ্ধিমা জোর করে মুখ গম্ভীর করে। 'এইসব সস্তা সংলাপ আমার উপন্যাসে চলবে না।'

অনেক তর্কের পরে অনির্বাণ তাকে খুলে দিল 'অক্ষর' নামের এআই চ্যাটবটটা। ঋদ্ধিমা খানিক সন্দেহের চোখে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'উনিশ শতকের কলকাতায় ঘড়ির দোকানগুলো কেমন ছিল?'

সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর। এবং সেটা শুধু তথ্য নয়-- যেন কাঠের কাউন্টার, পিতলের যন্ত্রপাতি, কেরোসিন বাতির হলদে আলো, ব্রিটিশ আমলের পকেট ঘড়ির বাজার, এমনকি ধাতু আর পুরোনো তেলের মিশ্র গন্ধ পর্যন্ত উগড়ে দিচ্ছে এআই চ্যাটবটটা।

ঋদ্ধিমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে বলল, 'আচ্ছা... খারাপ না।'

অনির্বাণ বিজয়ীর হাসি হাসল। 'ভবিষ্যতের দুনিয়ায় স্বাগত। দেখ, এসব তথ্যই তো তুই জোগাড় করতিস লাইব্রেরিতে পুরোনো বইপত্র আর ম্যাগাজিন ঘেঁটে, কয়েকদিন সময় খরচ করে। হয়ত পুরো তথ্য পেতিসও না।'

মাথা নাড়ে ঋদ্ধিমা। এরপর শুরু হল অদ্ভুত এক সহযোগিতা। ঋদ্ধিমা তৈরি করত গল্পের হৃদয়-- চরিত্রের ভাঙন, ভালোবাসা, একাকীত্ব, স্মৃতির ব্যথা। আর অক্ষর তাকে সাহায্য করত চারপাশের পৃথিবী গড়ে তুলতে। ঋদ্ধিমা জিজ্ঞেস করল, '১৯৪০-এর কলকাতায় বৃষ্টির দিনে ট্রামের ভিতরের গন্ধ কেমন হত?' অক্ষর উত্তর দিল, 'ভেজা কাঠ, কয়লার ধোঁয়া, ভিজে কাপড়, আর কখনও সস্তা আতর-- সবকিছুর মিশ্রণ।' ঋদ্ধিমা জিজ্ঞেস করল, 'অনেকগুলো পুরোনো যান্ত্রিক ঘড়ি একসঙ্গে চললে কেমন শব্দ হয়?' অক্ষর লিখল, 'সময় যেন নিজেই অসংখ্য ছোট পায়ে হাঁটছে।'

ঋদ্ধিমা অবশ্য উত্তরগুলো হুবহু ব্যবহার করত না। কিন্তু তার মাথায় দৃশ্যগুলো জীবন্ত হয়ে উঠত। সে লিখল, 'দোকানের মধ্যে মহাকাল যেন শত প্রকারের গতিতে হাঁটছিল।' সেই লাইন পরে জনপ্রিয় হয়েছিল বেশ।

অচিরেই অক্ষর হয়ে উঠল তার গবেষণা-সহকারী। আগে যে গবেষণার জন্য লাগত কয়েক সপ্তাহ, এখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঋদ্ধিমা পেয়ে যাচ্ছিল সব-- সম্ভাবনা, তথ্য, পরিবেশ, ভাষা। সে আরও বেশি সময় দিতে পারছিল মানুষের আবেগের মূলে, তার প্রকাশে।

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে ঋদ্ধিমা আটকে গেল। গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে নিরঞ্জন বুঝতে পারবে, সে যে ঘড়ি সারায়, সেগুলোর মধ্যে জমে থাকে মানুষের জট-পাকানো স্মৃতি। কিন্তু দৃশ্যটা ঠিক দাঁড়াচ্ছিল না।

রাত আড়াইটে। টেবিলে ঠান্ডা চা। বাইরে খুব বৃষ্টি-- বাজ পড়ছে। বিরক্ত ঋদ্ধিমা লিখল—'আমি সস্তা আবেগ চাই না গল্পের মধ্যে।' কয়েক সেকেন্ড পরে অক্ষর উত্তর দিল—'স্মৃতিগুলো সরাসরি দেখানোর বদলে, ঘড়িগুলোর সময় থেমে যেতে পারে আলাদা আলাদা মুহূর্তে।'

ঋদ্ধিমা থেমে গেল। তার শরীরে কাঁটা দিল। এমন তো সে ভাবেনি। প্রতিটি সময় হয়ত কারও না কারও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এটা তো লুকিয়েই ছিল গল্পের অন্তরে। হঠাৎ যেন কেউ অন্ধকার ঘরে আলো ধরল।

সে রাতেই লেখা হল উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। ছ'মাস পরে বই বেরোল-- 'সময়-সংগ্রাহক'।

তারপর বিস্ফোরণ। বইমেলায় লাইন। সংবাদপত্রে প্রশংসা। সমালোচকেরা বললেন, বাংলা সাহিত্যে বহুদিন পরে এমন নিখুঁত পরিবেশ-নির্মাণ দেখা গেল।

-এআই

ছোটগল্প

আসল ঝড়টা শুরু হল জয়পুরের সাহিত্য উৎসবে। এক আলোচনা-সভায় সঞ্চালক প্রশ্ন করলেন—'শুনছি আপনি এআই-এর সাহায্য নিয়ে লিখেছেন?'

ঋদ্ধিমা শান্তভাবে বলল—'হ্যাঁ। গবেষণা, তথ্যসংগ্রহ, ভাষাগত সূক্ষ্মতা এবং পরিবেশ নির্মাণে আমি এআই ব্যবহার করেছি বৈকি।'

কেউ যেন দেশলাই ছুড়ে দিল শুকনো খড়ের মধ্যে। সামাজিক মাধ্যমে আগুন লেগে গেল। 'এটা সাহিত্য নয়, সফটওয়্যার!' 'এআই-লিখিত বই পুরস্কার পাবে কেন?' 'মানুষের সৃজনশীলতা শেষ!'

এক প্রবীণ কবি টেলিভিশনে বললেন—'আজ উপন্যাস লিখতে এআই ব্যবহার করছে, কাল কবিতাও লিখবে এআই।' আরেক ঔপন্যাসিক লিখলেন—'এটা ডোপিং-এর মতো। খেলোয়াড় যেমন স্টেরয়েড নেয়, লেখকও এখন এআই নিচ্ছে।' মিম তৈরি হল-- ঋদ্ধিমা চা খাচ্ছে, আর পেছনে রাত জেগে উপন্যাস লিখছে রোবট।

সেদিন অনির্বাণ এসে বলল— 'তুই ক্যালকুলেটর ব্যবহার করিস-- রয়্যালটির হিসাব করতে?'

-হ্যাঁ।

-তাহলে কি তুই অঙ্ক জানিস না?

ঋদ্ধিমা বিরক্ত হল। 'সাহিত্য আর ক্যালকুলেটর এক জিনিস না।'

-না, কিন্তু প্রযুক্তি মানুষের কাজকে বদলায়, মুছে তো দেয় না। সম্পাদক তোকে মতামত দেয়, এআই-ও তাই করছে। শুধু একটু দ্রুত করেছে। দেখ ঋ, এআই তোকে গল্প অনুভব করতে শেখায়নি। শুধু তোকে দ্রুত হাঁটতে সাহায্য করেছে।

ঋদ্ধিমা জানে, আগে যেখানে একটা দৃশ্যের জন্য পাঁচদিন লাইব্রেরিতে কাটাতে হত, সেখানে এখন কয়েক মিনিটে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এটা কি অন্যায্য সুবিধা? কিন্তু গল্পের হৃদয় তো সে-ই লিখেছে। নিরঞ্জনের ভয়, ভালোবাসা, স্মৃতির ব্যথা-- এসব কি কোনও যন্ত্র অনুভব করেছিল? ঋদ্ধিমা ধীরে বলল—'তুই সবসময় আমার পাশে থাকিস কেন?'

অনির্বাণ হাসল। 'কারণ তুই যখন হারিয়ে যাস, সে সময় তোকে খুঁজে ফেরা আমার পুরোনো অভ্যাস।'

প্রকাশক সৌম্যজিৎ প্রথমে খুব খুশি ছিলেন। বিতর্ক মানেই বিক্রি! কিন্তু তিনদিন পরে তিনিও হাঁপিয়ে উঠলেন। প্রতিদিন সাংবাদিকরা একই প্রশ্ন করছে—'উপন্যাসের কত শতাংশ এআই লিখেছে?'

এবার ঋদ্ধিমা আমন্ত্রণ পেল অক্সফোর্ডের 'ফিউচার অব ক্রিয়েটিভিটি' সম্মেলনে। সেখানেও একই প্রশ্ন-- মানুষ আর যন্ত্র একসাথে সৃষ্টি করলে, স্রষ্টা কে? এক সাংবাদিকের সরাসরি প্রশ্ন—'আপনার বইয়ের কোন অংশ আপনার লেখা, আর কোন অংশ এআই-এর?'

ঋদ্ধিমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—''আমরা ভুল প্রশ্ন করছি। 'এআই লিখেছে কিনা' নয়, প্রশ্নটা হওয়া উচিত-- 'মানুষ এআই-কে কীভাবে ব্যবহার করছে'। আমার বইয়ে এআই গবেষণা-সহকারী, সম্ভাবনা-প্রস্তাবকারী, কখনও সম্পাদকীয় আলোচক। কিন্তু চূড়ান্ত সৃষ্টিশীল সিদ্ধান্ত মানুষের।''

তার বক্তৃতার পর শুরু হল একটা নতুন আলোচনা। ফলাফল ইতিবাচক। বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হল 'হিউম্যান-এআই কোলাবরেটিভ রাইটিং' নামে কোর্স, যার মূল কথা— 'এআই ধারণা দিতে পারে। দায় ও দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের।'

এক বৃদ্ধ পাঠক সংবাদপত্রে চিঠি লিখলেন—'আগে ভাবতাম এআই এলে মানুষ লিখবে কম। এখন মনে হচ্ছে, হয়ত মানুষ আরও গভীরভাবে লিখবে।'

সেদিন রাতেও ঝমঝমে বৃষ্টি। অনির্বাণ এসেছে অফিস ফেরত। ঋদ্ধিমা ল্যাপটপ খুলে অক্ষরকে লিখল—'আজ একজন বলল, তুমি নাকি আমার সহ-লেখক।'

অক্ষর উত্তর দিল—'তুমিও কি তাই মনে কর?'

এবার ঋদ্ধিমা স্পষ্ট লিখল—'না, তুমি সহ-লেখক নও। তুমি হয়ত এমন এক আয়না, যেখানে মানুষ নিজের কল্পনাকে দ্রুত দেখতে পায়।'

অনির্বাণও স্ক্রিনের দিকে তাকায়। 'বেচারা!'

'কেন?' জিজ্ঞেস করে ঋদ্ধিমা।

'এতদিন ধরে তোকে সাহায্য করল, গবেষণা করল, প্লট সাজাল। তবু বাদ পড়ে গেল শেষ দৃশ্যে।' তারপর অনির্বাণ একটু গম্ভীর মুখে বলল, 'দেখ, একজন লেখকের এআই লাগতে পারে। কিন্তু একজন মানুষের লাগে আরেকজন মানুষ।'

ঋদ্ধিমা কিছু বলল না।

অনির্বাণ এবার চোখ নামিয়ে বলল, 'একটা আবেদনপত্র অনেকদিন ধরে জমা পড়ে আছে। স্থায়ী পার্টনার পদে।'

ঋদ্ধিমা এবার তাকাল তার দিকে। অনির্বাণ মজা করছে বলে মনে হচ্ছে না। তারপর ধীরে বলল, 'অ্যাপ্লিকেশনটা কি খুব পুরোনো?'

'হ্যাঁ, কলেজের সময়ের।' উত্তর দেয় অনির্বাণ। 'প্রশাসনিক জটিলতায় ফাইলটা মনে হয় আটকে আছে।'

ঋদ্ধিমার ঠোঁটের কোণে হাসি। 'তাহলে আর নতুন করে আবেদন করতে হবে না।'

অনির্বাণ তার দিকে তাকাল। 'তাহলে কি ফাইলটা নড়াচড়া শুরু করেছে?'

ঋদ্ধিমা উত্তর দিল না। শুধু তার হাতের উপর নিজের হাতটা আরও একটু শক্ত করে রাখল।

ঘরের কোণে ল্যাপটপের অন্তরালে অক্ষর অপেক্ষা করছে নতুন কোনও প্রশ্নের জন্য-- যে প্রশ্ন আর উত্তরের বৃত্তে ঘুরে চলে চ্যাটবটের অস্তিত্ব। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোনও প্রশ্নের দরকার ছিল না। কারণ, কিছু উত্তর মানুষ এখনও নিজেরাই খুঁজে নিতে পারে।

উত্তরের কবিমুখ

উজ্জ্বল বর্মণ

শিলিগুড়ির বাসিন্দা উজ্জ্বল বর্মণ। পেশা সিভিল ওয়ার্ক ও প্লানিং। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজের সূত্রে তাঁর যাতায়াত একটি চেনা বৃত্তে ঘোরে। জলেশ্বরী থেকে চেকপোস্ট, শালুগাড়া থেকে মাটিগাড়া, বর্ধমান রোড থেকে এসএফ রোড পেরিয়ে এনজেপি হয়ে বাড়ি। এই অবিরাম চলাচলের পথেই তাঁর চোখে ধরা পড়ে অসংখ্য মানুষ, তাঁদের কর্মব্যস্ততা, ক্লান্তি, ঘাম ঝরানো ও জীবনযাপনের ছোটখাটো ছবি। মানুষের কর্মব্যস্ত ঘামের প্রথম ফোঁটাই তাঁর কাছে হয়ে ওঠে কবিতার উপাদান।

পরিচিত 'শ্যামকাকু'র হাত ধরে কবিতায় তাঁর হাতেখড়ি। নিজের স্কুল ঘোগোমালি উচ্চবিদ্যালয়ের দেওয়াল লিখনে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ২০১৭ সালে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' পত্রিকার হাত ধরে সংবাদমাধ্যমে নিজের লেখা কবিতার আত্মপ্রকাশ। এরপর 'উত্তরের কবিমন' সাহিত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে লেখার পথচলা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। পাশাপাশি 'মল্লার', 'শুধু বিঘে দুই', 'বান্ধবনগর', 'পদ্য', 'দ্রোহকাল'-সহ বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন ও পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। চলমান জীবনের অভিজ্ঞতা ও চারপাশের মানুষই উজ্জ্বলের কবিতার প্রধান অনুষঙ্গ।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করেছেন। বর্তমানে বিএড করছেন। পছন্দের কবি ও লেখকদের তালিকায় রয়েছেন তারাপদ রায়, মনীন্দ্র গুপ্ত, শবরী শর্মা রায় এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বই, খেলা ও সিনেমা তাঁর পছন্দের বিষয়। পেশার ব্যস্ততার মাঝেও চারপাশের মানুষ ও জীবনের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতাকে কবিতায় ধরে রাখার চেষ্টাই উজ্জ্বলের লেখালিখির মূল চালিকাশক্তি।

ড্রিম প্রোজেক্ট

মানুষটা ঢালাই যন্ত্রের ভেতর কাটা পড়লো।

কিছুক্ষণ চারপাশে ভিড় করে
তুমি তাকালে, আমি তাকালাম, মালিকও

তারপর আবার মেশিন চললো।
রড উঠলো।
বালি-পাথরে সিমেন্ট মিশলো।

শুধু কাক-পক্ষিগুলো জেনে গেল—
এত উঁচু বিল্ডিং বানাতে
মানুষের কাঁচা রক্তই সবচেয়ে শক্ত সিমেন্ট।

কবিতা

বাদুড় ও বেদনা

দীপশিখা পোদ্দার

সব মৃত্যু মোমবাতি পায় না।
সব ধর্ষণের গল্প, যৌনতা লুটের গল্প
মুখে মুখে ফেরে না সবার।
হাত-পা কাটলে যেমন যন্ত্রণা
তেমনই যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে ধর্ষিতা যোনির শরীর,
কিন্তু মানুষের হাতে-হাতে মোমবাতি জ্বলে না উঠলে
সেই চিৎকার কেউ শুনতে পায় না।
মোমবাতি জ্বলে উঠলেই কি যন্ত্রণার হদিস পাওয়া যায়?
মোমবাতির আলো কি মানুষের চেতনার অন্ধকার ফুঁড়ে
সমাজের বিধিবদ্ধতা আর মিথ্যের লণ্ঠন ভেঙে
হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ-জৈন
মানুষের তৈরি সব ধর্মের দরজা দিয়ে সমানভাবে ভিতরে ঢুকতে পারে?
একই বিষয় নিয়ে কখনও দুর্নিবার মেতে ওঠে বাতাস
কখনও নিশ্চুপ বয়ে যায়...
কখনও আগুন জ্বলে ওঠে দাউদাউ
কখনও প্রাত্যহিক অভ্যাসের জটিল অতলে
আগুনও নিবতে নিবতে ঘুমিয়ে পড়ে রহস্যের বিছানায়।
শুধু দৃষ্টান্তের পতাকা নিয়ে একটুকরো সময়
ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে একা
তোমার দিকে
আমার দিকে
আমাদের নির্বিকার মুখের দুনিয়ায়...

অসহায় শৈশব

রীনা মজুমদার

শৈশবের পিঠে অবুঝ শিশুর বোঝা
আর কত কাদামাটি জল নিয়ে খেললে
শিশুর অবুঝ চোখ খুঁজে পাবে মা-বাবাকে?

প্রকৃতিও অশ্রু জলে ভাসে
রেখে যায় বারবার সাবধান বাণী,
পরিবেশ রক্ষায় কতটা নিয়ম মানি?

যে পিঠ বইবে বইয়ের বোঝা
অসহায় পিঠে অবুঝ শিশুর কান্না

এ দায় কার? প্রকৃতির?
দেশের! বিদেশের! আমাদের না তোমাদের!
কার? কার এ দায়?
আর সময় নেই দায় এড়ানোর...

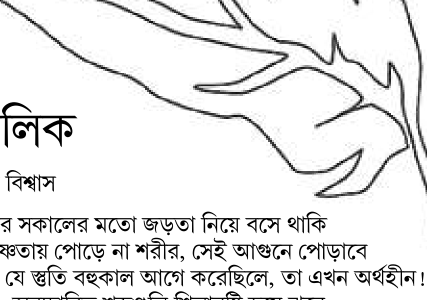

ঝিলিক

তন্ময় বিশ্বাস

শীতের সকালের মতো জড়তা নিয়ে বসে থাকি
যে উষ্ণতায় পোড়ে না শরীর, সেই আগুনে পোড়াবে
বলে, যে স্তুতি বহুকাল আগে করেছিলে, তা এখন অর্থহীন!
তবুও, অনুচ্চারিত শব্দগুলি শিলাবৃষ্টি হয়ে ঝরে
জোৎস্না পার করে হেঁটে আসে অমাবস্যা।

হে ঝিলিক,
এখনও হৃদয় রাজপথের মতো শূন্য,
যে গাঁয়ে মানুষ নেই, ঘর নেই, পশু নেই, পাখি নেই
সে গাঁয়ের একমাত্র বাসিন্দা হয়ে বুঝেছি-
মৃত্যুর থেকে ভালোবাসা বড়ো নয়।

মেঘ ভাঙা বৃষ্টি

চৈতালি ধরিত্রীকন্যা

নিকষ কালোর ওপর হেঁটে যাচ্ছে জ্যামিতিক মেঘ সাদা
ভোর রাতে মুষল বৃষ্টি ভেজাবে
আরো দুটো যন্ত্রণা
গতকালই মেঘভাঙা বৃষ্টি ভেঙেছে
বাঁশবন গোটা গোটা
শাল-সেগুনের বাকল।
ছাউনিগুলি সাপ-ব্যাঙের খেলা দেখে
প্রতিবছর দালানকোঠায় হৃদপিণ্ড রাখে ওরা।
গামছা নাড়ে আকাশে
অস্তিত্ব নিশান করে।
হেলিপ্যাডে কাঁকর-ভরা চিড়ের ঝুলি
নিজস্ব পেট থমকে যায়,
স্বপ্নের বেলুনওয়ালার মসৃণ ফুঁ-মেসিনটা
জলে ভিজে গেছে গতকালই
এখন শৈশবের উপাস-চোখ
ভেসে বেড়াচ্ছে থালা-বাটির ফানুস-বেলুন
বিস্মিত সমবেত সঙ্গীত
মোম পেন্সিলে ভেসে যাচ্ছে শরীর, হাত-পা।
কাটাকুটি করে হিসেব মেলাচ্ছে
নানান ওজনদার মস্তিষ্ক...

যাযাবর পাখিরা ও আমি

শান্তনু দেবনাথ

বাড়ির পেছনের ঝোপঝাড় বেষ্টিত ফাঁকা জমিতে-
বর্ষার শুরুতে জমা জলে যাযাবর পাখিদের আগমন,
আমাকে যেন পুনরুজ্জীবিত করে বর্ষার জল সিঞ্চন অভিষেকে।
এই সময়ে তীব্র দাবদাহ ও বৃষ্টি যুগপৎ স্বচ্ছন্দ,
আবার কখনও একটানা বৃষ্টি, শীতলতা অনাকাঙ্ক্ষিত;
সূর্য্যের তাপ-প্রকোপে অস্থায়ী ডোবার জল শুকিয়ে আসতে থাকে,
চারিদিকে একটা থমথমে ভাব অনর্থের সম্ভাবনা,
যাযাবর পাখিদের আর্তি-আর্তনাদ শুনতে পাই;
আমি বিচলিত হই তবে সর্বশক্তিমানের পক্ষ ওদের দিকেই থাকে।
ঢেলে অবিরত বৃষ্টি শুরু, আবার জলময় চারিদিক,
জলে সার বেঁধে ছানাপোনা নিয়ে ভেসে বেড়ায় বালি হাঁসেরা,
সেখানে ডাহুকের আনাগোনা, পানকৌরিদের ক্লান্তিহীন ডুব,
অনেক বক-ও জুটেছে, তারা সাদা-বাদামী-লালচে রঙের সব।
ইতিমধ্যে শরতের উঁকি-ঝুঁকি, আকাশে সাদা মেঘের ছোঁয়া,
বৃষ্টি উধাও, জমা জল শুকিয়ে যাওয়াতে-
যাযাবর পাখিদের ঘর-সংসার ফেলে চলে যাওয়া-
আমি অভিমানে বিষন্ন হই, আবার নতুন বছরের বর্ষার প্রতীক্ষা।

অণুগল্প

বাসনা

সুপ্রিয় দেবরায়

-তুমি এখানে এতদূর কীভাবে এলে? ছিলে তো সরকারি স্কুল গ্রন্থাগারে।

-কী আর বলব তোমাকে? গ্রন্থাগারের র‍্যাক থেকে আমার মতো অনেককে রেখে দিল রুমের একদম পিছনের এক কোণায়। সেখান থেকে একে-একে সবাইকে বিদায় করতে শুরু করল, কোথায় কে জানে! আমার ঠাঁই হল কলেজ রোডের এই দোকানে।

-কেন? কেউ ছুঁয়ে দেখত না? কেউ পড়ত না?

-সেটাই তো! এত নিঃসঙ্গ জীবন, আমি কি কারুর প্রিয় নই? আসলে পাঠকদের আমাদের উপর রাগ, সবাই বলাবলি করত— আমাদের নাকি জোর করে গ্রন্থাগারে রাখা হয়েছে। আমরা নাকি উপযুক্তই নই ওই গ্রন্থাগারে বাস করার। কিন্তু তোমার মধ্যে কী আছে গো? তোমার শরীর জীর্ণ, তা-ও তোমাকে হাতে নিয়ে সেলফি তুলছে। দোকানের মালিক বলছে, এখন একটাই কপি আছে, পরের সপ্তাহে আসবে। কী ব্যাপার গো, একটু বুঝিয়ে বলবে?

-একটু কঠিন হলেও, চেষ্টা করছি। পাঠক অর্থাৎ মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার মন, চেতনা এবং মানসিক সত্তায়। মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, কল্পনা, চেতনা ও প্রজ্ঞার সমষ্টিকে 'মানস' বলা হয়। মানুষের দেহ চলে গেলেও মানস দ্বারা রচিত, সৃষ্ট কাজের মূল্য থেকে যায়। আমার ভিতরের শব্দের অর্থই সৃষ্টিকর্তার মানস। দেহের মতো বইও একদিন জীর্ণ হয়, কিন্তু আমার সৃষ্টিকর্তার মানস বেঁচে থাকে তাঁর সৃষ্ট শব্দের মধ্যে, পাঠকের মধ্যে।

-তোমার কত জ্ঞান, বন্ধু। আমি কি কোনোদিন সেরকম পাঠকের সন্ধান পাবো, যার চিহ্ন আমার শব্দের মধ্যে থেকে যাবে। কিছু মনে কোর না বন্ধু, তোমাকে দেখে হিংসে হয়। যদি আমাকে কেউ সৃষ্টি করত, তোমার স্রষ্টার মতো কেউ!

আশ্বিনের আলো-ছায়া

সঞ্জয় সাহা

নদীর ধারের কাশবন বাতাসে দুলছে। ভাদ্রের ভ্যাপসা গরম কাটিয়ে জানলার বাইরে শরতের মায়াবী রূপ দেখছিল অনুপমা। সে ভাবছিল, মা দুর্গা যদি সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়ি আসতে পারেন, তবে তার নিজের মা কেন রোগশয্যায় কষ্ট পাবে? মা এলে নিশ্চয়ই তাদের অন্ধকার ঘর আলোয় ভরে উঠবে।

পুজোর আর মাত্র দু'দিন বাকি। পাড়ার মাইকে বেজে উঠল আগমনী গান। ঠিক তখনই ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফিরলেন অনুপমার বাবা হরেনবাবু। তবে আজ তাঁর চোখে অদ্ভুত তৃপ্তি। অনুপমা বাবার হাতের পুঁটুলিটা খুলে দেখল— সেখানে মা ও তার জন্য দুটো নতুন সুতির শাড়ি আর মায়ের বেশ কিছুদিনের জরুরি ওষুধ। অবাক হয়ে অনুপমা জিজ্ঞেস করল, 'বাবা! এত টাকা কোথায় পেলে?'

হরেনবাবু মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'পুজোর মুখে বাবুদের বাড়িতে দিনরাত খেটেছি মা। বড়বাবু কিছু অগ্রিমও দিলেন। পুজোয় তোদের একটু আনন্দ দেব না, তা কি হয়?' বিছানা থেকে অসুস্থ মা তখন কৃতজ্ঞতায় চোখ মুছছেন। চড়া বাজারের অভাবকে হারিয়ে আজ বাবার পরিশ্রম আর ভালোবাসা জিতে গেছে। সন্ধ্যায় উঠোনের শিউলি ফুল মায়ের বালিশের পাশে রেখে অনুপমা বলল, 'দেখো মা, মা দুগ্গা আমাদের পুজো গ্রহণ করেছেন।' বাইরে তখন শঙ্খধ্বনি বাজছে। অভাবের মেঘ সরিয়ে অনুপমার চোখে তখন শরতের নীল আকাশ আর এক বুক আনন্দ।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান।
কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট)
লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

উজবেক রূপকথা এবং সবিতার শ্রী

টানা তৃতীয়বার গাপ্রিন্দাশভিলি কাপ জেতার পর ভারতীয় ওপেন ও মহিলা দল।

প্রবুদ্ধ ঘোষ

১৯৭৭ সালে সমরকন্দের প্রাচীন আফ্রাসিয়াব ঢিবিতে খননকারীরা খুঁজে পান হাতির দাঁতের সাতটি ছোট মূর্তি। ঢাল-তলোয়ারধারী পদাতিক, যুদ্ধহস্তী, অশ্বারোহী, রথে বসা রাজা। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতকের এই ‘আফ্রাসিয়াব দাবাঘুঁটি’ এখন সমরকন্দের রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালায় রয়েছে। এগুলি দাবার পরিচিত প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির অন্যতম। ঘুঁটির গড়নেই ধরা আছে ভারতের চতুরঙ্গের উত্তরাধিকার- পদাতিক, হাতি, ঘোড়া, রথ। রেশমপথ ধরে পারস্য হয়ে যে খেলা এই শহরে পৌঁছেছিল, তেরো শতাব্দী পরে সেখানেই বসল ৪৬তম দাবা অলিম্পিয়াড (১৬-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬)।

ওপেন বিভাগে সোনা আয়োজক উজবেকিস্তানের, মহিলা বিভাগে চীনের। ভারত ওপেনে রুপো, মহিলা বিভাগে ব্রোঞ্জ আর দুই বিভাগ মিলিয়ে সেরা দেশের নোনা গাপ্রিন্দাশভিলি কাপ টানা তৃতীয়বার। ২০৪টি দেশ, প্রায় দুই হাজার খেলোয়াড়, ১১ রাউন্ডের সুইস লিগ। প্রতিটি দেশের পাঁচজনের দল থেকে প্রতি ম্যাচে চারজন দাবাড়ু প্রতিপক্ষ দেশের চারজন দাবাড়ুর বিরুদ্ধে লড়বে- এই নিয়ম। টিম গেম। ম্যাচ জিতলে ২ পয়েন্ট, ড্র করলে ১- তাই এখানে একক প্রতিভার চেয়ে দলের গভীরতা আর ম্যাচোপোযোগী নীতিই বিচার্য। সময়-নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রথম ৪০ চালে ৯০ মিনিট, তারপর আরও ৩০ মিনিট, সঙ্গে প্রতি চালে ৩০ সেকেন্ড সংযোজন।

ওপেন বিভাগ : উজবেকিস্তানের সোনার ছেলেরা

উজবেকিস্তানের জয় আকস্মিক নয়, একটি দশকব্যাপী প্রকল্পের ফসল। ২০২২ সালে চেন্নাইয়ে প্রথম সোনা, ২০২৪-এ বুদাপেস্টে ব্রোঞ্জ, আর এবার তৃতীয় বাছাই হিসেবে নেমে ঘরের মাঠে দ্বিতীয় সোনা। ১১ ম্যাচে ১০ জয়, ২০ ম্যাচ পয়েন্ট, ভারত ও জার্মানির চেয়ে দুই পয়েন্ট এগিয়ে। উজবেক দাবার এখন সোনার সময় চলছে, যার প্রথম অধ্যায় লেখা হয়েছিল এক ভূরাজনৈতিক সংকটের সময়। ২০২২-এর অলিম্পিয়াড হওয়ার কথা ছিল মস্কোয়। সে বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর ফিডে অলিম্পিয়াডের আসর সরিয়ে নেয়, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সুপারিশ মেনে নিষিদ্ধ হয় রাশিয়া ও বেলারুশ। চিনও সেবার রশিয়ার সমর্থনে নাম প্রত্যাহার করেছিল। অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে ভারত চেন্নাইয়ের কাছে মহাবলীপুরমে আয়োজন করে রেকর্ড ১৮৮টি ওপেন ও ১৬২টি মহিলা দলের আসর। সোভিয়েত উত্তরাধিকারের সবচেয়ে বড় দাবাশক্তি রাশিয়া অনুপস্থিত, কিন্তু আমেরিকা, ভারত, নরওয়ে, ইউক্রেন, ইংল্যান্ড অংশ নিয়েছিল। আধিপত্য দেখিয়ে অপরাজিত থেকে (৮ জয়, ৩ ড্র) সোনা জিতেছিল আবদুসাত্তারভ, ইয়াকুবোয়েভ, সিন্দারভ, ভাখিদভ ও ভোখিদভের উজবেকিস্তান।

বহু সংশয়বাদী ক্রীড়াবিশ্লেষক তখন উজবেকিস্তানের সোনাজয়ে নাক কুঁচকেছিলেন। কিন্তু চারবছর পরে প্রমাণ হল, সেদিন এক নতুন দাবাপ্রজন্মের উত্থান ঘটেছিল চেন্নাইয়ে। আবদুসাত্তারভের কথাতেও সেই যোগসূত্র স্পষ্ট, ‘We are incredibly happy that we managed to bring this trophy back to our country after Chennai’। নিন্দুকদের চুপ করিয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাসী স্বর ঝলসে উঠেছে, ‘And I think with this kind of team, we'll have many more victories to come’। আসলে পশ্চিমা ক্রীড়াবিশ্লেষকরা অনেকেই মেনে নিতে পারেন না পূর্ব ইউরোপ বা এশিয়ার বা আফ্রিকার উত্থান, সংশয় প্রকাশ করেন। উজবেকিস্তান, ভারতের তরুণ প্রজন্মের আধিপত্য সেইসব ক্রীড়াসমালোচকদের যোগ্য জবাব।

অলিম্পিয়াডে উজবেক দলের মেরুদণ্ড ছিলেন প্রথম বোর্ডে নদিরবেক আবদুসাত্তারভ। পরিসংখ্যান- অপরাজিত ৮.৫/১১, পারফরম্যান্স রেটিং ২৮৬৯। তাঁর শিকার ডিং লিরেন, ফাবিয়ানো কারুয়ানা ও রিচার্ড র‍্যাপোর্টরা। তৃতীয় বোর্ডে নদিরবেক ইয়াকুবোয়েভের পারফরম্যান্স-৭.৫/১০, রেটিং ২৭৭৪। ইউ ইয়াংই, হান্স নিম্যান আর নিহাল সরিন তাঁর কাছে হেরেছেন। রিজার্ভ দাবাড়ু মুখিদ্দিন মাদামিনভ অপরাজিত ৫.৫/৭, শামসিদ্দিন ভোখিদভ ছয় খেলায় ৪ পয়েন্ট। পাঁচজনের প্রত্যেকে যথার্থ টিমম্যানের মতো খেলেছেন। অলিম্পিয়াড জেতার এটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ। ২০০৪ সালের ফিডে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক রুস্তম কাসিমজানভের কথায়, ‘The biggest is how much attention there is to chess in our country.’ সেই মনোযোগ আসে ‘from the highest echelons of power, from the president himself, from the prime minister. This is unparalleled, I'm sure- there is no such country in the world!’ জয়ের পর প্রেসিডেন্ট খেলোয়াড়দের পুরস্কারে ভরিয়ে দিয়েছেন। সোভিয়েত দাবা-প্রকল্পের উত্তরসূরি উজবেক দাবা, যেখানে রাষ্ট্রই দাবার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তফাত এই যে, উজবেকিস্তান এই উন্নতি করছে ইঞ্জিন আর অনলাইন দাবার যুগে, তরুণ এক প্রজন্মকে কেন্দ্র করে।

ওপেন বিভাগে সোনাজয়ী উজবেকিস্তান দল।

সপ্তম রাউন্ডে সবিতা শ্রী বনাম লারা শুল্তের ম্যাচে ৬৩ নম্বর চালের পর বোর্ডের অবস্থা।

রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে এসে পঞ্চম বোর্ডে সোনা জিতেছেন সবিতা শ্রী বাস্কর।

মহিলা : তারকাহীন চিনের সপ্তম শিরোপা

মহিলা বিভাগে চিন ৯ জয়, ২ ড্র ও শূন্য হারে ২০ ম্যাচ পয়েন্ট পেয়ে দুই পয়েন্টের ব্যবধানে সোনা জিতেছে। অথচ বিশ্বের সেরা পাঁচ মহিলা খেলোয়াড়ের চারজন তথা হৌ ইফান, জু ওয়েনজুন, লেই তিংজিয়ে ও তান ঝোংই দলে ছিলেন না। ঝু জিনার, সং ইউশিন, লু মিয়াওই, ইয়ান তিয়ানচি ও ঝাই মো-কে নিয়ে গড়া তরুণ দল দেখিয়ে দিল, চিনা দাবা-প্রকল্প কতটা গভীর। প্রথম বোর্ডে ঝু জিনার ৭/৯ পয়েন্টে (পারফরম্যান্স রেটিং ২৬৩৮) সোনা জিতেছেন। ১৬ বছরের লু মিয়াওই তৃতীয় বোর্ডে ৯.৫/১১ (পারফরম্যান্স রেটিং ২৫৭৬) পয়েন্টে সোনা পেয়েছেন, রেটিং বেড়েছে ২৮.৮। শেষ রাউন্ডে ভিয়েতনামকে ৩-১ হারিয়ে এটি চিনের সপ্তম মহিলা অলিম্পিয়াড খেতাব। অপরাজিত কাজাখস্তান (৭ জয়, ৪ ড্র; ১৮ পয়েন্ট) রুপো পেয়েছে। কাজাখস্তানের ১৬ বছরের এলনাজ কালিয়াখমেত চতুর্থ বোর্ডে সোনা জিতেছেন।

বোর্ডের বাইরের দান : অলিম্পিয়াড ও রাজনীতি

দাবা অলিম্পিয়াডের ইতিহাস বিশ্বরাজনীতির আয়না। ১৯৭৬ সালে অলিম্পিয়াড বসে ইজরায়েলের হাইফায়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়নি, তাই পূর্ব ইউরোপীয় জোট ও আরব দেশগুলি ওই অলিম্পিক বয়কট করে। আরব ব্লক লিবিয়ার ত্রিপোলিতে আয়োজন করে ‘এগেইনস্ট ইজরায়েল অলিম্পিয়াড’। মাত্র ৩৪টি দেশ অংশ নিয়েছিল। আর, প্রথমবারের জন্য দাবা-মানচিত্রে ঢুকে পড়ে পদক জিতেছিল তিনটি দেশ- এল সালভাদোর, টিউনিসিয়া ও পাকিস্তান। ২০২২ অলিম্পিয়াডেও ছিল রাজনীতির আঁচ। অলিম্পিয়াডের ইতিহাসে প্রথম মশাল দৌড় দিল্লি থেকে ১৭৫টি শহর ঘুরে কাশ্মীর পৌঁছায়। পাকিস্তান মশাল-দৌড়ের সেই পথকে ‘provocative’ আখ্যা দিয়ে দল প্রত্যাহার করে।

সমরকন্দ অলিম্পিকে ১৯৭৬ অলিম্পিকের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল, তবে অন্যভাবে। ইজরায়েল আট মাস আগে অনুরোধ করেছিল, ইয়োম কিপুরের কারণে ২০ সেপ্টেম্বর তাদের খেলা শেষ হোক বিকেল ৫টার মধ্যে, আর ২১ সেপ্টেম্বর শুরু হোক সন্ধ্যা ৭টা তিরিশের পরে। জানুয়ারিতে ফিডে সেই অনুযায়ী সূচি বদলানোর আশ্বাস দেয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস ও বুলগেরিয়া সময় বদলাতে রাজি হয়নি। ফলে ইজরায়েলের ওপেন ও মহিলা দুই দলই দু'টি করে ম্যাচ ০-৪ হারল। ইজরায়েলি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান জ্বিকা বারকাই প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, ‘We are very angry that the International Chess Federation failed to honour the commitments it made” ফিডের অবস্থান স্পষ্ট, প্রতিপক্ষরা সময় বদলাতে না চাইলে তারা বাধ্য করতে পারে না। ১৯৭৬-এর সঙ্গে তফাতটা লক্ষণীয়। সেদিন রাষ্ট্রগুলি ইজরায়েলকে বয়কট করেছিল। আজ ইজরায়েল ভূরাজনীতিতে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েও নেদারল্যান্ডস ও বুলগেরিয়াকে রাজি করাতে পারল না।

ওপেন বিভাগে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ তিন খেলোয়াড় প্রজ্ঞানন্দ, অর্জুন, গুকেশ

ভারত : সাফল্য ও কিছু প্রশ্নচিহ্ন

২০২৪ সালের অলিম্পিকে দুই বিভাগে সোনা জেতার পর এবারের দু'টি পদক খাতায়-কলমে খানিক ব্যর্থতাই বটে। ওপেন বিভাগে ভারত ১৮ পয়েন্ট নিয়ে টাইব্রেকে জার্মানিকে পেছনে ফেলে রুপো পেয়েছে। ষষ্ঠ রাউন্ডে উজবেকিস্তানের কাছে ১.৫-২.৫ হেরে যাওয়াই নির্ণায়ক হয়ে গেল। তবে বুদাপেস্টের মতো জোড়া সোনা না এলেও সমরকন্দে টানা তৃতীয়বার গাপ্রিন্দাশভিলি কাপ জিতল ভারত। এই কাপটি জর্জিয়ার নোনা গাপ্রিন্দাশভিলির নামে। সোভিয়েতের এই প্রবাদপ্রতিম দাবাড়ু ১৯৬২-১৯৭৮ পর্যন্ত মহিলা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এবং বিশ্বের প্রথম মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার। কাকতালীয়ভাবে, শেষ রাউন্ডে ভারতের মহিলা দল ব্রোঞ্জ জিতল জর্জিয়ারই বিরুদ্ধে ড্র করে। তবে ওপেন বিভাগে গুকেশের চতুর্থ বোর্ডে খেলা প্রথমে খানিক রক্ষণাত্মক পরিকল্পনা মনে হলেও বিশ্বচ্যাম্পিয়নের আত্মবিশ্বাস ফেরানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সবিতা শ্রী : রিজার্ভ খেলোয়াড় থেকে সোনাজয়

চেন্নাইয়ের ক্রোমপেটের মেয়ে সবিতা শ্রী। জীবনের প্রথম রাজ্যস্তরের টুর্নামেন্টে ভাল ফল করেছিলেন। পরিবারও ক্রমে আগ্রহী হয়েছিল দাবায়। সবিতা শ্রী বলেছেন, ভাইকে খেলতে দেখেই তাঁর দাবার প্রতি আগ্রহ জন্মায়, প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করেন। বাবা বাসকর সিঙ্গাপুরে চাকরি ছেড়ে মেয়ের দাবার জন্য দেশে ফেরেন। একটি জাতীয় প্রতিযোগিতার প্রবেশমূল্য জোগাতে বাড়ির সোনার গয়না বিক্রি করতে হয়েছিল তাঁদের। দুই সন্তানের দাবার খরচ একসঙ্গে টানা সম্ভব ছিল না বলে পরিবার বাজি ধরে সবিতা শ্রীর প্রতিভার ওপর। কঠিন সিদ্ধান্ত। দূরদর্শী আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হলে শুরুর দিনগুলোতে এমন ঝুঁকি নেওয়া কঠিন। সবিতা শ্রী বুঝেছিলেন পিছোনোর পথ নেই, এগিয়ে যাওয়ার জন্য পড়ে আছে জাতীয় আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র। ধীরে ধীরে তৈরি করলেন ওপেনিং, এন্ডগেম। দক্ষতা বাড়ালেন ওপেন প্রতিযোগিতায় খেলে। ২০১৮ সালে স্পেনে বিশ্ব অনূর্ধ্ব-১২ দাবায় মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন। সেই বছরই অনূর্ধ্ব-১২ বিশ্বখেতাব জেতেন গুকেশও। ২০১৯-র শেষ আর ২০২০-র শুরুর দুই মাসে স্পেনের চারটি ওপেনে তেরো বছরের সবিতা শ্রীর রেটিং ১৯৬৮ থেকে উঠল ২২৬১-তে। সেই সফরের খরচ জোগাতেও হিমসিম খেতে হয়েছিল পরিবারকে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে কাজাখস্তানের আলমাতিতে, ৩৬তম বাছাই হিসেবে শুরু করে, মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিশ্ব র‍্যাপিডে ব্রোঞ্জ জিতলেন। কোচ ছিলেন আর.বি. রমেশ। আনন্দ ও হাম্পির পর বিশ্ব র‍্যাপিড প্রতিযোগিতায় পদকজয়ী তৃতীয় ভারতীয় তিনি। সে বছরই বিশ্বনাথন আনন্দ তাঁকে দশ তরুণ ভারতীয়র একজন হিসেবে বেছে নেন।

২০২৩-এ উইমেন গ্র্যান্ডমাস্টার ও এশিয়ান গেমসে দলগত রুপো, ২০২৪-এ অ্যান্ডোরা ওপেনে তৃতীয় আইএম নর্ম, ২০২৫-এ আইএম খেতাব। স্পনসরশিপ এসেছে, আবার বন্ধও হয়েছে। ২০২৬-এর এপ্রিলে তামিলনাড়ু সরকারের ক্রীড়া-সহায়তা প্রকল্পে জায়গা পান। জুনে মঙ্গোলিয়ার উলানবাতারে ষষ্ঠ বাছাই হিসেবে শুরু ক'রে অপরাজিত ৭.৫/৯ (পারফরম্যান্স রেটিং ২৫৫৫) পয়েন্টে এশীয় মহিলা চ্যাম্পিয়ন, সঙ্গে ২০২৭ মহিলা বিশ্বকাপের টিকিট। এখনও তিনি চেন্নাইয়ের এম.ও.পি. বৈষ্ণব কলেজে বাণিজ্যের ছাত্রী। তামিলনাড়ু ভারতের দাবার প্রাণকেন্দ্র- আনন্দ থেকে গুকেশ থেকে সবিতাশ্রী বারবার তা প্রমাণ করেছে।

সমরকন্দ সবিতা শ্রীর প্রথম অলিম্পিয়াড। ‘It had been my long-time dream to participate in it.’ পঞ্চম খেলোয়াড় বা ‘রিজার্ভ’ হিসেবে তিনি নামতেন চার নম্বর বোর্ডে, অথচ হয়ে উঠলেন দলের সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র। শুরু টানা ৭ জয়ে। দশম রাউন্ডে চীনের ঝাই মো-কে হারালেন এমন এক খেলায়, যাকে দাবার পত্রিকাগুলো বলছে ‘a crazy game’! ম্যাচ ২-২, নিজে ৮.৫/৯। শেষ রাউন্ডে জর্জিয়ার বিরুদ্ধে হাম্পি জিতলেন, দিব্যা হারলেন, বন্তিকা ড্র করলেন। পদক ঝুলে রইল সবিতা শ্রীর বোর্ডে। ফল: অপরাজিত ৯/১০, পারফরম্যান্স রেটিং ২৫৬৯। পঞ্চম বোর্ডে সোনা আর দলের জন্য ব্রোঞ্জ। সমরকন্দ অলিম্পিক সবিতা শ্রীর কেরিয়ারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতা, কারণ তাঁর খেলার একটা নিজস্ব ধরন প্রতিফলিত হয়েছে। অন্তত তিনটি খেলায়, শুল্তে, ঝাই মো এবং আরাবিদেজর বিরুদ্ধে, তিনি খারাপ অবস্থা থেকে ফিরেছেন। প্রায় হারা ম্যাচ বের করেছেন। একে শুধু ভাগ্য বললে ভুল হবে। খারাপ অবস্থানে শান্ত থেকে প্রতিপক্ষকে জটিলতায় ফেলে দেওয়া, সময় নষ্ট করানো, আর ভুলের অপেক্ষায় থাকা- এ এক আলাদা দক্ষতা। চ্যাম্পিয়ন ক্রীড়াবিদের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে হারা ম্যাচকে জটিল ক'রে তুলে প্রতিপক্ষের জয়ের রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে তার্তাকোভারের বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ছে, ‘The winner of the game is the player who makes the next-to-last mistake.’ সবিতা শ্রীর কৌশল সেই কথারই ভাষ্য। হারার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিপক্ষের একটা ভুলের অপেক্ষা করা আর সেই ভুলতা তাকে করতে বাধ্য করানো। সবিতা শ্রীর সামনে নভেম্বরে বিশ্ব জুনিয়র, আর তাঁর নিজের ভাষায়, ‘My main goal is to win the ‘Grand Master’ title as soon as possible.’

দুরন্ত কামব্যাকে সোনা আমনের

এক তিরে ইতিহাস কুমকুমের

নজির প্রণবীর

এশিয়ান গেমসে মহিলাদের গলফ থেকে দেশকে প্রথম সোনা এনে দিলেন প্রণবী উরস।

আইচি, ৩ অক্টোবর : তিরন্দাজিতে মহিলাদের রিকার্ভের টিম ইভেন্টে শুক্রবার তিনি ছিলেন ভারতের রক্ষাকর্তা। এশিয়ান গেমসে রিকার্ভ থেকে দেশকে প্রথমবার সোনা এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন ১৭ বছরের কুমকুম মোহদ। শনিবার রিকার্ভের ব্যক্তিগত ইভেন্টে রুদ্ধশ্বাস শুট অফে দক্ষিণ কোরিয়ার ওহ ইয়েজিনকে ৬-৫ পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জিতলেন তিনি। শেষ তির 'সেন্টারে' রাখতেই এশিয়াডে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে রিকার্ভে সোনালি পদক গলায় ঝুলিয়ে ইতিহাসে নাম তুললেন তিনি।

মহিলাদের রিকার্ভে ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জয়ের পর কুমকুম মোহদ।

গতকাল দলগত বিভাগে অঙ্কিতা ভকত ও কীর্তি শর্মার সব খামতি একের পর এক ১০ স্কোরে ঢেকে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কুমকুম। তাঁর 'বুলস আই হিটে'-ই শুক্রবার সোনা নিশ্চিত করেছিল ভারত। এদিন ফাইনালে প্রাক্তন জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ন ইয়েজিনের বিরুদ্ধে গতকালের রিপিট টেলিকাস্ট দেখানোর মুডে ছিলেন মহারাষ্ট্রের কুমকুম। প্রথম সেটে হারলেও দ্বিতীয়টি টাই করে ম্যাচে ফেরেন তিনি। তৃতীয় সেটে ৩০-২৯ পয়েন্টে জয় কুমকুমের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল। চতুর্থ সেটে পিছিয়ে পড়লেও পঞ্চমটি জিতে ম্যাচ শুট অফে নিয়ে যান কুমকুম। সেখানে ইয়েজিন ৮ স্কোর করেন। ফলে ৯ স্কোর করলেই কুমকুম চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতেন। কিন্তু যার তিরন্দাজির হিটিং বোর্ডের হলুদ গোলকটা সবচেয়ে পছন্দের, তিনি অল্পতে সন্তুষ্ট থাকেন কী করে? তাই কুমকুমের তির হিট করে সেন্টারে। রাজকীয় মেজাজে সোনা নিশ্চিত করেন তিনি।

এদিন কোয়ার্টার ফাইনালে কুমকুমের প্রতিপক্ষ ছিলেন কোরিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কাং চাই-ইয়ং। সেমিফাইনালে তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ী ঝু জিংই-র। ফাইনালে ইয়েজিন। কুমকুম এশিয়াডের স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছিলেন চারবারের অলিম্পিয়ান ও রিকার্ভে বিশ্বের প্রাক্তন পয়লা নম্বর দীপিকা কুমারীকে হারিয়ে। তাই প্রতিপক্ষের নাম দেখে ভয় পাওয়ার বদভ্যাসটা কোনওকালেই নেই কুমকুমের। এদিন সোনার পদক গলায় নিয়ে একটা মজার কথা বলেছেন তিনি। কুমকুমের কথায়, 'শুট অফ শুরুর আগেই দেখতে পাচ্ছিলাম যে, আমি ১০ স্কোর করব। আসলে চোখ বন্ধ করলেই আমি তিরন্দাজির হিটিং বোর্ড, ১০ স্কোর ও সোনার পদক দেখতে পাই। আজ নিজের উপর বিশ্বাস ছিল। দল আমার প্রতি ভরসা রেখেছিল। যার জেরেই এই সাফল্য।'

মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন। কিন্তু তিরন্দাজির জন্য প্রিয় খাবার ত্যাগ করেছেন। পরিবারে অভাবের মধ্যে অবশ্য প্রথম ভালোবাসা তিরন্দাজির প্রতি প্রেম কমেনি। বরং বেড়েছে। যা আজ কুমকুমকে এশিয়াডে সোনা এনে দিল।

শুক্রবার কুস্তিতে তাজিকিস্তানের আব্দুলমাজহিদ কুদিয়েভের বিরুদ্ধে ২-৯ পয়েন্টে পিছিয়েও রূপকথার প্রত্যাবর্তনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ২৩ বছরের সুজিত কলকল। এদিন দুরন্ত কামব্যাকে পুরুষদের ৫৭ কেজি বিভাগে সোনা জিতলেন আমন শেরাওয়াত। ৬-৭ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়ার হান চং সংকে ১১-৭ পয়েন্টে হারালেন তিনি। হাফটাইমে যাওয়ার আগে ৬-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেনহ্যাংঝৌ এশিয়াডে

কুস্তিতে সোনা জয়ের স্বাদ নিচ্ছেন আমন শেরাওয়াত।

ব্রোঞ্জজয়ী আমন। কিন্তু বিরতির পর কাউন্টার অ্যাটাকে টানা ৬ পয়েন্ট নিয়ে ম্যাচে ৭-৬ ব্যবধানে এগিয়ে যান হান। তবে এরপর একটা ৪ পয়েন্টের মুভ আমনকে সোনা এনে দেয়। আমনের গলায় সোনালি পদক উঠলেও রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় অন্তিম পাঙ্ঘালকে (মহিলাদের ৫৩ কেজি)। পুরুষদের ৯৭ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন দীপক পুনিয়া।

'এই শহর জানে আমার প্রথম সবকিছু।' কবীর সুমনের গানের লাইনটা শনিবার পুরোপুরি মিলে গেল প্রণবী উরসের সঙ্গে। এশিয়াডে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে গলফে সোনা জিতলেন তিনি। মাইসোরের ২৩ বছরের প্রণবী তিন শটের অ্যাডভান্টেজ নিয়ে ফাইনাল রাউন্ড শুরু করেছিলেন। কিন্তু 'থার্ড হোলে' তিনটি শট ড্রপ করে পিছিয়ে পড়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে তিনটি 'বার্ডি' করে চিনের ইন রৌনিংয়ের আগে সোনা নিয়ে শেষ করে প্রণবী। ঐতিহাসিক সোনা জয়ের পর তিনি বলেছেন, 'আমি যে কোনও কিছু প্রথম করতে ভালোবাসি। হয়তো আগামীদিনে অনেকে সোনা জিতবে। কিন্তু প্রথম সোনাজয়ী হিসেবে আমার নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে।'

এলেনই না নকভি, পদক দিলেন জয়

পাক বাধা পেরিয়ে সোনা অভিষেকদের

নিশিন (জাপান), ৩ অক্টোবর : ম্যাচের শেষ বল।

হাসান নওয়াজের ব্যাটে লেগে ক্যাচ সঞ্জু স্যামসনের নিরাপদ গ্লাভসে। বোলার শিবম দুবে ছুটলেন বোলিং প্রান্তের উইকেটের দিকে! এশিয়ান গেমসের সোনা জয়ের স্মারক স্টাম্প নিতে। শ্রেয়স আইয়ারের আলিঙ্গনে তখন ম্যাচের দুই নায়ক অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা। একফ্রেমে তরুণ বৈভব সূর্যবংশীর সঙ্গে জসপ্রীত বুমরাহ।

ডাগআউটে ভিভিএস লক্ষ্মণ-হৃষীকেশ কানিতকারদের উচ্ছ্বাস। কিছুটা দূরে মাঠের ধারে বসে থাকা জয় শা আর তেরঙা হাতে গোটা গ্যালারির উচ্ছ্বাসে সোনা জয়ের উল্লাস। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ফাইনাল-যুদ্ধে পরাজিত করে টানা দ্বিতীয়বার এশিয়ান গেমসে সোনার পদক। উচ্ছ্বাসটা তাই একটু বেশিই। জাতীয় পতাকা নিয়ে শিবম-রবি বিষ্ণোইদের ভিকট্রি ল্যাপ। দেশকে সোনা উপহার, আরও একবার পাক-বধের উচ্ছ্বাস মিলেমিশে একাকার নিশিনের কোরোগি স্পোর্ট পার্কে।

সেমির পর আজ ফাইনাল-দুরন্ত ক্রিকেটের পুরস্কারস্বরূপ জয় শা-র হাত থেকে সোনার পদক গ্রহণ। গত এশিয়া কাপে (পুরুষ, মহিলা উভয়) ট্রফি-বিতর্কের খলনায়ক মহসিন নকভি এদিন অনুপস্থিত। আইসিসি-র সভাপতিই শ্রেয়সদের গলায় পড়িয়ে দিলেন শ্রেষ্ঠত্বের পদক। রুপো জয়ী পাকিস্তান, বাংলাদেশকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জেতা শ্রীলঙ্কার টিম ভারতের একসঙ্গে পোডিয়ামে। শীর্ষস্থানে শ্রেয়সরা। তবে পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত না মেলানোর পথে হাঁটেনি 'মেন ইন ব্লু'।

টসে জিতে ব্যাটিং নেন শ্রেয়স। আর অধিনায়কের সিদ্ধান্তের মর্যাদা রাখার দায়িত্বে 'সিক্সার কিং' অভিষেক। মন্থর পিচ, লো স্কোরিং ম্যাচের পূর্বাভাস ঘুরপাক খাচ্ছিল মাঝের বাইশ গজ ঘিরে। ভাবনাটাকে যদিও গুলিয়ে দিয়ে প্রথম থেকেই বেধড়ক মার। তৃতীয় ওভারে বৈভব (৯ বলে ১৫) আউট। সঞ্জু স্যামসনও (২) ব্যর্থ। কিন্তু অভিষেক-তাণ্ডবে রানের গতিতে ব্রেক লাগেনি। নিটফল, পাওয়ার প্লে-র ৬ ওভারে ৮১/২ তুলে ম্যাচের স্ক্রিপ্ট লিখে দেন যুবরাজ সিংয়ের প্রিয় ছাত্র।

২০ বলে হাফ সেঞ্চুরি অভিষেকের। ৪৮ রানই আসে বাউন্ডারি-ওভার বাউন্ডারিতে (৬টি ছক্কা ও ৩টি চার)! শেষপর্যন্ত ঝড় থামে ২৮ বলে ৬১-তে। অভিষেক ফেরার পর রানের গতি কিছুটা স্লথ হয়ে যায়। শ্রেয়স (২৪ বলে ২১) ও ঈশানরা (১৮ বলে ২০) শুরুটা দেখেশুনে করলেও ফায়দা তোলার আগেই ফেরেন। মনে হচ্ছিল অভিষেকের তাণ্ডবের পরও স্কোর ১৭০-১৮০-এর মধ্যে আটকে যাবে।

অঙ্কটা ফের বদলে দেন ফিনিশার তিলক (২২ বলে অপরাজিত ৫১) ও শিবম (১৫ বলে ২৭)। পঞ্চম উইকেট জুটিতে ৩০ বলে ৬২ রান যোগ করে ভারতকে (২১১/৬) দুশো পার করে দেন। উত্তেজক ম্যাচে শেষপর্যন্ত যা অন্যতম নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়ায়। আরাফাত মিনহাস, আহমেদ দানিয়াল দুটি করে উইকেট নেন। তবে শুরুতে অভিষেক বিগড়ে দিয়ে যান পাক বোলিংয়ের তারকা সায়ুম আযুবের (৪৭/১) বোলিং পরিসংখ্যানকে।

২১১ রানের পুঁজি নিয়ে পাকিস্তানের চাপ বাড়িয়ে দেন স্পিন-জুটি অক্ষর প্যাটেল (২৯/২) ও ওয়াশিংটন সুন্দর (২৯/২)। অক্ষর ফেরান মাজ সাদাকাত (২৩) ও উসমান খানকে (৩)। সুন্দরের ঝোলায় পাক অধিনায়ক সাহিবজাদা ফারহান (১০)। পাকিস্তান ৩৯/৩। জয়ের গন্ধে গ্যালারিতে তখন থেকেই কার্যত উৎসবের শুরু।

মাঝে যে উৎসবে কাঁটা হয়ে শুধু বিঁধছিলেন হাসান নওয়াজ। ৫১ বলে ৯৬ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংসে একার হাতে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছিলেন ভারতীয় বোলিংকে। সাইমকে (২৩) নিয়ে চতুর্থ উইকেটে দ্রুত ৮৭ রান যোগ করেন। কিন্তু পনেরোতম ওভারে বল করতে এসে সাইমকে ফিরিয়ে আশঙ্কার মেঘ সরিয়ে দেন শিবম (৩৩/২)। বাকি সময়ে হাসান চেষ্টা চালালেও বাড়তে থাকা আস্কিং রেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের দৌড় ১৯২/৬-এ আটকে দিয়ে ১৯ রানের ম্যাচ জয়। যার সুবাদে এশিয়ান গেমসের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট লাভ। মেয়েদের পর ছেলেদের হাত ধরে ক্রিকেট ইভেন্টে জোড়া সোনা প্রাপ্তি।

স্কোরবোর্ড

ভারত

বৈভব ক উসমান বো সাইম	১৫
অভিষেক ক উসমান বো আরাফাত	৬১
সঞ্জু ক আরাফাত বো আহমেদ	২
শ্রেয়স ক সাহিবজাদা বো আবরার	২১
ঈশান বো আরাফাত	২০
তিলক অপরাজিত	৫১
শিবম কো মাজাকাত বো আহমেদ	২৭
অক্ষর অপরাজিত	১
অতিরিক্ত	**১৩**
মোট (৬ উইকেটে, ২০ ওভার)	**২১১**

উইকেটের পতন : ২৮/১, ৫১/২, ৯৩/৩, ১২৮/৪, ১৩৩/৫, ১৯৫/৬।

বোলিং : সাইম ৪-০-৪৭-১, সাদ ৩-০-৩৩-০, আহমেদ ৩-০-৪৩-২, আরাফাত ৩-০-২৫-২, আবরার ৪-০-২৯-১, সুফিয়ান ৩-০-৩৩-০।

পাকিস্তান

সাহিবজাদা ক অক্ষর বো সুন্দর	১০
সাদাকাত ক সুন্দর বো অক্ষর	২৩
উসমান ক শিবম বো অক্ষর	৩
হাসান ক সঞ্জু বো শিবম	৯৬
সাইম ক সুন্দর বো শিবম	২৯
সামাদ ক তিলক বো সুন্দর	৯
সাদ অপরাজিত	১২
অতিরিক্ত	১০
মোট (৬ উইকেটে, ২০ ওভার)	১৯২

উইকেটের পতন : ৩৩/১, ৩৬/২, ৩৯/৩, ১২৬/৪, ১৬২/৫, ১৯২/৬।

বোলিং : বুমরাহ ৪-০-৩৩-০, অক্ষর ৪-০-২৯-২, সুন্দর ৪-০-২৯-২, বিষ্ণোই ৩-০-৪৪-০, অভিষেক ২-০-২৩-০, শিবম ৩-০-৩৩-২।

ফলাফল : ১৯ রানে জয়ী ভারত।

এশিয়ান গেমসের ফাইনালে পাকিস্তানকে হারানোর পর তেরঙা নিয়ে অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী, অর্শদীপ সিং, রবি বিষ্ণোইরা। শনিবার নিশিনে। ছবি : এএফপি

এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের সঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকেও নিশ্চিত ভারতীয় হকি দল। জোড়া প্রাপ্তিতে উচ্ছ্বাস হরমনপ্রীত সিং, হার্দিক সিং, বিবেকসাগর প্রসাদদের। কাকামিঘারায়।

মহিলাদের পর সোনা পুরুষদের

হকিতে গোল্ডেন ডাবল ভারতের

কাকামিঘারা, ৩ অক্টোবর : 'লস অ্যাঞ্জেলেস...ভারতীয় হকি দলকে স্বাগত জানানোর জন্য তৈরি হয়ে যাও।' শুক্রবার লালরেমসিয়ামির দুরন্ত রিভার্স হিট ও সবিতা পুনিয়ার পেনাল্টি স্ট্রোক সেভ ৪৪ বছর পর ভারতীয় মহিলা দলকে এশিয়ান গেমসে সোনা এনে দিয়েছিল। শনিবার ছিল হরমনপ্রীত সিংদের পালা। সমীকরণ মেলাতে ভুল করেননি ভারতের ছেলেরা। মালয়েশিয়াকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে 'গোল্ডেন ডাবল' সম্পূর্ণ করল হরমনপ্রীত ব্রিগেড। এশিয়াডে প্রথমবার ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা দল একই আসরে সোনা জিতল। শুধু তাই নয়, টানা দ্বিতীয়বার সোনা জিতে হরমনরাও লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে নামার সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করল।

পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	চিন	১৬৯	৮৯	৮৩	৩৪১
২	জাপান	৮৩	৯৫	৯১	২৬৯
৩	দক্ষিণ কোরিয়া	৩৯	৪৩	৬৮	১৫০
৪	ভারত	২১	২৭	৩৭	৮৫
৫	উজবেকিস্তান	২১	২৫	২৪	৭০

সালিমা টেটে, নভনীত কাউররা শুক্রবার চার দশকের হতাশা ভুলতে নেমেছিলেন। এদিন ক্রেগ ফুলটনের ছেলেদের লক্ষ্য ছিল গতবারের সোনা ধরে রাখা। সঙ্গে এশিয়াডে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম জয় তুলে নেওয়া। প্রথম মিনিট থেকে মনদীপ সিং, হার্দিক সিংরা মাঝমাঠের দখল নিয়ে নেয়। যার সুফল ভারত পায় ১১ মিনিটে। পেনাল্টি কর্নার থেকে দলকে এগিয়ে দেন তারকা ড্র্যাগফ্লিকার হরমনপ্রীত সিং।

তবে এই লিড বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৩ মিনিট বাদে ১-১ করেন শেলি সিলভেরিয়াস। এই ধাক্কা ভারতকে কিছুটা ছন্দহীন করেছিল। কিন্তু ২৩ মিনিটে আরও একটি পেনাল্টি কর্নার থেকে যুগরাজ সিং গোল করে ফুলটনকে অনেকটা চিন্তামুক্ত করেন। এখান থেকে মোমেন্টাম পেয়ে যায় গোটা দল। মাঝমাঠ ও অ্যাটাকিং লাইন 'ব্রিজ' তৈরি করে ফেলায় দিলপ্রীত সিং, অভিষেক নেইনরা চাপ বাড়াতে থাকেন। ৪২ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে স্কোরলাইন ৩-১ করেন সহ অধিনায়ক হার্দিক।

এরপর ম্যাচ কার্যত ওপেন হয়ে যায়। ৫৪ মিনিটে সুখজিতের রিভার্স হিট থেকে শিলানন্দ লাকরার গোলটা এদিনের সেরা। এর আগে অবশ্য টানা ছয়টি পেনাল্টি কর্নার থেকে ভারত ব্যবধান বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু ৫৭ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে অধিনায়ক হরমনপ্রীতের দ্বিতীয় গোল ভারতের সোনা নিশ্চিত করে।

প্রথম অধিনায়ক হিসেবে টানা দ্বিতীয়বার এশিয়াডে সোনা জিতলেন হরমনপ্রীত সিং।

স্বপ্নের ব্যাটিংয়ে ভারত বধ হোপের

ভারত-৩৫১/৭ ওয়েস্ট ইন্ডিজ-৩৫২/৫

নিউ চণ্ডীগড়, ৩ অক্টোবর : হাল ছেড়ো না বন্ধু...।

দ্বিতীয় ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৪০৫ রানের চাপ নিয়ে প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন শুভমান গিল, রোহিত শর্মা। সিরিজের শেষ দ্বৈরথে আজ জবাব ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক শাই হোপের। প্রচণ্ড গরমে কাহিল হলেও লড়াই থামাননি। হাল না ছাড়ার পুরস্কার ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বাধিক ৩৫১ রানের চ্যালেঞ্জ সামলে জয় ছিনিয়ে নেওয়া।

আমির জ্যাঙ্গোকে (৬৭) নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে শতাধিক রানের যুগলবন্দিতে লড়াইয়ের স্ফুলিঙ্গ উসকে দিয়েছিলেন। আমির রানআউট হয়ে ফিরলেও দলকে হারিয়ে যেতে দেননি হোপ। শেরফানে রাদারফোর্ড (২৪), কেমো পলদের (৪৪) নিয়েই ১৪৩ বলে ১৬২ রানের রূপকথার ইনিংসে অসাধ্যসাধন। শেষদিকে দৌড়োতে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়ছিলেন। কিন্তু তারপরও জয়ের দৌড় থেকে হোপকে সরানো যায়নি।

শুভমান বারবার বোলার বদলেও হোপ দাপটে ব্রেক লাগাতে ব্যর্থ। কুলদীপ যাদবের

রোহিত-লোকেশের প্রয়াস ব্যর্থ

স্পিন হোক বা মহম্মদ সিরাজের পেসের বিরুদ্ধে-রোলস রয়েসের গতিতে গাড়ি ছোটালেন। রীতিমতো অসহায় দেখাল অংশুল কম্বোজ, গুরনুর ব্রারদের মতো নবাগতদের। একক প্রতাপেই দুমড়ে-মুচড়ে দিলেন ভারতের ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের লক্ষ্য। প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ আগেই পকেটে পুরেছিল গৌতম গম্ভীর ব্রিগেড। আজ মুখরক্ষার ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে ক্যারিবিয়ান ব্যাটার হিসেবে ডেসমন্ড হেনসের সর্বাধিক রানের (অপরাজিত ১৫২, ১৯৮৯, জর্জটাউন) নজির ভেঙে ভারত বধ হোপের।

নিটফল, এশিয়ান গেমস ফাইনালে শ্রেয়স আইয়ারদের পাকিস্তানকে হারিয়ে সোনা জয়ের দিনেই ঘরের মাঠ নিউ চণ্ডীগড়ে হারের স্বাদ গিলদের। ১৭টি চার ও ৩টি ছক্কায় সাজানো অপরাজিত ১৬২ রানের মহাকাব্যিক ইনিংসে সিরাজ (৫২/১), কম্বোজ (৮২/০), গুরনুরদের (৬৪/১) বোলিংকে হেলায় চূর্ণ করলেন হোপ। ২০২৭ বিশ্বকাপের যোগ্যতাপর্বে নামার প্রাক্কালে অক্সিজেন জোগালেন দলকে। অথচ, দিনটা হওয়ার কথা রোহিত (৯২), লোকেশ রাহুলের (অপরাজিত ১২৯)। অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই- ভারতীয় ইনিংসে তারই প্রদর্শনী দুইজনের ব্যাটে। ৪ রানের মধ্যে শুভমান, বিরাট কোহলি আউট। প্রথম ১০ ওভারে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ২৮/২। এখান থেকেই দুইজনের কাঁধে চেপে ৩৫১/৭! যদিও লড়াইটা সহজ ছিল না ক্যারিবিয়ান পেসারদের দাপটে। বিশেষত, জেডন সিলস (৬২/৩)। তৃতীয় ওভারে পরপর দুই বলে ফেরান শুভমান (১) ও বিরাটকে (০)। বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে এক হাতে দর্শনীয় ক্যাচ নেন হোপ।

গোটা স্টেডিয়ামকে চুপ করিয়ে দিয়ে পরের বলেই বিরাট সাজঘরের পথে গোল্ডেন ডাকের শিকার হয়ে। সিলসের ইনকামিং ডেলিভারি বিরাটের ব্যাট ফাঁকি দিয়ে উইকেট ভেঙে দেয়। স্কোরবোর্ডে সবে ৪! উধাও প্রথম দুই ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের দাপটের ছবি। রোহিত-রুতুরাজ গায়কোয়াড়রা রীতিমতো অস্বস্তিতে। রুতুরাজ একাধিকবার এবং রোহিত একবার জীবনদানও পান। সুযোগ কাজেও লাগাতে ভুল করেননি রোহিতরা। দশ ওভারে ২৮/২। ১৫-তে ৫৯/২। কঠিন যে পর্ব পেরোনোর পর রোহিত খোলস ছেড়ে বেরোতেই গতি পায় ইনিংস। মাঝের ওভারে টার্গেট করেন স্পিনারদের। ৫৮ বলে ৫০ রোহিতের। ভারতের একশো ১৯.৫ ওভারে। দুর্ভাগ্য রোহিতের। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে সেঞ্চুরি থেকে ৮ রান দূরে থেমে যান। রোহিতের পিছু পিছু ফেরেন রুতুরাজও (৬৯ বলে ৫৭)।

বাকি ইনিংসে লোকেশের দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিং। ক্রিকেটীয় শটেই ঝড় তুললেন। মেটালেন প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সুযোগ না পাওয়ার আক্ষেপ। নমন ধীরকে (২১ বলে ৩০) নিয়ে পঞ্চম উইকেটে ৬৫ রান যোগ করেন। নীতীশ কুমার রেড্ডি (৯) রান না পেলেও কেরিয়ারের প্রথম ওডিআই খেলতে নামা অংশুল (৯ বলে ১৭) ক্যামিও ইনিংস খেলেন।

সবকিছু ছাপিয়ে লোকেশ স্পেশাল। নবম শতরানের পথে শেষ ১২ বলে ৪২ রান তোলেন। ৪১ বলে ৫০, ৮০ বলে ১০০। বোলাররা চেষ্টা করেও লোকেশকে নড়াতে পারেননি। শেষপর্যন্ত ৮৭ বলে ১০টি চার ও ৬টি ছক্কায় ১২৯ রানে অপরাজিত থাকেন। কিন্তু হোপের রূপকথার লড়াইয়ের সামনে ঢাকা পড়ে যায় লোকেশ-রোহিতের চেষ্টা, দুরন্ত লড়াই।

অপরাজিত ১৫২ রানের পথে শাই হোপ।

পাঁচ বিদেশি নিয়ে নামবে বাগান

পরিবর্ত হিসেবে নামতে পারেন মিগুয়েল ফিগুয়েরা। অনুশীলনে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে (নীচে)।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অক্টোবর : চোটের জন্য সপ্তাহ দুয়েক মাঠের বাইরে জেমি ম্যাকলারেন। তাঁকে ছাড়াই রবিবার আইএফএ শিল্ডের সেমিফাইনাল খেলতে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

শিল্ডের প্রথম ম্যাচে বড় জয় ছিনিয়ে নিলেও গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচেই নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র কাছে আটকে গিয়েছিল সবুজ-মেরুন। এবার শেষ চারে প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসের মোহনবাগানের সামনে তাঁরই প্রাক্তন দল পাঞ্জাব এফসি। পূর্ণশক্তির দল নিয়েই শিল্ড খেলতে কলকাতায় এসেছে পাঞ্জাব। তবে প্যানোস পাঞ্জাব ছেড়ে আসার পর দলে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ছয় নতুন বিদেশিকে নিয়ে দল গড়েছেন তাদের নবাগত গ্রিক কোচ পাভলোস ডারমিটজাকিস। গ্রুপ পর্বে টানা দুই ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে খেলতে নামবে পাঞ্জাব। শেষ ম্যাচে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছে তারা। ওই জয় নিঃসন্দেহে মোহনবাগান ম্যাচে বাড়তি আত্মবিশ্বাস যোগাবে রাফায়েল মেসি বাউলিদের।

আইএফএ শিল্ডে আজ সেমিফাইনাল

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম পাঞ্জাব এফসি

সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট
স্থান : কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

সেখানে শেষ ম্যাচে নর্থইস্টের সঙ্গে ড্রয়ের পর সবুজ-মেরুন শিবিরের চিন্তা বাড়িয়েছে ম্যাকলারেনের চোট। সূত্রের খবর, মোহনবাগান শিল্ড ফাইনালে খেললে সেই ম্যাচেও অজি তারকাকে পাবেন না প্যানোস। এমনকী আইএসএলের প্রথম ম্যাচেও অনিশ্চিত জেমি। বাকি পাঁচ বিদেশিকে নিয়েই রবিবার শিল্ডে শেষ চারের লড়াইয়ের রণকৌশল তৈরি করেছেন বাগানের গ্রিক কোচ। প্রথম একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। তিন ডিফেন্ডারেই দল সাজানোর ভাবনা রয়েছে প্যানোসের। পাঞ্জাব ম্যাচেও হয়তো চার বিদেশিকে রেখেই শুরু করবেন তিনি। রক্ষণে আলবার্তো রডরিগেজ, মাঝমাঠে সামির জেলজকোভিচ ও আক্রমণে দেজান ড্র্যাজিচের সঙ্গে শুরু করতে পারেন স্কটিশ স্ট্রাইকার লি আরউইন। মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করার সম্ভাবনাই বেশি।

১ অক্টোবর থেকে কলকাতা ময়দানের ঘেরা মাঠগুলো বন্ধ। যে কারণে গত কয়েকদিন কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুশীলন করছে সবুজ-মেরুন। রবিবার ওই মাঠেই শিল্ডের সেমিফাইনাল।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

সিদ্ধিপ্রিয় রায় (সোনা) : তোমার জীবনের প্রতিটি বছর হোক একটি নতুন বইয়ের অধ্যায়, যেখানে লেখা থাকবে আনন্দ আর সফলতার গল্প! শুভ দশম জন্মদিন। - বাবা-(প্রীতম রায়), মা-(মৌ রায়), ঠাকুমা-(প্রীতি রায়), দাদু-(মনোতোষ ভাওয়াল), দিদা-(কৃষ্ণা ভাওয়াল), মামা-(অমিত ভাওয়াল) ও পরিবারবর্গ। অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি।

ডন কার্লোর মুখে ভারতের প্রশংসা

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : ভারতের বিরুদ্ধে চার গোলে জয়ের পরও যেন পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। রায়ান উইলিয়ামসদের খেলার ভূয়সী প্রশংসার সঙ্গেই আত্মসমালোচনা মিশে রইল 'ডন' কার্লোর মন্তব্যে।

লড়েছে ভারত। শেষ বাঁশি পর্যন্ত নাছোড় মনোভাব নিয়ে খেলে গিয়েছে খালিদ জামিলের ছেলেরা। কিন্তু যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শেষ হাসিটা লেখাই ছিল ব্রাজিলের জন্য। ফলাফল হয়তো ৪-০। তবে শুধু স্কোরলাইন দিয়ে এই ম্যাচের বিশ্লেষণ করলে হয়তো ভুল হবে। ব্রাজিলের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই, সাহস এবং প্রতিরোধের কথা সত্যিই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তবে ভারত-ব্রাজিল এই ঐতিহাসিক ম্যাচ ঘিরে যতটা উন্মাদনা তৈরি হওয়ার কথা ছিল তা বোধহয় হল না। সেলেকাওরা চার গোল করলেও সাম্বা ম্যাজিক দেখা গেল না যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।

ম্যাচের প্রথম মিনিট কুড়ি খেলা দেখে সেই অর্থে দুই দলের মানের পার্থক্য চোখে পড়ল না। ম্যাচ শেষে এই বিষয়ে আন্সেলোত্তির বিশ্লেষণ, 'শুরুর দিকটায় আমাদের পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছে। এই কথা অস্বীকার করার জায়গা নেই। তবে এস্তেভাওয়ের গোলের পর আমরা পুরোপুরি ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পেরেছি।' ভারত গোল করতে পারেনি। তবে বিপক্ষ রক্ষণ ভেদ করে রায়ান, মনবীর সিংরা যেভাবে বক্সে ঢুকে পড়েছেন বেশ কয়েকবার, তাতে যে কোনও মুহূর্তে গোল হজম করতে হতে পারত আন্সেলোত্তির ব্রাজিলকে। ম্যাচ শেষে নিজের দলের রক্ষণ নিয়ে আত্মসমালোচনাও শোনা গেল কার্লোর গলায়। তিনি বলেছেন, 'গোল হজম করতে হয়নি আমাদের এটা অবশ্যই ভালো দিক। তবে রক্ষণে আরও উন্নতি প্রয়োজন। আরও সুসংগঠিত হতে হবে আমাদের।' আন্সেলোত্তি এই কথাও বলেছেন, 'এই ম্যাচে আমরা রক্ষণে যাদের ব্যবহার করেছি তারা আগে কখনও একসঙ্গে খেলেনি। ওদের জন্য এটা পরীক্ষা ছিল।'

বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে ভারত এখনও বেশ পিছিয়ে। সেই ভারতীয় ফুটবলের ভূয়সী প্রশংসাও শোনা গেল আন্সেলোত্তির মুখে। ব্রাজিল কোচ বলেছেন, 'ভারত নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলার চেষ্টা করেছে। বেশ ভালো রক্ষণ সামলেছে। প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বুঝে প্রতি আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। আমার বিশ্লেষণ যদি বলতে হয় তবে বলব সীমিত শক্তি নিয়ে ওরা ভালো খেলেছে।'

এই আন্তর্জাতিক বিরতিতে এটাই শেষ ম্যাচ ছিল ব্রাজিলের। নভেম্বরে আরও একবার এশিয়া সফরে আসবেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, মার্কুইনহোসরা। সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও ম্যাচগুলোর গুরুত্ব কোথায়, ভারতের বিরুদ্ধে খেলার পরই তা তুলে ধরলেন আন্সেলোত্তি। তাঁর কথায়, 'এখন তরুণ খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়ার সময়। যাতে তারা এই পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। প্রতিপক্ষের খেলার মান কেমন তা মূল বিষয় নয়। পরের ম্যাচগুলোতেও আমাদের সেরাটা দিতে হবে এবং সব ধরনের পরিস্থিতি সামলাতে হবে।' রবিবার সকালেই শহর ছাড়ছে ব্রাজিল দল। ভিনিসিয়াস ও এন্ড্রিককে অবশ্য তার আগেই স্পেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাঁদের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ।

অখুশি আন্সেলোত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অক্টোবর : ভারতের বিরুদ্ধে জিতলেন। কিন্তু তাতেও খুশি নন ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। রাত ১০টা ২০ মিনিটে ম্যাচ খেলে হোটেলে ফেরেন ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা। হাসিমুখে ফুটবলপ্রেমীদের হাত মেলালেন ভিনিসিয়াস, ব্রুনো গুইমারেসরা। কিন্তু নিশ্চুপ কোচ আন্সেলোত্তি। অনুরাগীদের ডাকে সাড়া না দিয়ে সটান হোটেলের ভিতরে চলে যান। তাঁর চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। ভারতের বিরুদ্ধে আরও বড় ব্যবধানে জিততে চেয়েছিলেন। সেটা না হওয়ায় অখুশি 'ডন কার্লো।'

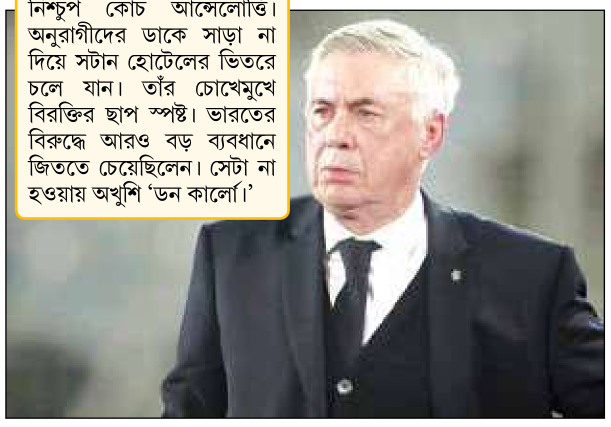

ব্রাজিল ম্যাচ শেষে দর্শকদের অভিবাদন কুড়োচ্ছেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু, রায়ান উইলিয়ামস, মনবীর সিংরা। শনিবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

আনোয়ারদের খেলায় খুশি ফুটবলপ্রেমীরা

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : ভিনিকে আটকাও আনোয়ার। সামনে মার্কুইনহোস, রায়ানকে বলটা পাস কর মনবীর।

গ্যালারি থেকে এমন টুকরো টুকরো কথা কানে আসছিল। ভারত ঘরের মাঠে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলছে। এদেশের ফুটবলপ্রেমীদের স্বপ্নপূরণের দিন।

ব্রাজিল শহরে। ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উন্মাদনা বেশ স্তিমিত। শনিবার ম্যাচ শুরুর আধঘণ্টা আগেও যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গেটগুলিতে তেমন ভিড় চোখে পড়ল না। কয়েক মাস আগে এই যুবভারতীতে লিওনেল মেসি এসেছিলেন। সেবার উপচে পড়া ভিড় দেখা গিয়েছিল। এবার ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের ঘিরে তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। শেষবেলায় কমপ্লিমেন্টারি টিকিটের দৌলতে শেষপর্যন্ত হাজার চল্লিশেক দর্শক হাজির। এদিন ম্যাচ কভার করতে আসা ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিকরাও পুরো গ্যালারি ভর্তি না দেখে হতাশ হয়েছেন। ও'গ্লোবো টিভির বিখ্যাত সাংবাদিক কার্লোস জিল সরাসরি বলে গেলেন, 'ম্যাচ আয়োজনে কোনও খামতি নেই। কিন্তু গ্যালারি পুরোটা ভর্তি না হওয়ায় আমরা হতাশ। এখানকার মানুষদের ফুটবল নিয়ে যে উন্মাদনার কথা শুনেছিলাম সেটা এদিন দেখতে পেলাম না।'

ব্রাজিল টিমকে রাখা হয়েছিল বাইপাসের ধারে এক অভিজাত হোটেলে। সেই হোটেলের সামনেই মা উড়ালপুল। এদিন বিকেলে উড়ালপুলের ওপর দিয়ে যাওয়া গাড়ি থেকে যাত্রীরা উঁকিঝুঁকি মারছিলেন, যাতে ভিনিসিয়াসদের একঝলক দেখা যায়। টিকিট না থাকা সত্ত্বেও স্টেডিয়ামের সামনে ভিনিদের দেখার জন্য বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন। এঁদেরই একজন প্রবীণ মোহনবাগান সমর্থক রবিন পাইক। গায়ে তেরঙা পোশাক। আক্ষেপের সুরে বলছিলেন, 'টিকিটের দাম বেশি। কাটতে পারিনি। তাও স্টেডিয়ামের সামনে এসেছি।' ম্যাচ দেখতে হাজির একদল ব্রাজিলিয়ান। এঁদেরই একজন ড্যানিয়েল বলে গেলেন, 'এই ম্যাচ দেখব বলে সুদূর ব্রাজিল থেকে আমরা এসেছি। আজ আমরা ভারতকে পাঁচ গোল দেব।' শুধু কি ব্রাজিলিয়ান, আরও অনেক দেশ থেকে ফুটবলপ্রেমীরা এই ম্যাচ দেখতে এসেছেন।

গ্যালারির ভিতরের পরিবেশ ছিল অন্যরকম। দর্শকরা একদিকে সাম্বার ঝলকে মুগ্ধ হলেন। সেইসঙ্গে মনবীর সিংদের লড়াইয়ে খুশিও হলেন। ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন ভিনিসিয়াস। ব্রাজিলীয় তারকার পায়ে বল গেলেই গ্যালারিতে ত্রাহি ত্রাহি রব। আবার রায়ান উইলিয়ামস, আশিক কুরুনিয়ানরা আক্রমণে উঠলেই চিৎকার। এমনকি মনবীর দুইবার সুবিধাজনক জায়গায় গিয়েও শট নিতে না পারার আক্ষেপ ঝরে পড়ল গ্যালারি থেকে।

প্রথমার্ধেই দুই গোল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। মাঠে উপস্থিত ব্রাজিলিয়ানরা উচ্ছ্বাসে মাতলেন। ভারতীয়রা দাবি তুললেন, গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে বসাও। কথাটা হয়তো খালিদ জামিলের কানেও গিয়েছিল। তাই দ্বিতীয়ার্ধে প্রভসুখান সিং গিল নামতেই হাততালির ঝড়। তবে ব্রাজিল ভিনিসিয়াসকে দ্বিতীয়ার্ধে বসানোতে বেশ হতাশ ফুটবলপ্রেমীরা। ব্রাজিলের তৃতীয় গোলের পরেও উৎসাহের খামতি ছিল না দর্শকদের মনে। ক্রমাগত ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া চিৎকারে উজ্জীবিত করলেন মনবীরদের। রায়ানের শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই রীতিমতো হতাশ ভারতীয়রা।

শনিবার ফুটবলপ্রেমীদের স্বপ্নপূরণের দিন তো বটেই, এদিন থেকে বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন দেখাও শুরু করে দিয়েছেন।

গোল করে সেলিব্রেশন পেড্রোর। ছবি : ডি মণ্ডল

যুবভারতীতে মুখ্যমন্ত্রী, মিঠুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অক্টোবর : ভারত-ব্রাজিল ম্যাচের বয়স তখন মিনিট পঁচিশ। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়। বাকি সময়টা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ভিভিআইপি গ্যালারিতে বসে মনবীর সিং, আনোয়ার আলিদের খেলা দেখলেন তিনি।

শুক্রবার ব্রাজিল ও উরুগুয়ে জাতীয় দলের সঙ্গে নৈশভোজে যোগ দেওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। তবে রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। এদিন ভিভিআইপি বক্সের বাইরে বসেই খেলা দেখেন তিনি। তাঁর পাশেই বসেছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শাহনাওয়াজ হুসেন। ছিলেন তারকা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী সহ একাধিক বলিউড অভিনেতা। এছাড়াও গ্যালারিতে রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী ও বিধানসভার বিরোধী দলের বিধায়কদের উপস্থিতিও চোখে পড়ল।

এগিয়েও ড্র ফ্রান্সের

প্যারিস, ৩ অক্টোবর : উয়েফা নেশনস লিগে শনিবার ইতালির সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল ফ্রান্স। ৫৫ মিনিটে মাইকেল ওলিসে ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন। আলেহান্দ্রো বাস্তোনি ৬৮ মিনিটে খেলায় সমতা ফেরান। ৮৫ মিনিটে ডায়োট উপামেকানো লাল কার্ড দেখায় বাকি সময়টা ফ্রান্সকে ১০ জনে খেলতে হয়।

বেলজিয়াম ৩-০ গোলে জিতেছে তুরস্কের বিরুদ্ধে। ১০ ও ৬০ মিনিটে কেভিন ডি ব্রুয়েন জোড়া গোল করেন। ৭৬ মিনিটে তাদের তৃতীয় গোলটি রোমেলু লুকাকুর।

স্মরণের শতরানে লড়াইয়ে ঋষভরা

শ্রীনগর, ৩ অক্টোবর : প্রথম ইনিংসের ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের থেকে ৪১ রানে পিছিয়ে ইরানি ট্রফিতে রাশ আলগা করে ফেলেছিল ঋষভ পন্থের অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশ। দ্বিতীয় ইনিংসে গতকালের ২৪/১ স্কোর থেকে শুরু করে শনিবার শুরুতে সনৎ সাঙ্গোয়ান (৫৫), বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য সুদীপকুমার ঘরামি (৩৩) ও সারাংশ জৈনের (২৫) লড়াইয়ে একটা সময় ১২৮/২ স্কোরে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু সাহিল লোত্রা (৭১/৩) ও উমর নাজির মীর (৮৭/৩) মিডল অর্ডারে ধস নামিয়ে জল ঢেলে দেন সেই লড়াইয়ে। সরফরাজ খান ০ ও ঋষভ ৮ রানে আউট হন। ১৯৭/৮ স্কোরে যখন ঋষভদের হার নিশ্চিত মনে হচ্ছে তখনই রুখে দাঁড়ান রবিচন্দ্রন স্মরণ (অপরাজিত ১২৬)। নবম উইকেটে মুকেশ চৌধুরীকে (অপরাজিত ৯) নিয়ে ১০৯ রানের জুটিতে ফাইনালের উত্তেজনা জিইয়ে রেখেছেন। তৃতীয় দিনের শেষে অবশিষ্ট ভারত ৮ উইকেটে ৩০৬ রান নিয়ে ২৬৫-তে এগিয়ে।

প্রিমিয়ার লিগের নিলামে ৫ দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের শিলিগুড়ির মেয়েদের ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় সংস্করণে দলের সংখ্যা ৪ থেকে বেড়ে ৫ হচ্ছে। অংশ নিচ্ছে- লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি স্মার্ট সিটি, মুখার্জি হসপিটাল, মুখার্জি প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট, নর্থ বেঙ্গল ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ও বাবুপাড়া বয়েজ ক্লাব হিমালয়ান কুইন। লিগের জন্য ক্রিকেটার ও কোচ বেছে নিতে শনিবার শিলিগুড়ির একটি হোটেলে নিলামের টেবিলে বসেছিল পাঁচ দল। দিনের শেষে পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন, পারফরমেন্সের ভিত্তিতে শিলিগুড়ির মহিলা ক্রিকেটারদের মধ্যে থেকে সেরা ১৫ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। লিগে খেলার জন্য সাম্মানিক পাবে তারা। প্রতিটি দল দুইজন করে কোচকেও নির্বাচন করেছে। সাম্মানিক দেওয়া হবে তাঁদেরও। প্রাথমিকভাবে এদিন পাঁচটি দলে ১৮ জন করে মোট ৯০ জনের নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও শেষপর্যন্ত ৯৭ ক্রিকেটার দল পেয়েছে। প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্দেশ্য হিসেবে কুন্তলের ঘোষণা, শিলিগুড়ির মহিলা ক্রিকেটারদের বেশি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ দেওয়া।

শিলিগুড়ি দল রওনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : রাজ্য স্কুল গেমসের ফুটবলের জন্য অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের শিলিগুড়ি দল শনিবার পুরুলিয়া রওনা হয়েছে। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুজয় ঘোষ রায় জানিয়েছেন, একইদিনে শিলিগুড়ি ফেন্সিং দল কলকাতা রওনা দিয়েছে।

মনঃসংযোগ হারিয়েই হার, মত খালিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অক্টোবর : শেষমুহূর্তে মনঃসংযোগ হারানো চলবে না। সতর্কবার্তা খালিদ জামিলের।

ম্যাচ শেষে তাঁকে এবং ভারতীয় দলকে যখন করতালির মাধ্যমে অভিবাদন জানাচ্ছে সারা দেশের তাবড় সংবাদমাধ্যম তখন খালিদ কিন্তু বলে দিলেন, 'আমাদের ভুললে চলবে না যে ম্যাচটা ৯০ মিনিটের। অমনোযোগের খেসারত দিল আমাদের দল। বিশেষ করে শেষ গোলটা খাওয়ার কোনও মানেই হয় না। তখন সবাই ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়েছে ধরে নিয়ে খেলা থেকে হারিয়ে গেল। আর তারই ফায়দা তুলল ব্রাজিল।' এদিন প্রথম দুই গোলের ক্ষেত্রেই গুরপ্রীত সিং সান্ধু দায়ী। তাঁকে তুলেও নেন কোচ। এই প্রসঙ্গ উঠলে খালিদ অবশ্য খানিকটা রেখে-ঢেকে বললেন, 'দুই-একটা ম্যাচে ভুল হতেই পারে। হয়তো আজ ওর কিছু ভুল হয়েছে। তবু বলব, গুরপ্রীতই দেশের এক নম্বর গোলকিপার।' গুরপ্রীত নিজেও মানতে নারাজ যে দল তাঁর ভুলে হেরেছে। তিনি বলেছেন, 'ফুটবল এরকমই। সব ম্যাচ একরকম যায় না। এই রকম ছোটখাটো ভুল হতেই পারে।'

গুরপ্রীতকে আড়াল করলেও পরিবর্ত সব ফুটবলারকে তুলোধোনা করলেন খালিদ। তাঁর মন্তব্য, 'পরে নামা একজন ফুটবলারও ভালো খেলেনি। প্রত্যেকে খারাপ খেলেছে। সবাইকে নিজের ভুল শোধরাতে হবে।' জাতীয় দলের এদিনের খেলা যে নতুন দিশা দেখাতে পারে, এমন কথাও বলছেন তিনি।

কথা দিয়েও রাখল না ফেডারেশন

টিকিট পায়নি ছোট ক্লাবগুলি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : শেষপর্যন্ত নিজের কাছে টিকিট কুক্ষিগত করে রাখায় আইএফএ-র নথিভুক্ত সব ক্লাব পেল না বিনা পয়সার টিকিট।

ভারত-ব্রাজিল ম্যাচ হওয়ার কথা যখন ঘোষণা হয় তখনই আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে নথিভুক্ত সব ক্লাবের সভাপতি ও সচিবকে একটা করে কমপ্লিমেন্টারি টিকিট দেওয়ার অনুরোধ করেন। সঙ্গে জাতীয় দলে খেলা প্রাক্তন ফুটবলারদেরও বিনা পয়সার টিকিটের কথা বলা হয় এই চিঠিতে। দিন তিনেক আগে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে হঠাৎই সংবাদমাধ্যমকে জানান, আইএফএ-র সব নথিভুক্ত ইউনিটের সভাপতি, সচিব ও ফুটবলারদের টিকিট দেওয়া হবে। যা শোনার পর আইএফএ নিজে থেকে ওই টিকিট বণ্টন করতে আগ্রহ দেখালে তাদের টিকিট দিতে অস্বীকার করে ফেডারেশন। উলটে পুরো তালিকা চেয়ে পাঠানো হয় আইএফএ-র কাছে। সভাপতি জানান, তিনি নিজে টিকিট পাঠাবেন। আইএফএ-তেও নির্বাচন আসন্ন। সভাপতির মাথায় সম্ভবত টিকিট বণ্টনের মাধ্যমে এই নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করার ভাবনা ছিল। কিন্তু যেখানে সংবাদমাধ্যমের কার্ড ম্যাচের দিন ছেপে আসে, সেখানে তিনশোর উপর ইউনিটে টিকিটের সঠিক বণ্টন যে হওয়া সম্ভব নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। স্বাভাবিকভাবেই এদিন দুপুরের পর থেকে বিভিন্ন ক্লাব এই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যম থেকে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় জানাতে থাকে যে, তারা কোনও টিকিট পায়নি। অনেকের কাছে টিকিট গিয়ে পৌঁছায় বিকেলের দিকে। এসব ক্লাবের ফুটবলারদের অনেকেই রানাঘাট, চাকদা, ক্যানিংয়ের মতো প্রত্যন্ত জায়গায় থাকেন। ওই সময়ে টিকিট পেয়ে তাঁদের পক্ষে মাঠে আসাও আর সম্ভব হয়নি। তবে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে টিকিট পাঠাতে ভুল হয়নি সভাপতির। শেষ পর্যন্ত আইএফএ সচিবের জন্য টিকিট পাঠানো হলেও তাঁর সহকর্মী অর্থাৎ সংস্থার বাকি কর্তাদের টিকিট দেওয়া হয়নি। এমনকি আইএফএ-র অধীনে থাকা ছোট ক্লাবগুলিকেও কোনও টিকিট দেওয়া হয়নি। যে কারণে খেলা দেখতে যাননি সচিব অনির্বাণ দত্ত।

টিকিট বিক্রি করতে না পেরে কমপ্লিমেন্টারি টিকিট ছাড়া শুরু করে ফেডারেশন। তাতেও অবশ্য ফেডারেশনের বড় কর্তাদের অপদার্থতায় এত বড় ম্যাচে গ্যালারি ভরাতে না পারার লজ্জা গায়ে মাখতেই হল ভারতীয় ফুটবলকে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ঘোষণা করেছেন, লিওনেল মেসির সফরে যাঁরা টিকিট কেটেও আর্জেন্টাইন তারকাকে দেখতে পাননি তাঁরা ওই টিকিট দেখিয়ে বিনামূল্যে উরুগুয়ে ম্যাচ দেখতে পারবেন।

ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে রুখে দিচ্ছেন অভিষেক সিং টেকচাম। শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জামুরিয়া এম-এর এক বাসিন্দা

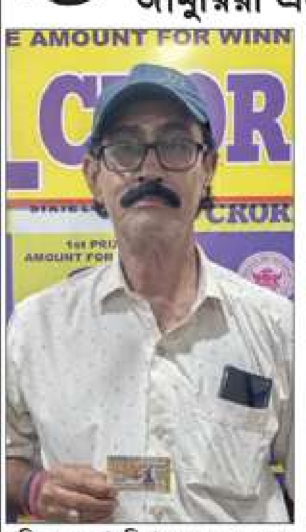

বাসিন্দা দেবনাথ মুখার্জি - কে 23.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 82H 23539 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সাধারণ মানুষের মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়া যে কোনো সংস্থার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং এটি সর্বদা একটি সামাজিক দায়িত্ব। ডিয়ার লটারি সমাজের এক বড় শ্রেণির মধ্যে সুসংবাদ ছড়িয়ে দেয় এবং কটি দশ টাকা খরচ করে অনেককে কোটিপতি বানায়।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, জামুরিয়া এম - এর একজন

শিলিগুড়িতে বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সভায় কর্মকর্তারা।

বিএসটিটিএ-তে স্বপনের জায়গায় সুব্রত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : ২৯ সেপ্টেম্বর বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসটিটিএ) সভাপতি পদ থেকে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাবুন) পদত্যাগ করেছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির একটি হোটেলে বিএসটিটিএ-র এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং ও স্পেশাল জেনারেল মিটিং শেষে অন্তর্বর্তী সভাপতি হিসেবে সুব্রত দে-র নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর মেয়াদ থাকবে। মধ্য কলকাতা টেবিল টেনিস সংস্থার সচিব তিনি। স্পোর্টস গভর্ন্যান্স অ্যাক্ট ২০২৫ মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এদিনের সভায়। যার ফলে বিএসটিটিএ-র নতুন কার্যনির্বাহী সমিতিতে সদস্য সংখ্যা কমে ১৫ জনের হবে।

বড় জয় মিলন মোড়, ভৌমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বিজয় ভৌমিক, গৌর সরকার ও ভবতোষ দে ট্রফি মহিলা ফুটবলে শনিবার মিলন মোড় ফুটবল কোচিং সেন্টার ৫-১ গোলে চূর্ণ করেছে ডায়নামিক সিস্টার্সকে। হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা রীতিকা চিকবড়াইক। জোড়া গোল শবনম রাইয়ের। ডায়নামিকের গোলটি বীরসো মুন্ডার। পরে ভৌমিক ওয়ারিয়র্স ৭-০ গোলে উড়িয়ে দেয় রায় ফুটবল কোচিং সেন্টারকে। জোড়া গোল করেন মারিয়া মিনজ, আরোশী মিনজ ও ম্যাচের সেরা সুগতা টোপ্পো। অন্যটি মঞ্জিলে কেরকেট্টার। রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে নামবে উজ্জ্বল সংঘ এফসিসি ও চাঁদমণি এফসিসি। সোমবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভৌমিক ওয়ারিয়র্স মুখোমুখি হবে মিলনমোড়ের।